কিশোর ক্লাসিক

টমাস হার্ডির

ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

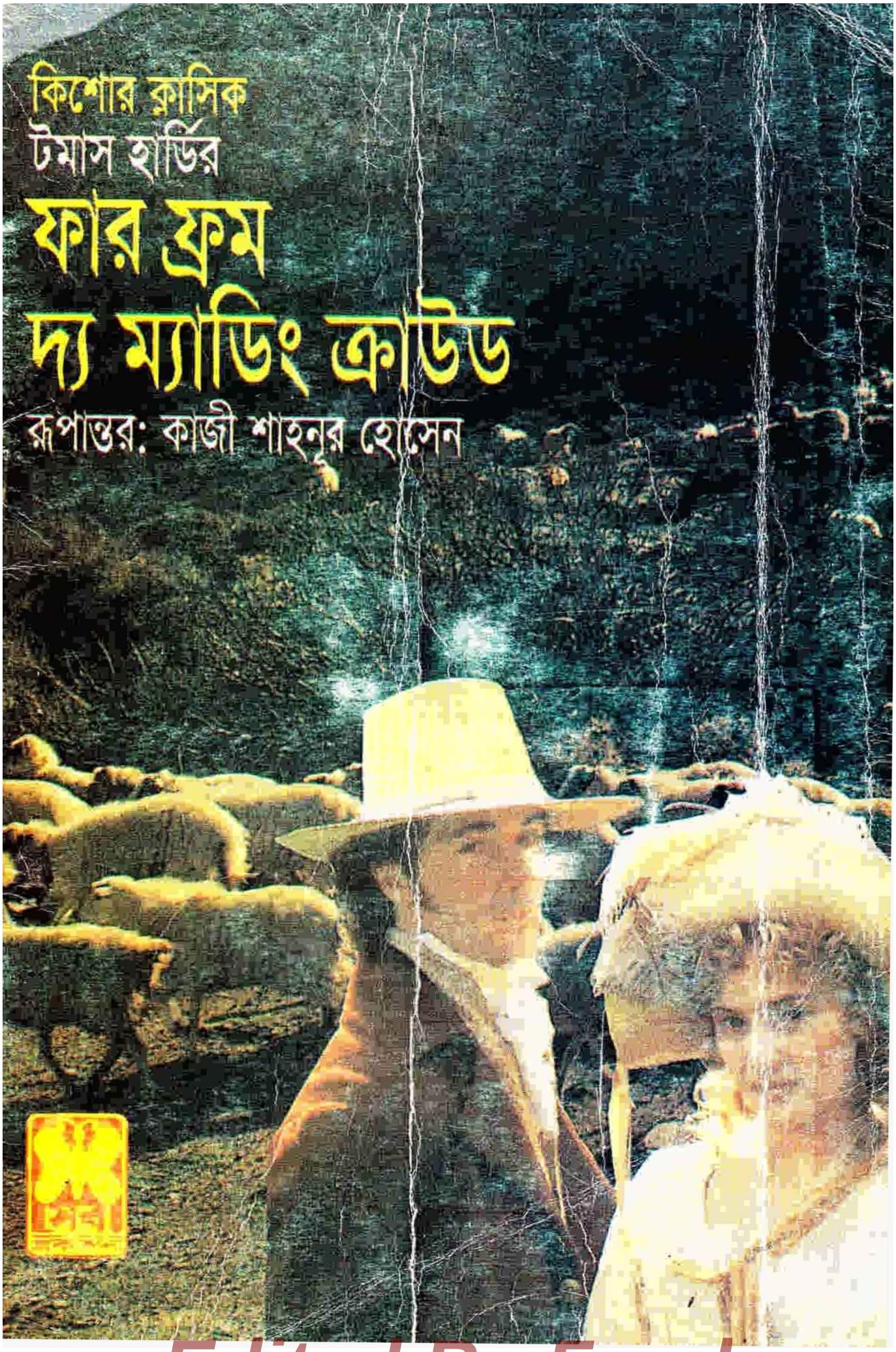

Edited By Fuad

এক

গ্যাব্রিয়েল ওক সজ্জন, বিবেচক যুবক। বাবা ওকে গড়ে তুলেছিলেন মেষপালক হিসেবে। পরে, কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে নিজের নামে এক ফার্ম ভাড়া নেয় সে, ডরসেটের নরকম হিলে। আটাশের মত বয়স তার, দীর্ঘ, ঋজু দেহ। চেহারা-সুরত ও পোশাক-আশাক নিয়ে ওর সামান্যতম মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। সাদামাঠা জীবন যাপনে অভ্যস্ত গ্যাব্রিয়েল।

শীতের এক সকাল। নরকম হিলের একপাশে ওর খামারের এক টুকরো জমিতে তখন গ্যাব্রিয়েল। গেটের ওপর দিয়ে চাইতে, হলদে এক মালগাড়িকে এদিকে আসতে দেখল। আসবাবপত্র ও রকমারি উদ্ভিদে ঠাসা গাড়িটা। মালের গাদায় বসে সুদর্শনা এক যুবতী। গ্যাব্রিয়েল চেয়ে রয়েছে, এসময় গাড়িটা থেমে দাঁড়াল পাহাড়শীর্ষে। চালক গাড়ি থেকে নেমে পেছনে গেল পড়ে-যাওয়া কি যেন কুড়িয়ে আনতে।

সূর্যের আলো গায়ে মেখে ক'মিনিট ঠায় বসে রইল যুবতী। তারপর পাশ থেকে একটা বাক্স তুলে নিয়ে, ঘাড় কাত করে দেখে নিল চালক ফিরে আসছে কিনা। লোকটার ছায়া দেখা গেল না।

এবার বাক্সটা খুলে ভেতর থেকে আয়না বের করল সে। ওর অপূর্ব মুখখানায় আর চুলে রোদ ঝিকোচ্ছে।

মাসটা যদিও ডিসেম্বর, মেয়েটি গরমকালের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। উজ্জ্বল লাল রঙা জ্যাকেট পরে বসে আছে সে, চারপাশে তরতাজা সবুজ চারা নিয়ে। আয়নায় মুখ দেখে মৃদু হাসল ও, ভাবল পাখিরা ছাড়া আর কেউ বুঝি ওকে লক্ষ করছে না। জানতেই পারল না, গেটের ওপাশ থেকে গ্যাব্রিয়েল ওক চেয়ে রয়েছে।

'মেয়েটা খুব অহঙ্কারী মনে হচ্ছে,' ভাবল গ্যাব্রিয়েল। 'এখন আয়না দেখার কোন দরকারই ছিল না।'

মেয়েটির মুখে মুচকি হাসি আর রক্তাভা। স্বপ্নের ঘোরে আছে যেন সে, ক'জন পুরুষের হৃদয় জয় করেছে আর ক'জনের পারেনি তারই হিসেব কষছে বুঝি কল্পনায়। পেছনে চালকের পদশব্দ পেয়ে, চট করে আয়নাটা ঢুকিয়ে রাখল যথাস্থানে। মালগাড়িটা এরপর উতরাই বেয়ে নেমে এল টোল-গেটের উদ্দেশে। পায়ে হেঁটে অনুসরণ করল ওটাকে গ্যাব্রিয়েল। কাছিয়ে আসতে শুনতে পেল চালক তর্ক জুড়ে দিয়েছে গেটকীপারের সঙ্গে।

'আমার মনিবানীর ভাগ্নী ওই যে বসে আছে গাড়িতে, সে তোমাকে বাড়তি দু'পেন্স দিতে চাইছে না,' বলল চালক। 'এমনিতেই নাকি অনেক বেশি নিচ্ছ তোমরা।'

'বেশ তো, দিয়ো না। কে তাকে সাধাসাধি করছে? তবে টোল না দিলে তোমার মনিবানীর ভাগ্নী যেতেও পারবে না।' বলল গেটকীপার।

গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো, দু'পেন্সের জন্যে অযথা সময় নষ্ট করার অর্থ নেই। কাজেই এগিয়ে এল সে।

'এই নাও,' বলে, গেটকীপারের হাতে দুটো মুদ্রা গুঁজে দিল। 'ভদ্রমহিলাকে যেতে দাও।'

রক্তবসনা অবহেলাভরে গ্যাব্রিয়েলের দিকে একবার তাকাল, তারপর চালককে বলল গাড়ি চালাতে। ফার্মারটিকে ধন্যবাদ দেয়ারও ধার ধারল না। গ্যাব্রিয়েল ও গেটকীপার দু'জনেই মালগাড়িটাকে চলে যেতে লক্ষ করল

'খুব সুন্দরী, তাই না?' বলল গেটকীপার।

'হ্যাঁ, কিন্তু দোষও কম নয়।'

'ঠিক বলেছ, ফার্মার।'

'ওর সবচেয়ে বড় যে দোষটা সেটা অবশ্য সব মেয়েরই আছে।'

'তর্কে কখনও হার মানবে না, তাই না? ঠিক কথা।'

'না, ওর সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে ও খুব দেমাগী।'

এর ক'দিন বাদে। বছরের দীর্ঘতম রাত সেদিন। মাঝরাতে নবকম হিলে বেজে উঠল গ্যাব্রিয়েল ওকের বাঁশির সুর। স্বচ্ছ আকাশ। তারাজ্বলা রাত। চরাচর এমনই পরিষ্কার, পৃথিবীটা ঘুরছে তাও যেন দৃশ্যমান হয়। ঠাণ্ডা, কঠিন বাতাসে মিষ্টি সুর মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ল বহুদূর পর্যন্ত। চাকাযুক্ত ছোট্ট এক কুঁড়েঘর এই সুরলহরীর উৎস। মাঠের এক কোণে রাখা ওটা। শীতে ও বসন্তে মেষপালকরা এমনি কুঁড়েঘরকে ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করে। মাঠে তখন রাতভর কাটাতে হয় তাদের, চোখ রাখতে হয় তরুণ

ভেড়াদের ওপর।

গ্যাব্রিয়েলের আড়াইশো ভেড়ার দাম এখন অবধি মেটানো হয়নি। ফার্মিং ব্যবসায় সফল হতে হলে, জানে সে, অসংখ্য স্বাস্থ্যবান ছানার জন্ম নিশ্চিত করতে হবে।

সুতরাং, যতগুলো রাত লাগে লাগুক মাঠে থাকবে গ্যাব্রিয়েল, সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে করে ঠাণ্ডায় কিংবা ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা পড়বে না ছানাগুলো।

কুঁড়েটা উষ্ণ আর আরামদায়ক। ভেতরে একটা চুলো, কিছু রুটি আর একটা তাকে বীয়ার রয়েছে। কুঁড়েটার দু'পাশে গোলাকার জানালা, কাঠের খণ্ড দিয়ে বন্ধ করা যায়। চুলো জ্বললে খুলে রাখা হয় জানালাগুলো, ধোঁয়া বেরনোর জন্যে কেননা ছোট আর বদ্ধ জায়গায় ধোঁয়া বেশি হয়ে গেলে অনেক সময় মারা পড়ে মেষপালক।

মাঝে মাঝেই বাঁশির শব্দ থেমে যাচ্ছে, এবং গ্যাব্রিয়েল ভেড়ার দেখাশোনা করতে কুঁড়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। যখনই কোন আধমরা ছানা খুঁজে পাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে বয়ে আনছে কুঁড়ের ভেতর। চুলোর সামনে কিছুক্ষণ শুইয়ে রাখলেই প্রাণস্পন্দন ফিরে পাচ্ছে, তখন মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসছে ছানাটাকে।

পাহাড়ের নিচ প্রান্তে একটা আলোর রেখা দৃষ্টি কাড়ল ওর। মাঠের কিনারে কাঠের এক কুঁড়ে রয়েছে, আলোটা ওখান থেকেই আসছে। হেঁটে ওটার কাছে গিয়ে কাঠের ফুটোয় চোখ রাখল গ্যাব্রিয়েল। ভেতরে, দুই মহিলা অসুস্থ এক গরুকে দানা-পানি খাওয়াচ্ছে। মহিলাদের একজন মাঝবয়সী। অপরজন যুবতী,

পরনে তার আলখিল্লা, তবে চেহারা দেখা গেল না।

'আমার মনে হয় ও এখন সেরে উঠবে, খালা,' বলল যুবতী। 'আমি সকালে এসে আবার না হয় খাইয়ে যাব। জানো, এখানে আসার পথে না হ্যাটটা হারিয়ে ফেলেছি। এত খারাপ লাগছে!'

ঠিক এমনিসময় মেয়েটি আলখিল্লা ছাড়লে, তার লাল জ্যাকেটের কাঁধ স্পর্শ করল কেশরাজি। এ হচ্ছে হলদে মালগাড়ির সেই আয়নাওয়ালী গরবিনী, গ্যাব্রিয়েল যার কাছে দু'পেন্স পায়।

একটু পরে মহিলা দু'জন কুঁড়ে ত্যাগ করলে, গ্যাব্রিয়েল তার ভেড়াদের কাছে ফিরে গেল।

পরদিন। পুবাকাশ সবে রাঙা হচ্ছে, গ্যাব্রিয়েল বিছানা ছেড়ে তার কুঁড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। একসময় যুবতীকে চড়াই বেয়ে পাহাড়ে উঠতে দেখা গেল। ঘোড়ায় একপেশে হয়ে বসেছে সে, মেয়েরা যেভাবে বসে আরকি। হঠাৎই মেয়েটির খোয়া যাওয়া হ্যাটটার কথা মনে পড়ল গ্যাব্রিয়েলের। খানিক খোঁজাখুঁজি করতেই বরাত জোরে ঝরা পাতার মাঝে ওটাকে পেয়ে গেল সে। মেয়েটিকে ওটা ফিরিয়ে দিতে যাবে, এসময় অদ্ভুত এক দৃশ্য তার নজর কেড়ে নিল। একটা গাছের নিচু ডালের তলা দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েটি, জানোয়ারটার কাঁধ স্পর্শ করল ওর পায়ের পাতা। এবার, চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখে নিল কেউ লক্ষ করছে কিনা, তারপর সিধে হয়ে বসে একটানে হাঁটুর ওপর তুলে ফেলল পোশাক, এবং ঘোড়ার দেহের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিল পা। এর ফলে রাইড করা সহজ হয় বটে, কিন্তু কাজটা ভদ্রজনোচিত নয়। মেয়েটির আচরণে যেমন বিস্মিত

হলো তেমনি আমোদ পেল গ্যাব্রিয়েল। কাজ সেরে খালার বাসা থেকে ফিরছে, এসময় তার সামনে এসে দাঁড়াল যুবক।

'আমি একটা হ্যাট খুঁজে পেয়েছি,' বলে বাড়িয়ে দিল জিনিসটা

'ওটা আমার,' বলল মেয়েটি। হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে স্মিত হাসল। 'উড়ে গেছিল।'

'আজ রাত একটার দিকে?'

'হ্যাঁ সকালে হ্যাটটা দরকার ছিল। মাঠে আমার খালার এক কুঁড়েঘর আছে, তার অসুস্থ গরুটার যত্ন নেয়ার জন্যে সেখানে গেছিলাম।'

'আমি জানি। তোমাকে দেখেছি

'কোথায়?' আঁতকে উঠল মেয়েটি।

'রাস্তা দিয়ে সোজা পাহাড়ে উঠে আসছিলে,' বলল গ্যাব্রিয়েল, যুবতীর বেমানান ভঙ্গির কথা কল্পনা করল।

আরক্তিম হয়ে উঠল মেয়েটির মুখের চেহারা। সহানুভূতির সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল গ্যাব্রিয়েল, মেয়েটির দিকে চাইতে সাহস পাচ্ছে না। একটু পরে লক্ষ করল মেয়েটি চলে গেছে।

পাঁচ দিন পাঁচ রাত কেটে গেল। অসুস্থ গরুটার সেবা করতে নিয়মিত এল যুবতী কিন্তু একবারও কথা বলল না গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে। অনুতপ্ত বোধ করল গ্যাব্রিয়েল। মেয়েটি আহত হয়েছে ওর বেফাঁস কথায়। বেচারী কোকী মনে করেছিল যখন নিজেকে, গ্যাব্রিয়েল তখনকার কথা বলে দিয়ে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে ওকে।

কনকনে ঠাণ্ডা পড়ল এক রাতে। ক্লান্ত গ্যাব্রিয়েল তার কুঁড়েতে

ফিরে এল চুলোর উষ্ণতা এমনই ঘুমকাতুরে করে তুলল ওকে, জানালা খোলার কথা মনেই রইল না ওর, ঘুমিয়ে পড়ল। এর পরের ঘটনা গ্যাব্রিয়েলের যা মনে আছে তা হলো, সুন্দরী মেয়েটি ওর মাথা নিজের বাহুতে নিয়ে বসে আছে।

'কি ব্যাপার বলো তো?' আধো সচেতন গ্যাব্রিয়েল প্রশ্ন করল।

'ব্যাপার মিটে গেছে, জবাব এল 'কিন্তু এই কুঁড়েতে আরেকটু হলে মারা পড়তে তুমি

'বুঝতে পেরেছি,' বলল গ্যাব্রিয়েল 'তোমার বাহু ডোরে সারাদিন শুয়ে থাকতে পারলে বড় ভাল হত, বলল মনে মনে কথাটা বলতে চেয়েও চেপে গেল যুবক, কেননা মনের কথা গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারে না সে। 'আমাকে খুঁজে পেলে কিভাবে?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল।

'ও, তোমার কুকুরটার দরজা খামচানোর শব্দ শুনতে পাই, তাই ভাবলাম কি ব্যাপার দেখে আসি। দরজা খুলে দেখি তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ। চুলোর ধোঁয়া, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ, মিস—কিন্তু তোমার নামটা তো জানা হলো না।'

'জানার দরকারই বা কি। আর কখনও হয়তো দেখাই হবে না।'

'আমার নাম গ্যাব্রিয়েল ওক।'

'আমার তা নয়। নামটা নিয়ে তোমার খুব গর্ব মনে হচ্ছে?'

'নাম তো মানুষের একটাই থাকে।'

'নিজের নামটা আমার একটুও ভাল লাগে না।'

'আমার মনে হয় শীঘ্রিই নতুন একটা নাম পেয়ে যাবে তুমি।'

'সে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, জনাব গ্যাব্রিয়েল ওক।'

'আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, মিস, কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। হাতটা একটু দেবে?'

ইতস্তত করল মেয়েটি, তারপর বাড়িয়ে দিল হাত।

হাতটা মুহূর্তমাত্র ধরে রেখে ছেড়ে দিল গ্যাব্রিয়েল।

'আমি দুঃখিত,' বলল সে। 'এত তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে দিতে চাইনি।'

'বেশ, আবার না হয় ধরো। এই নাও।'

গ্যাব্রিয়েল এবারে অনেকক্ষণ ধরে রইল ওটা।

'এই শীতেও কত নরম, এতটুকু রুক্ষতা নেই,' পেলব হাতটা ওর মুখে ভাষা জোগাল।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল মেয়েটি, কিন্তু সরিয়ে নিল না হাত। 'চুমো খেতে ইচ্ছে করছে বুঝি? চাইলে খেতে পারো আপত্তি নেই।'

'আমার অমন কোন ইচ্ছে হয়নি,' বলল গ্যাব্রিয়েল, 'তবে–'

'তবে কি? খেতে হবে না!' এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল মেয়েটি। 'পারলে আমার নাম বের করো দেখি,' এটুকু বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

দুই

ফার্মার গ্যাব্রিয়েল ওক প্রেমে পড়েছে। খাবারের লোভে ওর কুকুরটা যেভাবে অধৈর্যের মত অপেক্ষা করে, তেমনিভাবে মেয়েটি কখন অসুস্থ গরুটার কাছে আসবে তার প্রহর গোণে গ্যাব্রিয়েল। মেয়েটার নাম বাথসেবা এভারডেন জানতে পেরেছে ও। খালা মিসেস হার্স্টের বাসায় উঠেছে সে। গ্যাব্রিয়েলের মাথায় এখন কেবল ওরই চিন্তা ঘুরপাক খায়। ইদানীং অন্য আর কিছু ভাবতে পারে না যুবক।

'ওকে বিয়ে করতে হবে,' মনে মনে বলল, 'নইলে কাজে মন বসবে না।'

মেয়েটির রোগাক্রান্ত গরুটাকে খাওয়াতে আসা যখন বন্ধ হলো, দেখা করার জন্যে একটা বাহানা খুঁজে নিতে হলো ফার্মারকে। ভেড়ার এক এতিম ছানা পাকড়াও করল সে, তারপর ওটাকে ঝুড়িতে ভরে, মাঠ-ময়দান ঠেঙিয়ে নিয়ে গেল মিসেস হার্স্টের বাসায়।

'মিস এভারডেনের জন্যে একটা ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে এসেছি,' বাথসেবার খালাকে বলল সে। 'মেয়েরা ভেড়ার বাচ্চা পালতে

পছন্দ করে কিনা তাই।'

'ধন্যবাদ, মি. ওক,' জবাব দিলেন মিসেস হার্স্ট। 'কিন্তু বাথসেবা এখানে বেড়াতে এসেছে ও ওটাকে পালতে চাইবে কিনা আমার জানা নেই।'

'তাহলে সত্যি কথাটাই বলি, মিসেস হার্স্ট, আমার আসার পেছনে অন্য একটা কারণ আছে মিস এভারডেনকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই সে বিয়ের কথা ভাবছে কিনা।'

'ও, তাই?' খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন ওকে খালা।

'হ্যাঁ। কারণ রাজি হলে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। আর কেউ ওকে প্রস্তাব দিয়েছে কিনা জানেন কিছু?'

'অনেকেই দিয়েছে,' জানালেন মিসেস হার্স্ট। 'দেবেই তো, যেমন সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে! আমি যদিও কোন যুবককে ওর পেছনে ঘুর-ঘুর করতে দেখিনি, তবে দশ-বারোজন অন্তত পিছে লেগে আছে এটুকু বলতে পারি।'

'কপাল!' বলে বিষণ্ন দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ করল ফার্মার। 'আমি খুবই সাধারণ লোক, তাই ভেবেছিলাম সবার আগে প্রস্তাব দেয়ার সুবিধেটুকু পাই যদি। যাকগে, আমি এজন্যেই এসেছিলাম। আসি, মিসেস হার্স্ট।'

মাঠের মাঝ বরাবর এসেছে এসময় পেছনে চিৎকার শুনতে পেল ওক। ঘুরে চাইতে, এক মেয়েকে ছুটে আসতে লক্ষ করল। মেয়েটি বাথসেবা। লজ্জায় লাল হয়ে গেল গ্যাব্রিয়েল ওক।

'ফার্মার ওক,' হাঁফাচ্ছে মেয়েটি, 'আমি একটা কথা বলার

জন্যে ছুটে এসেছি—আমাকে অনেক ছেলে প্রস্তাব দিয়েছে কথাটা ঠিক নয়। আসলে এখন পর্যন্ত একজনও দেয়নি।'

'শুনে খুব খুশি হলাম!' আকর্ণ হেসে বলল গ্যাব্রিয়েল। মেয়েটির হাত ধরার জন্যে নিজের এক হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ঝট করে হাত সরাল বাথসেবা। 'আমার ফার্মটা ছোট হলেও গোছানো,' কথাগুলো যোগ করতে গিয়ে আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি পড়ল গ্যাব্রিয়েলের। 'কথা দিচ্ছি, আমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে দ্বিগুণ পরিশ্রম করব আমি, আমার রোজগার বেড়ে যাবে।'

বাহু প্রসারিত করল গ্যাব্রিয়েল। কিন্তু ধরা দিল না বাথসেবা, একটা গাছের আড়াল নিল।

'কিন্তু ফার্মার ওক,' বিস্ময় ফুটল ওর কণ্ঠে। 'আমি তো একবারও বলিনি আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি।'

'অ!' হতাশা ঝরল যুবকের গলায় 'আমার পেছনে এভাবে দৌড়তে দৌড়তে এসে শেষে এই কথা শোনালে!'

'আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম আমার থালার কথাটা ঠিক নয়, ব্যস,' সাগ্রহে বলল মেয়েটি। 'তাছাড়া তোমার নাগাল পাওয়ার চিন্তাই মাথায় ঘুরছিল, বিয়ের কথা ভাবার ফুরসতই পাইনি।'

'এখন তো পাচ্ছ, ভেবে ফেলো,' আশান্বিত কণ্ঠে বলল গ্যাব্রিয়েল। 'আমি জবাবের অপেক্ষায় থাকলাম, মিস এভারডেন। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? বলো, বাথসেবা করবে। তোমাকে আমি ভীষণ-ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি!'

'সময় দাও,' জবাব দিল মেয়েটি। 'পরে জানাব।' যুবকের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দূরবর্তী পাহাড়সারির উদ্দেশে চেয়ে রইল।

'আমি তোমাকে সুখী করব,' মেয়েটির মাথার পেছনটাকে উদ্দেশ্য করে বলল গ্যাব্রিয়েল। 'তুমি একটা পিয়ানো পাবে, আর সন্ধেবেলা আমি তোমার পিয়ানোর সঙ্গে বাঁশি বাজাব।'

'বাহ, দারুণ হবে।'

'আর বাসায় দু'জনে আগুনের পাশে বসে থাকব। মুখ তুললেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে আর আমি তোমাকে।' সোৎসাহে বলল গ্যাব্রিয়েল।

'দাঁড়াও, আমাকে ভাবতে দাও!' ক্ষণিকের জন্যে নীরব থেকে গ্যাব্রিয়েলের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল বাথসেবা। 'না,' বলল। 'তোমাকে বিয়ে করতে চাই না আমি। বিয়ে হলে দারুণ হত, কিন্তু তাই বলে স্বামী—নাহ, লোকটা সর্বক্ষণ গায়ের সাথে আঠার মত লেগে থাকবে। তুমি নিজেই তো বললে, যখনই তাকাব দেখব বান্দা হাজির।'

'হাজির তো থাকবেই—মানে, আমি থাকব আরকি।'

'সমস্যাটাই তো সেখানে। বউ হতে আপত্তি ছিল না আমার, যত আপত্তি ওই স্বামীটাতেই। কিন্তু একা একা যখন বউ হওয়া যায় না, কাজেই বিয়ে করছি না আমি, অন্তত এখনই না।'

'বোকা আর কাকে বলে!' গলা চড়ে গেল গ্যাব্রিয়েলের। তারপর সুর নরম করে বলল, 'আরও ভেবে দেখো, লক্ষ্মী!' গাছটাকে পাক খেয়ে মেয়েটির কাছে পৌঁছল সে। 'আমাকে বিয়ে

করতে আপত্তি কোথায়? আমি কি খারাপ?'

'তা নয়, তবে অসুবিধা আছে। আমি তোমাকে ভালবাসি না,' বলে ঝটপট সরে দাঁড়াল বাথসেবা।

'কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি—আর তুমি আমাকে ভাল না বাসলেও পছন্দ তো করো।' জীবনে কোনদিন এত ভারিক্কি চালে কথা বলেনি গ্যাব্রিয়েল। 'এ জীবনে একটা কথাই ধ্রুব সত্য—আর তা হলো, আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবেসে যাব আজীবন।' অকপট মানুষটার মুখের চেহারায় ফুটে উঠেছে হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির চিহ্ন, বাদামী রঙের প্রকাণ্ড হাত দুটো তার কাঁপছে থরথর করে।

'তোমার যা দশা দেখছি তাতে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে মন চাইছে না,' বেজার মুখে বলল বাথসেবা। 'আমি ওভাবে তোমার পেছন পেছন ছুটে না এলেই ভাল হত! সত্যি বলতে কি, আমরা বিয়ে করলে সুখী হব না, মি. ওক। আমি বড্ড বেশি স্বাধীনচেতা। আমাকে দাবড়ে রাখতে পারে এমন কাউকে আমার বিয়ে করা উচিত, তোমাকে নিয়ে ও কর্মটি হবে না তা এ ক'দিনে বেশ ভালই বুঝে গেছি।'

মুষড়ে পড়ল গ্যাব্রিয়েল, অভিমানে আরেক দিকে চেয়ে রইল। না জবাব।

'আরেকটা কথা, মি. ওক,' পরিষ্কার গলায় বলে চলল মেয়েটি, 'আমার নিজের টাকা-পয়সা বলতে কিছুই নেই। আর তুমিও সবে ফার্মিং ব্যবসায় নেমেছ। কোন ধনী মহিলাকে বিয়ে করাই তোমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভেড়া-টেড়া কিনে

তাহলে ফার্মের উন্নতি ঘটাতে পারবে।'

'আমিও তো এতদিন তাই ভেবে এসেছি!' চমকিত গ্যাব্রিয়েল উত্তর দেয়। বাহ্, কী সুন্দর বুদ্ধি রাখে মেয়েটা, তারিফ করল মনে মনে।

'তাহলে আমাকে প্রস্তাব দিলে কেন শুনি?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শুধাল বাথসেবা।

'সব ব্যাপারে কি লাভ-লোকসানের হিসেব করলে চলে? মানুষের মন বলে একটা কথা আছে না!' বেচারা টেরই পেল না কখন বাথসেবার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে।

'এখন তো নিজের মুখেই স্বীকার করলে আমাকে বিয়ে করলে লোকসান হয়ে যাবে। মি. ওক, তুমি কি করে আশা করো এরপরও আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হব?'

'আমার কথার ভুল মানে কোরো না,' অসহায়ের মত বলে ওঠে গ্যাব্রিয়েল। 'সত্যি কথা বলাটা কি অপরাধ? তুমি আমাকে সুখী করবে আমি জানি। তোমার কথাবার্তা ভদ্রমহিলাদের মত, সবাই বলে। আর তোমার ওয়েদারবারির চাচা বিশাল এক ফার্মের মালিক, সে কথাও আমি শুনেছি। আমি কি রোজ সন্ধেবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি? কিংবা তুমি কি রবিবার রবিবার আমার সাথে হাঁটতে আসবে? ভেবেচিন্তে উত্তর দিয়ো, এখনই বলার দরকার নেই।'

'না, না, পারব না। জোরাজোরি কোরো না তো। তোমাকে কি আমি ভালবাসি নাকি যে তোমার সাথে বোকার মত ঘুরতে যাব?' বলতে গিয়ে হেসে ফেলল বাথসেবা।

সরলহৃদয় গ্যাব্রিয়েল যেখানে আবেগে থরো থরো, সেখানে নিঠুরা রমণী কিনা ওর অনুভূতি নিয়ে তামাশা করছে! বড্ড চোট পেল বেচারা। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বেশ, আর কোন দিনও তোমার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলব না।'

অভিমানাহত গ্যাব্রিয়েল দু'দিন দেখা করল না মেয়েটির সঙ্গে, তারপর শুনতে পেল বাথসেবা নাকি চলে গেছে এখান থেকে। বিশ মাইল দূরের গ্রাম ওয়েদারবারিতে গিয়ে উঠেছে। চোখের আড়াল হলে হোক না, গ্যাব্রিয়েল ওকে মনের আড়াল হতে দিল না। মেয়েটির বিরহ বরং ওর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে আরও জাগিয়ে তুলল।

পরদিন রাতে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে, কুকুর দুটোকে ঘরে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল গ্যাব্রিয়েল। বুড়ো কুকুর জর্জ ওর ডাকে সাড়া দিল, কিন্তু কমবয়সীটা লাপাত্তা। আনাড়ী কুকুরটাকে কাজ শেখাতে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে গ্যাব্রিয়েলকে। বেজায় উৎসাহ যদিও ওটার, কিন্তু শীপ ডগের দায়িত্ব এখনও ঠিকভাবে শিখে উঠতে পারেনি। কুকুরটার অনুপস্থিতি ওকে ভাবাল না, শুতে চলে গেল সে।

আঁধার রাতে শীপ বেলের শব্দে ঘুম টুটে গেল ওর। ভয়ানক জোরাল সুরে বাজছে ঘন্টি। শীপ বেলের কোন্ ধরনের শব্দের কি অর্থ প্রতিটি মেষপালক তা ভালই জানে। গ্যাব্রিয়েল মুহূর্তে বুঝে নিল, ওর ভেড়াগুলো দ্রুত ধাবমান। লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে, গায়ে কোনমতে কাপড় জড়িয়ে ছুটতে শুরু করল সে। নরকম হিলের চড়াই ভেঙে, চুনাপাথরের কুয়াটার উদ্দেশে ছুটে

চলল।

ছানাসহ গোটা পঞ্চাশেক ভেড়াকে একটা মাঠে নিরাপদে পাওয়া গেল। কিন্তু আরেকটা মাঠ থেকে পোয়াতী দুশো ভেড়া বেমালুম উবে গেছে যেন। একটা ভাঙা গেট নজরে এল ওর, সন্দেহ নেই ওটার ফোকর গলে সব ভেড়া বেরিয়ে গেছে। পরের মাঠে ভেড়াগুলোর ছায়ামাত্র নেই, কিন্তু সামনে পাহাড়চূড়ায় তরুণ কুকুরটাকে লক্ষ করল সে, রাতের আকাশের বিপরীতে কালচে দেখাচ্ছে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে ওটা, কূয়ার ভেতর চেয়ে।

ভয়ঙ্কর সত্যটা হজম করতে গিয়ে অসুস্থ বোধ করতে লাগল গ্যাব্রিয়েল। তরতর করে পাহাড় বেয়ে উঠে কূয়ার কিনারে চলে এল সে, তারপর নিচে চোখ রাখল! যা ভেবেছিল তাই–গভীর কূয়াটার ভেতর মরে পড়ে রয়েছে ওর দুশো ভেড়া, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যারা আরও দুশো ছানার জন্ম দিত। আনাড়ী, তরুণ কুকুরটা নির্ঘাত ওদেরকে কূয়ার প্রান্তে ধাওয়া দিয়ে নিয়ে আসে, যেটার ভেতর পড়ে ওদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।

ভেড়াগুলো ও তাদের অনাগত সন্তানদের জন্যে বেদনায় ছেয়ে গেল গ্যাব্রিয়েলের অন্তর। তারপর চিন্তা হলো নিজের জন্যে। গত দশ বছরে ওর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফসল, যাবতীয় সঞ্চয় ব্যয় করেছিল সে ফার্মটা ভাড়া নেয়ার পেছনে। চোখের নিমেষে স্বাধীন ব্যবসায়ী হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল ওর। দু'হাতে মুখ ঢাকল গ্যাব্রিয়েল।

খানিক পরে মুখ তুলে চাইল।

'ভাগ্যিস বাথসেবাকে বিয়ে করিনি,' ভাবল। 'আমার মত

কাণ্ডালকে বিয়ে করলে কষ্ট পেতে হত বেচারীকে!'

পরদিন তরুণ কুকুরটাকে গুলি করে মারা হলো। ফার্মের সমস্ত যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দেনা শুধল গ্যাব্রিয়েল। ও এখন আর ফার্মার নয়, অতি সাধারণ এক লোক—পরনের কাপড় ছাড়া যে নিঃসম্বল। কাজ খুঁজে নিতে হবে এখন তাকে, অন্য লোকের খামারে।

তিন

দু'মাস বাদে ক্যাস্টারব্রিজের মেলার মাঠে গেল গ্যাব্রিয়েল, ফার্ম ম্যানেজারের পদে কোন কাজ পাওয়া যায় কিনা দেখতে। কিন্তু শেষ বিকেল নাগাদ যখন টের পেল কোন ফার্মারের ম্যানেজার এমনকি মেষপালকেরও প্রয়োজন নেই, পরদিন আরেকটা মেলাতে ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবে ঠিক করল। আরও পনেরো মাইল পাড়ি দিতে হবে ওখানে পৌঁছতে, ওয়েদারবারির উল্টোদিকে এক গাঁয়ে বসে মেলাটা। ওয়েদারবারির নাম ওকে বাথসেবার কথা মনে করিয়ে দিল, মেয়েটা এখনও আছে কিনা ওখানে কে জানে। আঁধার লেগে আসছে এসময় হাঁটা দিল গ্যাব্রিয়েল। তিন-চার মাইল পেরিয়েছে, এসময় আধাআধি খড় বোঝাই এক দাঁড়ানো মালগাড়ির দেখা পেল পথের পাশে।

'আরামসে ঘুমানো যাবে ওটার ভেতর,' ভাবল গ্যাব্রিয়েল। সারাদিনের পথশ্রান্তি ও হতাশার ফলে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, মালগাড়িটাতে উঠে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘণ্টা দুয়েক গেছে, মালগাড়িটা দুলে উঠতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। দু'জন খামারকর্মী ওয়েদারবারির উদ্দেশে চালনা করছে

ওটাকে। গ্যাব্রিয়েলকে তারা দেখতে পায়নি অবশ্য। গ্যাব্রিয়েল কান খাড়া করে ওদের কথোপকথন শুনতে লাগল।

'মেয়েটা খুব সুন্দরী, সত্যি কথা,' বলল একজন, 'কিন্তু ভীষণ দেমাগী!'

'দেমাগী হলে, বিলি শ্বলবারি, চিন্তার বিষয়! জানোই তো আমি মুখচোরা মানুষ!' বলল অপরজন। 'মেয়েটা অবিবাহিতা, আবার অহঙ্কারী! কর্মচারীদের ঠিকমত বেতন-টেতন দেয় তো?'

'আমার জানা নেই, জোসেফ পুয়োরগ্রাস।'

এরা বাথসেবার প্রসঙ্গে আলোচনা করছে হয়তো, ভাবল গ্যাব্রিয়েল। যার কথা বলাবলি করছে সে মহিলা এক ফার্মের কর্ত্রী। ওয়েদারবারি কাছিয়ে এলে, লোক দুটোর অলক্ষে গ্যাব্রিয়েল লাফিয়ে নেমে পড়ল। একটা গেট টপকে ঢুকে পড়ল এক মাঠে, খড়ের গাদার নিচে রাতটা কাবার করার ইচ্ছা। ঠিক এমনিসময় আঁধারের পটভূমিতে অদ্ভুত এক আলোর রেখা চোখে পড়ল ওর, আধ মাইলটাক দূরে। আগুন ধরে গেছে কিছুতে।

আড়াআড়িভাবে মাঠ পেরিয়ে, শশব্যস্তে আগুন লক্ষ্য করে পা চালাল গ্যাব্রিয়েল। শীঘ্রিই, কমলা রঙের অগ্নিশিখায় দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা গেল এক খড়ের স্তূপ। এখন আর ওটাকে বাঁচানোর উপায় নেই, কাজেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল ও অগ্নিশিখার উদ্দেশে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ধোঁয়া কেটে গেলে, জ্বলন্ত গাদাটার কাছে আস্ত এক সারি গমের স্তূপ লক্ষ করে আতঙ্কিত হয়ে উঠল গ্যাব্রিয়েল। সম্ভবত ফার্মটার সারা বছরের ফসল মজুত রয়েছে এখানে। যে কোন মুহূর্তে তাতে

আগুন ধরে যাবে।

আগুন বিপজ্জনকভাবে কাছ ঘেঁষে এসেছে, এমনি এক স্তূপের উদ্দেশে ছুটে গেল গ্যাব্রিয়েল। লক্ষ করল ও একা নয়। এক ঝাঁক ফার্মকর্মী অগ্নিশিখা দেখে গম বাঁচাতে ছুটে এসেছে মাঠে, কিন্তু এমনই ভড়কে গেছে তারা, ইতিকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। গ্যাব্রিয়েল মুহূর্তে পরিস্থিতি আয়ত্তে নিয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে লাগল।

'বড় দেখে একটা কাপড় আনো!' গর্জাল সে। 'গমের গাদা ঢেকে দাও ওটা দিয়ে, বাতাসে যাতে আগুন ছিটকে না পড়ে! এই, তুমি পানির বাল্‌তি নিয়ে এখানটায় দাঁড়াও, কাপড়টাকে ভেজাতে থাকো!'

ওর নির্দেশ পালনের জন্যে চারদিকে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল।

'একটা মই আনতে পারবে?' চিৎকার ছাড়ল গ্যাব্রিয়েল। 'একটা ডাল আর খানিকটা পানিও দিয়ো!' গাদার ওপর চড়ে বসল সে, ডালটা দিয়ে দমাদম পিটিয়ে চলেছে আগুনের শিখা। মালগাড়ির আরোহীদের একজন, বিলি স্মলবারি এক বাল্‌তি পানি নিয়ে চড়াও হলো গমের গাদায়, গ্যাব্রিয়েলের গায়ে পানি ছিটিয়ে আগুন থেকে বাঁচাবে। ধোঁয়া সবচেয়ে ঘন হয়ে পাক খাচ্ছে এই কোণটিতে, কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের কাজে বিরাম নেই।

নিচে গ্রামবাসী যথাসম্ভব চেষ্টা করছে আগুন নেভাতে। খুব একটা কাজ অবশ্য হচ্ছে না তাতে। একটু দূরে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে এক অশ্বারোহী যুবতী, পায়ে হেঁটে সঙ্গে এসেছে তার

মেইড। আগুনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ, গ্যাব্রিয়েলের কথা আলোচনা করছে তারা।

'উনি না থাকলে কি যে হত,' বলল লিডি নামের মেইডটি। 'ওনার কাপড়চোপড়ের দশা দেখেছেন, ম্যাম?' গ্যাব্রিয়েলের পোশাক নানা জায়গায় পুড়ে গেছে।

'কোথায় কাজ করে ও?' পরিষ্কার কণ্ঠে শুধাল যুবতী।

'কেউ বলতে পারল না। এদিকে নতুন এসেছে।'

'জ্যান কোগ্যান!' এক কর্মচারীর উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল যুবতী। 'গম বাঁচবে তো?'

'মনে তো হয়, ম্যাম,' জবাব দিল লোকটা। 'এই গাদাটায় আগুন ধরে গেলে অন্যগুলোতেও ধরত। ওই অচেনা ছেলেটা না থাকলে আর রক্ষে ছিল না।'

'লোকটা খুব খাটছে,' বলে গ্যাব্রিয়েলের দিকে চাইল যুবতী। গ্যাব্রিয়েল অবশ্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ওকে লক্ষ করল না। 'আমার ফার্মে যদি ওকে পেতাম!'

ফসলের গাদায় আর আগুন ধরার ভয় নেই, ফলে নেমে আসতে লাগল গ্যাব্রিয়েল। নিচে নামলে দেখা হলো মেইডের সঙ্গে।

'ফার্মারের তরফ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে,' বলল মেইড। 'আপনাকে উনি ধন্যবাদ জানাতে চান।'

'কোথায় ভদ্রলোক?' প্রশ্ন করল গ্যাব্রিয়েল, হঠাৎই সচেতন হলো চাকরি লাভের সুযোগ অযাচিতভাবে এসে পড়ায়।

'ভদ্রলোক নন, ভদ্রমহিলা,' জবাব দিল মেইড।

'মহিলা ফার্মার?'

'হ্যাঁ, এবং ধনীও বটে!' কাছে দাঁড়ানো এক গাঁবাসী মন্তব্য করল। 'চাচা হঠাৎ মারা যাওয়াতে তার ফার্মটা পেয়েছে। ক্যাস্টারব্রিজের প্রতিটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার আছে ওদের।'

'ওই যে, ঘোড়ার পিঠে আলখিল্লা পরে বসে আছে দেখতে পাচ্ছেন?' যোগ করল মেইড।

আঁধারে অশ্বারোহী এক মহিলার আদল কেবল চোখে পড়ল গ্যাব্রিয়েলের সেদিকে হেঁটে গেল ও। ধোঁয়ার প্রভাবে যদিও মুখ কালচে, আগুনের ফুলকি লেগে পোশাকে ফুটো তার, ভদ্রতা প্রকাশে ভুল করল না সে-হ্যাট তুলল। তারপর মহিলার উদ্দেশে মুখ তুলে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনার ফার্মে কি কোন শেফার্ড দরকার, ম্যাম?'

মাথা থেকে আবরণ খসে পড়তে দিল হতচকিত মহিলা। গ্যাব্রিয়েল ও তার নিস্পৃহ প্রেয়সী বাথসেবা এভারডেন পরস্পরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কথা নেই যুবতীর মুখে। বিষণ্ন কণ্ঠে গ্যাব্রিয়েল কেবল পুনরাবৃত্তি করল, 'আপনার ফার্মে কি কোন শেফার্ড দরকার, ম্যাম?'

ছায়ার অন্তরাল নিল বাথসেবা বিষয়টা বিবেচনা করার জন্যে। লোকটার জন্যে একটু কষ্ট অনুভব করল ও, আবার শেষ সাক্ষাতের পর নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে বলে খুশিও হলো। গ্যাব্রিয়েলের বিয়ের প্রস্তাবের কথা ভুলেই গেছিল সে। এখন মনে পড়ল।

'হ্যাঁ,' লাজুক কণ্ঠে জবাব দিল বাথসেবা। 'শেফার্ড একজন দরকার আমার। কিন্তু–'

'ওর চেয়ে উপযুক্ত আর কাউকে পাবে না, ম্যাম,' জনৈক গ্রামবাসী বলল।

'খাঁটি কথা!' বলল দ্বিতীয়জন, এবং সায় জানাল আরও একজন।

'তাহলে ওকে বলে দাও আমার ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে,' ব্যবসায়িক চালে বলল বাথসেবা, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘোরাল।

শীঘ্রি বেঞ্জি পেনিওয়েজ, মানে বাথসেবার ম্যানেজারের সঙ্গে চাকরি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সমস্ত আলোচনা সেরে নিল গ্যাব্রিয়েল। তারপর গাঁয়ের উদ্দেশে চলল। মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই। মাথায় সর্বক্ষণ ঘুরছে শুধু বাথসেবার চিন্তা। মেয়েটা কত অল্প সময়ের ব্যবধানে একটা ফার্মের সর্বেসর্বা হয়ে বসেছে!

চার্চইয়ার্ড ও ওটাকে ঘিরে থাকা প্রাচীন গাছগুলোকে যখন পাক খেল গ্যাব্রিয়েল, লক্ষ করল এক গাছের পেছনে কে যেন দাঁড়িয়ে।

'এ পথে কি ওয়েদারবারি যাওয়া যাবে?' শুধাল গ্যাব্রিয়েল।

'হ্যাঁ, সোজা নাক বরাবর চলে যান,' অনুচ্চ, মিষ্টি এক নারী কণ্ঠ বলল। খানিক বিরতি নিয়ে আরও বলল, 'আপনি এখানে নতুন বুঝি?'

'হ্যাঁ, শেফার্ডের কাজ নিলাম এইমাত্র।'

'শেফার্ড! আমি তো ভেবেছিলাম ফার্মার।'

'শেফার্ড!' ভোঁতা গলায় পুনরাবৃত্তি করল গ্যাব্রিয়েল। বুকটা ব্যথিয়ে উঠল সে রাতের সর্বনাশের কথা মনে করে। ওর স্বপ্নসৌধ ধসে পড়েছিল সেই কাল রাতেই তো।

'দয়া করে কাউকে বলবেন না যেন আমাকে এখানে দেখেছেন,' মিনতি করে বলল মেয়েটি। 'কেউ জানতে পারলে আমার অসুবিধা হবে। আমি গরীব, অসহায় মেয়ে।' ওর শীর্ণ দু'খানা বাহু ঠাণ্ডায় কাঁপছে থরথর করে।

'কাউকে বলব না আমি, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো,' অভয় দিল শেফার্ড। 'কিন্তু এই শীতের মধ্যে গরম কাপড় পরোনি কেন?'

'অসুবিধা হবে না।'

মুহূর্তখানেক দ্বিধা করল গ্যাব্রিয়েল।

'এটা নিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না তুমি। কিছুই না, কিন্তু এর বেশি দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই।' একটা মুদ্রা মেয়েটির হাতে গুঁজে দিল গ্যাব্রিয়েল, এবং কব্জির স্পর্শ পেতে লক্ষ করল কত দ্রুত রক্ত চলাচল করছে ওর। এমনি দ্রুত ও জোরাল স্পন্দন অনুভব করত গ্যাব্রিয়েল ওর মৃতপ্রায় ভেড়ার ছানাগুলোর দেহে।

'কি ব্যাপার বলো তো? আমি কি তোমার কোন উপকার করতে পারি?' প্রশ্ন করল গ্যাব্রিয়েল। এই টিঙটিঙে, দুর্বল মেয়েটির মনে গভীর বেদনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করল সে।

'না, না! কাউকে বলবেন না কিন্তু আমাকে এখানে দেখেছেন! শুভরাত্রি!' ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি, আর গ্যাব্রিয়েল তার রাস্তা ধরল।

চার

ফার্ম ম্যানেজার গ্যাব্রিয়েলকে বলে দেয়, সিধে ওয়েদারবারির মল্টহাউজে যাওয়ার জন্যে। থাকার ব্যবস্থা বাতলে দেবে ওখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করলে। গ্রামবাসী সন্ধেবেলা আড্ডা দেয় ওখানে, বীয়ার পান করে আগুনের ওম গায়ে মেখে। গ্যাব্রিয়েল উষ্ণ, অন্ধকার ঘরটায় প্রবেশ করতে, বাথসেবার কর্মচারীদের কেউ কেউ ওকে চিনে ফেলল।

'এসো, এসো, শেফার্ড,' আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল তারা।

'আমার নাম গ্যাব্রিয়েল ওক, বন্ধুরা।'

থুত্থুড়ে বুড়ো মলস্টার পক্বকেশ, লম্বা সাদা দাড়ি তার। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করে গ্যাব্রিয়েলের উদ্দেশে চাইল।

'নরকমের গ্যাব্রিয়েল ওক!' বলল। 'তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল। আমার ছেলে জ্যাকব আর নাতি বিলিও চেনে তোমাদেরকে।'

বুড়োর ছেলে জ্যাকবের মাথা জোড়া টাক, দন্তহীন মুখ। আর নাতি বিলির বয়স চল্লিশের কোঠায়।

'আপনি জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন, মলস্টার,' সবিনয়ে

বলল গ্যাব্রিয়েল। 'আপনার ছেলেকে দেখে কথাটা বললাম।'

'হ্যাঁ, একশো ছাড়িয়ে গেছি,' খাটোকায় বুড়ো সগর্বে জানাল। 'বসো, শেফার্ড, আমাদের সাথে ড্রিঙ্ক করো।'

গরম বীয়ারের পাত্র হাত বদল হচ্ছে। মুহূর্তের নীরবতা। গ্যাব্রিয়েল এবার আলোচনার মোড় ঘোরাল।

'মিস এভারডেন মনিব হিসেবে কেমন?' জানতে চাইল।

'আমরা তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না, শেফার্ড,' বলল জ্যান কোগ্যান। দশাসই চেহারার হাসিখুশি এক লোক, লালচে মুখ। 'চাচা মারা যাওয়াতে এই ক'দিন হলো এসেছে। তবে এভারডেন পরিবারে কাজ করে আমি আছে। অবশ্য, ফার্ম ম্যানেজারই আমাদের চালায়।'

'আহ!' মলস্টার ভ্রু কুঁচকে বলল। 'বেঞ্জি পেনিওয়েজ।'

'ওকে বিশ্বাস করা যায় না!' মুখ কালো করে কথাটা যোগ করল জ্যাকব।

এর একটু পরেই, জ্যান কোগ্যানের সঙ্গে মল্টহাউজ ত্যাগ করল গ্যাব্রিয়েল। লোকটা নিজের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে দিল শেফার্ডকে। অন্যরাও উঠি-উঠি করছে, এসময় ঝড়ের বেগে মল্টহাউজে প্রবেশ করল লবন টল নামে এক যুবক। উত্তেজনার চোটে কথাই বলতে পারল না কিছুক্ষণ।

'তোমরা শুনেছ!' চেঁচিয়ে উঠল। 'বেঞ্জি পেনিওয়েজ ধরা পড়েছে। বার্ন থেকে গম চুরি করছিল। মিস এভারডেন ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আরও খারাপ খবর আছে—ফ্যানি রবিন আছে না, মিস এভারডেনের তরুণী মেইডটা, তাকে পাওয়া যাচ্ছে

না! মিস্ট্রেস বলেছে কাল ওকে খুঁজতে বেরোতে। আর এই যে, বিলি স্মলবারি, মিস্ট্রেস তোমাকে ক্যাস্টারব্রিজ যেতে বলেছে। ফ্যানির সঙ্গে ফস্টিনস্টি চালাচ্ছে যে সৈনিকটা তার সাথে দেখা করার জন্যে।'

সে রাতে গোটা গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল খবরটা, কিন্তু বাথসেবার স্বপ্নে বিভোর গ্যাব্রিয়েলের ব্যাপারটা জানা হলো না। নিশিরাতের দীর্ঘ, মন্থর ঘণ্টাগুলো বাথসেবার সুন্দর মুখখানার কথা ভেবে কাটিয়ে দিল সে, ভুলেই গেছে মেয়েটি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

পরদিন সকালে, বাথসেবা তার মেইড লিডিকে নিয়ে ঝাড়পোঁছ করছে, এসময় সদর দরজায় এক আগন্তুকের আগমন ঘটল। মি. বোল্ডউড। ওয়েদারবারির সুবিশাল এক ফার্মের মালিক।

'এ অবস্থায় দেখা করা সম্ভব না, লিডি!' খবরটা শুনে বলল বাথসেবা, ধুলোমলিন পোশাকটা তরাশমাখা চোখে লক্ষ করল। 'নিচে গিয়ে বলো আমি ব্যস্ত আছি।'

লিডি যখন ফিরে এল, মি. বোল্ডউড বিদায় নিয়েছেন।

'কি চান উনি?' প্রশ্ন করল বাথসেবা। 'আর উনি আসলে কে?'

'উনি শুধু জানতে এসেছিলেন ফ্যানিকে পাওয়া গেল কিনা, মিস। এতিম মেয়েটাকে উনিই স্কুলে পড়তে পাঠান, আর এখানে আপনার চাচার ফার্মে কাজও জুটিয়ে দেন। ভদ্রলোক আমাদের প্রতিবেশী।'

'বিয়ে করেছেন? বয়স কিরকম?'

'তা প্রায় চল্লিশের মত হবে, তবে বিয়ে করেননি। খুব

সুপুরুষ–আর বড়লোক। এলাকায় এমন মেয়ে নেই যে ওঁকে বাগাতে চেষ্টা করেনি। কিন্তু উনি মেয়েদের ব্যাপারে একদম উদাসীন। কিছু মনে করবেন না, মিস, আপনাকে কেউ কখনও বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি?'

'দিয়েছে, লিডি,' সামান্য বিরতি নিয়ে জবাবটা দিল বাথসেবা। গ্যাব্রিয়েলের কথা ভাবল। 'কিন্তু সে ঠিক আমার উপযুক্ত ছিল না।'

'ওহ, কাউকে ফিরিয়ে দেয়ার অভিজ্ঞতা না জানি কেমন! আমরা তো প্রস্তাব পেলেই বর্তে যাই। আপনি কি তাকে ভালবাসতেন, মিস?'

'না, তবে পছন্দ করতাম।'

বিকেলে বাথসেবা তার কর্মচারীদের তলব করল। তারপর ফার্মহাউজের প্রাচীন হলঘরে বক্তব্য দিল তাদের উদ্দেশে।

'তোমাদের যে জন্যে ডাকা,' এই বলে শুরু করল ও। 'নতুন ফার্ম ম্যানেজার নিয়োগ করছি না আমি। ফার্ম আমি এখন থেকে নিজেই চালাব ঠিক করেছি।'

অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি শোনা গেল কর্মীদের কারও কারও মুখ থেকে। বাথসেবা আগামী সপ্তাহের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল। এবার ঘুরে দাঁড়াল একজনের উদ্দেশে। 'বিলি স্মলবারি, ফ্যানি রবিনের কোন খোঁজ পাওয়া গেল?'

'আমার মনে হয় মেয়েটা প্রেমিকের সাথে পালিয়েছে, ম্যাম। সৈন্যরা ক্যাস্টারব্রিজে নেই, মেয়েটাও বোধহয় ওদের সঙ্গে চলে গেছে।'

'পরে হয়তো আরও খবর জানা যাবে। তোমরা কেউ একজন মি. বোল্ডউডকে খবরটা জানিয়ে এসো। হ্যাঁ, তো যা বলছিলাম– আমি আশা করছি তোমরা সবাই মন দিয়ে কাজ করবে। আচ্ছা, এবার এসো।'

সঙ্কে উতরে গেছে, ওয়েদারবারির উত্তরে, দূরের ছোট্ট এক শহর। সাদা এক অবয়ব প্রকাণ্ড এক দালানের পাশ দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। অন্ধকার, হিম রাত। আকাশ থেকে ঝুলে রয়েছে ধূসর রঙের ভারী মেঘ। এমন এক রাত, যে রাতে মৃত্যু ঘটে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার, কর্পূরের মত উবে যায় ভালবাসা।

'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।' শ্বেতবসনা অট্টালিকার জানালাগুলো গুনছে। একটা সময়, তুষারমাখা নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়তে আরম্ভ করল সে পঞ্চম জানালাটা লক্ষ্য করে।

অবশেষে খুলে গেল ওটা, এবং এক লোক হেঁকে বলল, 'কে?'

'সার্জেন্ট ট্রয় বলছেন?' একটি নারী কণ্ঠ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' জবাব এল 'কে তুমি?'

'ওহ, ফ্র্যাঙ্ক, আমাকে চিনতে পারছ না?' মরিয়া কণ্ঠে বলে ওঠে মেয়েটি। 'আমি তোমার–আমি ফ্যানি রবিন।'

'ফ্যানি!' শ্বাসের ফাঁকে বলল লোকটি। 'তুমি এখানে এলে কিভাবে?'

'ওয়েদারবারি থেকে বেশিরভাগটুকু হেঁটে এসেছি। ফ্র্যাঙ্ক, তুমি খুশি হওনি? ফ্র্যাঙ্ক, সে দিনটার কথা কিছু ঠিক করেছ, ফ্র্যাঙ্ক?'

'কিসের কথা বলছ?'

'মনে নেই, তুমি কথা দিয়েছিলে? আমাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে, ফ্র্যাঙ্ক?'

'ও, তাই বলো। কিন্তু সেজন্যে তো উপযুক্ত পোশাক চাই। আর ভিকারকেও খবর দিতে হবে। অত তাড়াহুড়ো করলে কি চলে? আমি তো ভাবতেই পারিনি তুমি এত তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে যাবে।'

'ওহ, ফ্র্যাঙ্ক, আমি যে তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না—আমাকে বিয়ে করবে বলাতেই না—'

'চেঁচিয়ো না তো! বোকা কোথাকার। বলেছি যখন করব। কাল তোমার সাথে দেখা করে পাকা কথা বলে নেব, কেমন?'

'তাই কোরো, ফ্র্যাঙ্ক। নর্থ স্ট্রীটে মিসেস টুইলের ওখানে উঠেছি আমি। কাল এসো কিন্তু, ফ্র্যাঙ্ক, আমি অপেক্ষায় থাকব। ভাল থেকো, ফ্র্যাঙ্ক।'

পাঁচ

ক্যান্টারব্রিজের সাপ্তাহিক হাটে, প্রথমবারের মত হাজির হয়েই সাড়া ফেলে দিল বাথসেবা। ফার্মাররা হাটে তাদের গম, জন্তু-জানোয়ার বিকিকিনি করতে আসে। পুরুষরা ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রইল ওর উদ্দেশে, হাটে আর কোন মহিলা নেই কিনা। নারীর যা স্বভাবজাত, পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে খুশি হয়ে উঠল বাথসেবা। তবে তাই বলে ব্যবসায় ঠকতে রাজি নয় সে। ভাল দামে গম বিক্রি করে মোটা মুনাফা করতে এসেছে, চেহারা দেখাতে তো নয়। একজন ফার্মার ওর প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছে না দেখে খানিকটা রাগ হলো বাথসেবার। এ লোকটি আর কেউ নয়, মি. বোল্ডউড।

এরপরের কথা। রবিবারের এক বিকেল। ফেব্রুয়ারির তেরো তারিখ। বাথসেবা ও লিডি সিটিংরুমে বসে গল্প-গুজব করছিল। বিরক্তিকর, ঠাণ্ডা সে দিনটা, দু'জনেই ওরা হাঁপিয়ে উঠেছে একঘেয়েমিতে।

'মিস, আপনার বিয়ে কার সাথে হবে কোনদিন জানার চেষ্টা করেছেন?' শুধাল লিডি। 'বাইবেল আর চাবি দিয়ে?'

'ওসব ছেলেমানুষী আমার ভাল্লাগে না, লিডি।'

'অনেকে কিন্তু এতে বিশ্বাস করে।'

'বেশ, এসো চেষ্টা করে দেখি,' বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল বাথসেবা। মেইডকে নিয়ে অতিকায় পারিবারিক বাইবেলটা খুলল সে, একটা চাবি গুঁজল পাতার ভাঁজে।

'এখন এমন কাউকে কল্পনা করুন যাকে আপনি বিয়ে করতে পারেন,' বলল লিডি, 'তারপর এই পৃষ্ঠায় যে শব্দগুলো লেখা আছে সেগুলো জোরে জোরে পড়ুন। বাইবেল যদি নড়াচড়া করে তাহলে তার সাথে আপনার বিয়ে হতে পারে।'

বাথসেবা বইটা ধরে রেখে বাইবেলে লেখা শব্দগুলো পাঠ করল। লক্ষ করছে ওরা, বাইবেল নড়ে কিনা। বাথসেবার হাতে এবার বাইবেল নড়ে উঠতে আরক্তিম হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা।

'আপনি কার কথা ভাবছিলেন, মিস?' কৌতূহল ধরে না লিডির।

'বলব না।'

'যাকগে, আজ সকালে গির্জায় মি. বোল্ডউডকে দেখেছেন?' প্রশ্ন করল লিডি, স্পষ্ট করে দিল তার অনুমান। 'কেমন মানুষ, একবার ফিরেও তাকালেন না!'

'না তাকাক,' বাথসেবা ঈষৎ কুপিত। 'আমার তাতে বয়েই গেল।'

'না, তা ঠিক। কিন্তু আর সবাই আপনাকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল কিনা।'

বাথসেবা একথার জবাব দিল না। ক'মিনিট চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'ওহ হো, কাল যে ভ্যালেন্টাইন কার্ডটা কিনলাম ওটার কথা ভুলেই গেছিলাম!'

'ভ্যালেন্টাইন? কার জন্যে, মিস? ফার্মার বোল্ডউড?'

'আর খেয়ে কাজ নেই। এটা কিনেছি জ্যান কোগ্যানের দুষ্টু ছেলেটার জন্যে। খামে ঠিকানা লিখে ফেলি, আজই ডাকে দেয়া যাবে।'

'ইস, বোকা বোল্ডউড বুড়োটাকে কার্ডটা পাঠালে যা মজা হত না!' হেসে উঠে বলল লিড্রি।

বাথসেবা কথাটা ভেবে দেখার জন্যে সময় নিল। এলাকার সবচাইতে সম্পদশালী আর সম্মানিত লোকটা ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না, ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না ও; আরও খারাপ লাগছে, কেননা অন্য পুরুষদের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি আবিষ্কার করেছে সে।

'টস করে দেখি,' কথার পিঠে কথা বলার ভঙ্গিতে বলল ও 'না, থাক, রবিবার দিন পয়সা নিয়ে খেলা করা উচিত না। এক কাজ করি, এই বইটা ওপরদিকে ছুঁড়ে দিই। এটা খোলা অবস্থায় মাটিতে পড়লে কার্ড পাবে জ্যানের ছেলে। আর বন্ধ অবস্থায় পড়লে বোল্ডউড।'

পরমুহূর্তে, বইটা শূন্যে ভেসে উঠে নেমে এল বন্ধ হয়ে। বাথসেবা তখুনি কলম তুলে নিয়ে খামে ঝটপট বোল্ডউডের নামটা লিখে ফেলল।

'এখন একটা সীল দরকার,' বলল সে। 'মজার কিছু পাও কিনা দেখো তো, লিডি। হ্যাঁ, এটায় চলবে।' খামে সীল মারার

পর শব্দগুলো খুঁটিয়ে পরখ করল বাথসেবা:

'আমাকে বিয়ে করো'।

'বাহ, চমৎকার!' উচ্চকিত কণ্ঠে বলে উঠল। 'এটা চোখে পড়লে ভিকারও না হেসে পারবে না।' সুতরাং কার্ড পাঠানো হলো, ভালবাসার প্রমাণ দিতে নয়–মজা করার জন্যে। স্রেফ খেয়ালের বশে কাজটা করে বসল বাথসেবা, অথচ কল্পনাও করতে পারল না এর পরিণাম কি হতে পারে।

চোদ্দই ফেব্রুয়ারি, সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র সকালে মি. বোল্ডউডের বাসার ঠিকানায় চিঠিটা পৌঁছল। হকচকিয়ে গেলেও ভদ্রলোক আশ্চর্য এক উত্তেজনা বোধ করলেন। এর আগে কোনদিন এধরনের কার্ড পাননি তিনি, ফলে দিনভর কেবল ওটার কথাই ঘুরতে লাগল মাথার মধ্যে। কে এই মহিলা, যে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে ভ্যালেন্টাইন কার্ড পাঠাল? কতবার যে পড়লেন তিনি শব্দ তিনটে, লাল সীলের বড়সড় ছাপটা যতক্ষণ না নাচ জুড়ে দিল তাঁর ক্লান্ত চোখজোড়ার সামনে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলে তবে ক্ষান্ত দিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু কার্ডের লেখাটা তো তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে:

'আমাকে বিয়ে করো'।

মাথায় উঠল মি. বোল্ডউডের নাওয়া-খাওয়া, কাজ-কর্ম। সে রাতে অচেনা মহিলাটিকে স্বপ্নে দেখলেন তিনি। কাক ভোরে ঘুম যখন ভাঙল, সবার আগে চোখে পড়ল ভ্যালেন্টাইন কার্ডটা। বিছানার পাশে টেবিলের ওপর জ্বলজ্বল করছে ওটা।

'আমাকে বিয়ে করো,' নিজের মনে আওড়ালেন তিনি।

অস্থিরতা বোধ করছেন। আর ঘুম হবে না, তাই হাঁটতে বেরোলেন। তুষারে ছেয়ে রয়েছে মাঠ-ময়দান, তার পটভূমিতে সূর্যোদয় আজ ভিন্নমাত্রা যোগ করল। বাড়ি ফেরার পথে ডাক হরকরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর, একটা চিঠি দিল লোকটা। বোল্ডউডের তর সইল না, তখুনি চিঠিটা খুললেন তিনি। এটা ভ্যালেন্টাইনের প্রেরিকা পাঠিয়েছে, মন বলছে তাঁর।

'চিঠিটা আপনার নয়, স্যার,' বলল পোস্টম্যান। 'আপনার শেফার্ডের।'

বোল্ডউড খামের ঠিকানাটা লক্ষ করলেন এতক্ষণে:

'প্রাপক,

নবাগত শেফার্ড,

ওয়েদারবারি ফার্ম,

ক্যাস্টারব্রিজ।'

'ওহ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! এটা আমার নয়, আমার শেফার্ডেরও না। মিস এভারডেনের শেফার্ডের হবে। ওর নাম গ্যাব্রিয়েল ওক।'

সে মুহূর্তে, দূরের এক মাঠে একজনের দেহ-কাঠামো লক্ষ করলেন তিনি।

'ওই যে সেই লোক,' বললেন মি. বোল্ডউড। 'আপনি চলে যান, আমি ওকে চিঠিটা পৌঁছে দেব।'

মল্টহাউজের উদ্দেশে পা চালাচ্ছে শেফার্ড, চিঠি হাতে বোল্ডউড অনুসরণ করলেন তাকে।

ছয়

মল্টহাউজে আগতরা বাথসেবার প্রসঙ্গে আলাপ করছিল।

'ফার্ম ম্যানেজার ছাড়া ও কাজ চালাবে কি করে?' বৃদ্ধ মলস্টার তরুণ আড্ডাবাজদের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখল।

'একা পারবে না,' বলল জ্যাকব। 'আর ও তো আমাদের কথা শুনবেও না। যা অহঙ্কারী! আমি তো আগেও বলেছি।'

'হ্যাঁ, তা বলেছ,' জোসেফ পুয়োরগ্রাস একমত হলো

'কিন্তু মেয়েটা বুদ্ধিমতী,' বলল লিলি স্মলবারি। 'আর দিন-দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞানও রাখে।'

'তোমার কথা কি করে মেনে নিই? বুড়ো চাচার আসবাবপত্র ওর মনে ধরেনি,' বলল মলস্টার। 'শুনলাম নতুন বিছানা, চেয়ার আর পিয়ানো কিনেছে। খামোকা খরচ না এগুলো? ফার্মের কাজে পিয়ানোর দরকারটা কি শুনি?'

এমনি সময় বাইরে ভারী পদশব্দ শোনা গেল, এবং একটি কণ্ঠস্বর হেঁকে বলল, 'পড়শীরা, আমি কি কয়টা ভেড়ার ছানা নিয়ে ভেতরে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারো, শেফার্ড,' একাধিক কণ্ঠের জবাব পাওয়া গেল।

দোরগোড়ায় দেখা দিল গ্যাব্রিয়েল, গাল লালচে ওর-চকচক করছে মুখখানা। কাঁধে ওর চারটে আধমরা ছানা, আগুনের কাছ ঘেঁষে আলগোছে ওদেরকে নামিয়ে রাখল যুবক।

'এখানে শেফার্ডের জন্যে কুঁড়ে নেই, নরকমে যেমন ছিল,' ব্যাখ্যা করল। 'এদেরকে গরমে না রাখলে বাঁচানো যাবে না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মলস্টার, ঢুকতে দেওয়ার জন্যে।'

'আমরা তোমার মনিবানির বিষয়ে কথা বলছিলাম, মেয়েটা বড় অদ্ভুত কিসিমের,' বলল মলস্টার।

'কি বলছিলেন জানতে পারি?' শাণিত কণ্ঠে জবাব চাইল গ্যাব্রিয়েল, ঘুরে চাইল সবার উদ্দেশে। 'তার বিরুদ্ধে কিছু বলছিলে নিশ্চয়ই?' জোসেফ পুয়োরগ্রাসকে উদ্দেশ্য করে রাগত স্বরে যোগ করল।

'না, না, কিছু বলিনি, ত্রস্ত কণ্ঠে সাফাই গাইল জোসেফ।

'একটা কথা জেনে রাখো,' শান্ত শিষ্ট গ্যাব্রিয়েল হঠাৎই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিল। 'কেউ আমাদের মিস্ট্রেস সম্পর্কে একটা বাজে শব্দ উচ্চার-া করলে তাকে এটা হজম করতে হবে।' মলস্টারের টেবিলে দুম করে পড়ল ওর মস্ত মুঠোটা।

'এত খেপছ কেন, শেফার্ড, বসো বসো!' বলল জ্যাকব।

'শুনেছি তুমি নাকি খুব চালাক লোক,' মলস্টারের বিছানার পেছনে আত্মগোপনকারী জোসেফ পুয়োরগ্রাস কথাগুলো যোগ করল। 'আমরাও তোমার মত চালু হতে চাই, তাই না, পড়শীরা?'

সবাই সায় দিল ওর কথায়।

'মিস্ট্রেসের উচিত তোমাকে ফার্ম ম্যানেজার করা, তোমার চেয়ে যোগ্য লোক আর কে আছে,' কথার খেই ধরে জোসেফ। গ্যাব্রিয়েলের রাগ পড়ে গেছে লক্ষ করেছে সে।

'বলতে লজ্জা নেই, আমাকেই ফার্ম ম্যানেজার করা হবে আশা করেছিলাম,' সরলমনা গ্যাব্রিয়েল বলে ফেলল। 'কিন্তু মালিক যা চায় তাই তো হবে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কি যায় আসে। সামান্য এর্ক শেফার্ড হিসেবে রাখতে চায় তাই না হয় থাকব, নিজেই নিজের ফার্ম চালাক।' হতাশ শোনাল ওর কণ্ঠ, বেজার মুখে আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইল।

কেউ জবাব দিতে পারার আগেই, দরজা খুলে গেল এবং ঘরে প্রবেশ ঘটল মি.বোল্ডউডের। সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে গ্যাব্রিয়েলের হাতে চিঠিটা তুলে দিলেন ভদ্রলোক।

'ভুল করে খুলে ফেলেছিলাম, ওক,' বললেন। 'চিঠিটা তোমারই হবে। কিছু মনে কোরো না প্লীজ।'

'তাতে কি,' বলল গ্যাব্রিয়েল। ওর তো গোপন করার মত কিছুই নেই। চিঠিটা পাঠ করল ও:

প্রিয় বন্ধু,

'আপনার নাম আমার জানা নেই, কিন্তু সে রাতে আপনি আমার প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনার দেয়া টাকাটাও সঙ্গে দিয়ে দিলাম। জেনে খুশি হবেন, আমার প্রেমিক সার্জেন্ট ট্রয়ের সঙ্গে শীঘ্রি আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। দয়া করে

বিয়ের খবরটা কাউকে জানাবেন না যেন আমরা বিয়ের পর ওয়েদারবারিতে এসে সবাইকে চমকে দিতে চাই।

আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।

ফ্যানি রবিন।

'নিন, পড়ে দেখুন, মি. বোল্ডউড,' বলল গ্যাব্রিয়েল। 'ফ্যানি রবিনের চিঠি। আপনি ওর জন্যে চিন্তা করছিলেন না?' বলে গ্যাব্রিয়েল সে রাতে মেয়েটির সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাতের কথা খুলে জানাল। এ-ও জানাল, ও তখন চিনত না মেয়েটিকে।

মি. বোল্ডউডের মুখের চেহারা চিঠিটা পড়ার পর গম্ভীর হয়ে উঠল।

'বেচারী ফ্যানি!' বললেন তিনি। 'আমার মনে হয় না এই সার্জেন্ট ট্রয় ওকে বিয়ে করবে। ছোকরা চালাক-চতুর, সুদর্শন হতে পারে কিন্তু ওকে এক কানাকড়ি বিশ্বাস নেই। কী বোকামি যে করল মেয়েটা!'

'বলেন কি!' ভারী গলায় বলল গ্যাব্রিয়েল।

'আচ্ছা, ওক,' মি. বোল্ডউড ও গ্যাব্রিয়েল একসঙ্গে মল্টহাউজ ত্যাগ করলে, গলায় নির্লিপ্তভাব ফুটিয়ে তুলে কথা পাড়লেন ভদ্রলোক, 'দেখো তো এটা কার হাতের লেখা চিনতে পারো কিনা।' ভ্যালেন্টাইনের খামটা দেখালেন ওকে মি. বোল্ডউড।

গ্যাব্রিয়েল ঠিকানাটা লক্ষ করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'মিস এভারডেনের।' এবার হঠাৎ উপলব্ধি করল বাথসেবা নিজের নাম গোপন রেখে ফার্মারকে কার্ড পাঠিয়েছে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ও মি. বোল্ডউডের মুখের দিকে।

মি. বোল্ডউড একটু তড়িঘড়ি করেই গ্যাব্রিয়েলের অব্যক্ত প্রশ্নটার জবাব দিয়ে বসলেন।

'কে ভ্যালেন্টাইন পাঠাল সেটা জানার ইচ্ছে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। সেখানেই তো–আসল মজাটা।' তাঁর আচরণে অবশ্য মজাদার কিছু লক্ষ করা গেল না। 'চলি, ওক,' এটুকু বলে, তিনি ধীর পায়ে ফিরে চললেন নিজের শূন্য বাড়িটার উদ্দেশে।

এর ক'দিন বাদে, ওয়েদারবারির উত্তরে সেই ছোট শহরটায় এক বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলো। ক্বয়্যারের গির্জায় সাড়ে এগারোটার ঘণ্টা পড়তে, এক সুদর্শন যুবসেনা গটগট করে গির্জায় প্রবেশ করে ভিকারের সঙ্গে কথা বলল। তারপর কনের অপেক্ষায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল গির্জার মাঝখানটায়। গির্জার সকালের অধিবেশনে যে সব মহিলা আর তরুণীরা উপস্থিত হয়েছিল তারা রয়ে গেল, বিয়ের অনুষ্ঠান দেখার জন্যে।

বরের খাড়া পিঠ লক্ষ করে তারা ফিসফিস করে কথা বলল নিজেদের মধ্যে। মাংসপেশীর তিল পরিমাণ সংকোচন না ঘটিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে সৈনিকটি। পৌনে বারোটা বাজল, কনের দেখা নেই। ফিসফিসানি থেমে যেতে স্তব্ধতা নামল কামরায়। গির্জার থামগুলোর মত নিথর দাঁড়িয়ে রয়েছে যুবক। চাপা হাসির শব্দ তুলল মহিলাদের কেউ কেউ, তবে শীঘ্রি আবার নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

বারোটার ঘণ্টা পড়তে শুরু করলে, গির্জার মিনার থেকে ভেসে আসা গুরুগম্ভীর আওয়াজ কান পেতে শুনল সবাই। ভিকার তাঁর আসন ত্যাগ করে পেছনের এক কামরায় চলে গেলেন।

গির্জার প্রতিটি মহিলা এখন ওর মুখের চেহারার অভিব্যক্তি দেখার জন্যে পাগল হয়ে আছে. টের পাচ্ছে যুবক। অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল সে. তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল যে পথে এসেছিল–স্মিত হাস্যরতা মহিলাদের সারি ভেদ করে।

বাইরে বেরিয়ে স্কয়্যার পার হতে, এক মেয়েকে শশব্যস্তে গির্জার উদ্দেশে আসতে দেখল। ওকে লক্ষ করতে, ভাবপরিবর্তন হলো মেয়েটির মুখের চেহারার। উদ্বেগ পরিণত হলো শঙ্কায়।

'এসেছ?' শীতল চোখে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল যুবক।

'ওহ ফ্র্যাঙ্ক, আমার ভুল হয়ে গেছিল! আমি ভেবেছিলাম বাজারের কাছে যে গির্জাটা আছে সেটা বুঝি। পোনে বারোটা পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করার পর ভুল ভাঙল। যা হবার হয়েছে, বিয়েটা আমরা কালও সেরে নিতে পারি।'

'বিয়ে কি ছেলের হাতের মোয়া!' তর্জন করে উঠল যুবক।

'কাল আমাদের বিয়ে হচ্ছে না, ফ্র্যাঙ্ক?' প্রশ্ন করল মেয়েটি. কতখানি আহত করেছে প্রেমিককে উপলব্ধি করতে পারল না।

'কাল!' বলে হেসে উঠল যুবক। 'যথেষ্ট হয়েছে, এধরনের অভিজ্ঞতার আমার আর প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু, ফ্র্যাঙ্ক!' কাঁপা গলায় অনুনয় করল মেয়েটি, 'কী এমন ভুল হয়েছে আমার! কবে হচ্ছে বিয়েটা তাই বলো।'

'হুঁ, কবে? ঈশ্বর জানে।' বলে, ঘুরে হাঁটা দিল যুবক দ্রুত পায়ে।

সাত

শনিবার দিন, ক্যাস্টারব্রিজের হাটে বোল্ডউড তাঁর স্বপ্নের দেবীকে দেখতে পেলেন। এই প্রথম মেয়েটির দিকে ঘাড় কাত করে চাইলেন তিনি। বলতে কি, জীবনে এবারই প্রথম কোন মেয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তাকালেন ভদ্রলোক। আজ অবধি মেয়েদেরকে অন্য জগতের জীব মনে করে এসেছেন, ভেবেছেন তাঁর জীবনে ওদের কোন ভূমিকা কিংবা প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন তিনি বাথসেবার চুল থেকে শুরু করে মুখের রেখা অবধি সমস্ত কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। কি ধরনের পোশাক পরেছে যুবতী, তার দেহসৌষ্ঠব কেমন; এমনকি পায়ের পাতার আকারও গুরুত্ব দিয়ে দেখলেন। অপরূপা দেখাল মেয়েটিকে তাঁর দৃষ্টিতে, এবং দোল খেল হৃদয়।

'এই মেয়েটা, এই সুন্দরী যুবতী মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চায়!' ভাবলেন তিনি। বাথসেবাকে এক ফার্মারের কাছে গম বেচতে দেখে হিংসেয় জ্বলতে লাগলেন ভদ্রলোক।

পুরোটা সময়েই কিন্তু বাথসেবা টের পেল ভদ্রলোকের চোখ ওর ওপর স্থির। 'কি, পারলে আমাকে পরোয়া না করে থাকতে!'

বলল মনে মনে। কিন্তু আরও ভাল হত যদি কার্ড পাঠাতে না হত, এমনিতেই ওর প্রতি আগ্রহ দেখাতেন মি. বোল্ডউড। শ্রদ্ধাভাজন এক ভদ্রলোকের মনের শান্তি নষ্ট করেছে অনুমান করে অনুতাপ হলো ওর, অবশ্য এখন আর ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগও নেই। বাথসেবা ঠাট্টা করেছে জানলে বোল্ডউড আঘাত পাবেন।

মি. বোল্ডউড কথা বলার চেষ্টা করলেন না বাথসেবার সঙ্গে, নিজের ফার্মে ফিরে গেলেন। খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ তিনি, বোঝা যায় না যদিও। প্রতিবেশীদের সঙ্গে হালকা ঠাট্টা-মশকরা করতে যান না, ফলে সবার ধারণা ভদ্রলোক নিশ্চয়ই নিস্পৃহ ধরনের। কিন্তু তারা জানে না, ভালবাসা আর ঘৃণা দুটোই অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে আসে তাঁর। এই আপাত নির্বিকার মানুষটির আবেগ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকলে, বাথসেবা নিঃসন্দেহে অমন রসিকতা করত না। কিন্তু বাইরে থেকে কে বুঝবে, তাঁর হৃদয়ে আবেগের ফল্গুধারা বইছে।

এর কদিন পরে। মি. বোল্ডউড তাঁর জমি লাগোয়া বাথসেবার খেতের দিকে চেয়ে রয়েছেন, এসময় লক্ষ করলেন বাথসেবা গ্যাব্রিয়েল ওককে ভেড়া সামলাতে সাহায্য করছে। রাতের আঁধারে পূর্ণিমার চাঁদের মতন দেখাল মেয়েটিকে মি. বোল্ডউডের চোখে। তাঁর হৃদয় উথলে উঠল ভালবাসায়। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন তিনি।

ভদ্রলোক জমির গেটের কাছে থমকে দাঁড়াতে, বাথসেবা লক্ষ করল তাঁকে। গ্যাব্রিয়েলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাথসেবার মুখের ওপর, দেখল রাঙা হয়ে গেছে ওর দু'গাল। নিমেষে গ্যাব্রিয়েলের

মনে পড়ে গেল বাথসেবার পাঠানো ভ্যালেন্টাইন ডে-র কার্ডটার কথা। ওর সন্দেহ হলো, মিস বুঝি মি. বোল্ডউডকে প্রেমে পড়তে উৎসাহিত করছে।

বোল্ডউড যখন টের পেলেন গ্যাব্রিয়েলরা তাঁকে লক্ষ করছে, কেমন অপ্রস্তুত বোধ করলেন তিনি। মেয়েদের মনের কথা কতটুকুই বা জানেন ভদ্রলোক, কি করে বুঝবেন বাথসেবা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে চায় কিনা। কাজেই মাঠে প্রবেশ না করে, গেটের পাশ ঘেঁষে চলে গেলেন তিনি।

বাথসেবা কিন্তু পরিষ্কার জানে, মি. বোল্ডউড ওর জন্যেই এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অপরাধ বোধ হলো তার। মনে মনে শপথ করল, এঁর মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাবে না আর। দুর্ভাগ্য, প্রতিজ্ঞাটা অনেক দেরিতে করল সে। এসব ক্ষেত্রে বোধোদয়টা দেরিতেই হয়।

মে-র শেষাশেষি, ভালবাসার কথা ব্যক্ত করার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন মি. বোল্ডউড। বাথসেবার বাসায় গেলেন তিনি। মেইডরা জানাল, সে এখন ভেড়াদের স্নানের তদারকি করছে। ফী বসন্তে বিশেষ এক জলাশয়ে গোসল করানো হয় জানোয়ারগুলোকে, পশম যাতে সাফ-সুতরো থাকে আর চামড়ায় পোকা না ধরে। বোল্ডউড মাঠ পার হয়ে জলাশয়ের উদ্দেশে হাঁটা দিলেন। ওখানে গিয়ে দেখলেন ফার্মকর্মীরা ভেড়াদের গা ধুইয়ে দিচ্ছে।

বাথসেবা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বোল্ডউডকে এদিকে আসতে দেখল। সরে পড়ল সে, তীর ঘেঁষে পা চালাল, কিন্তু পেছনে

ঘাসের বুকে পদশব্দ ঠিকই শুনতে পেল। মনে হলো, চারপাশ থেকে ভালবাসার সুগন্ধী ওকে ঘিরে রেখেছে বুঝি। বোল্ডউড ওর নাগাল ধরে ফেললেন।

'মিস এভারডেন!' শান্ত কণ্ঠে ডাকলেন।

শিউরে উঠে ঘুরে চাইল বাথসেবা, বলল, 'গুড মর্নিং।' লোকটার মনের কথা ওর নাম ধরে ডাকার ভঙ্গি শুনে অনুমান করে নিয়েছে সে।

'আমি অনুভব করছি,' সরল কণ্ঠে বলে চললেন ভদ্রলোক, 'আমার জীবন আর আমার অধীনে নেই। ওটার মালিক এখন আপনি, মিস এভারডেন। আমি আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেব বলে এসেছি।'

বাথসেবা সতর্ক থাকল চেহারায় যাতে কোন ভাবান্তর না ঘটে।

'আমার এখন একচল্লিশ চলছে,' কথার সুতো ধরলেন বোল্ডউড। 'বিয়ে করা তো দূরের কথা, কখনও ওসব চিন্তাও করিনি। কিন্তু মানুষের মন তো, আপনাকে দেখার পর থেকে সব কেমন ওলট পালট হয়ে গেছে আমার। আপনাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়াটাই আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'মি. বোল্ডউড, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আপনার প্রতি আমার...এমন কোন দুর্বলতা নেই যে এই প্রস্তাবে রাজি হতে হবে।'

'কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার জীবন যে অর্থহীন!' বলে উঠলেন বোল্ডউড। নির্লিপ্ততার আলখিল্লা খসে পড়ল তাঁর। 'আমি

তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি!' বাথসেবা নির্বাক। 'আমি নিশ্চয়ই এটুকু আশা করতে পারি, আমার কথাগুলোকে গুরুত্ব দেবে তুমি,' যোগ করলেন মি. বোল্ডউড।

বাথসেবা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল অমন আশা করার কি কারণ ঘটেছে, কিন্তু ভ্যালেন্টাইনের কথা মনে পড়তে সামলে নিল। বেচারার কি দোষ, যে কেউই ভাববে বাথসেবা তাকে পছন্দ করে বলেই কার্ড পাঠিয়েছে।

'আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না,' বলে চললেন ফার্মার, 'শুধু এটুকু জেনে রাখো, আমি তোমার জন্যে পাগল হয়ে গেছি, তোমাকে বউ করে ঘরে তুলতে চাই। তুমি আশা না দিলে এতসব কথা মুখ ফুটে কখনোই বলতাম না আমি।'

'মি. বোল্ডউড, আপনি আমাকে কঠিন বিপদে ফেলে দিয়েছেন! মাফ করবেন, আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আপনাকে ভালবাসি না। আমার আসলে ভ্যালেন্টাইন পাঠানোই উচিত হয়নি—আমাকে ক্ষমা করবেন—বড্ড ভুল হয়ে গেছে।'

'ওকথা বোলো না প্লীজ, কিচ্ছু ভুল হয়নি। দেখবে বিয়ের পর আমাকে আস্তে আস্তে ঠিকই ভালবেসে ফেলেছ তুমি। আর তা জানো বলেই ভ্যালেন্টাইন পাঠিয়েছ। আমাকে স্বামী হিসেবে একবার কল্পনা করে দেখো। হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমাদের বয়সের ফারাক অনেক বেশি, কিন্তু বিশ্বাস করো, ছেলে-ছোকরাদের চেয়ে তোমার সুখ-সুবিধার দিকে অনেক বেশি লক্ষ রাখব আমি। কোন ব্যাপারেই তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। যখন যা চাও তাই

পাবে। এক ঈশ্বরই জানেন, তোমাকে আমার কতখানি প্রয়োজন!'

এই সরলমনা, সৎ মানুষটির ভাবাবেগের পরিচয় পেয়ে বেদনায় ছেয়ে গেল বাথসেবার অন্তর।

'আর বলবেন না প্লীজ। আপনি এতটা সিরিয়াসলি নেবেন ব্যাপারটা ভাবতে পারিনি। আমি নিছক ঠাট্টা করেছিলাম। দয়া করে এসব কথা আর তুলবেন না। আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। ছি, ছি, না বুঝে আপনার কতই না অশান্তি করেছি!'

'তুমি এভাবে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না। একটু আশা দাও অন্তত! আবার কি কখনও তোমাকে প্রস্তাব দিতে পারব? বলো, পারব?'

'পারবেন।'

'আমি কি আশা করতে পারি, পরেরবার তুমি আমাকে গ্রহণ করবে?'

'না, আমি কোন আশা দেব না। আচ্ছা, চলি। ব্যাপারটা সময় নিয়ে ভেবে দেখতে হবে।'

'সময় নাও না, অসুবিধে কি,' গদগদ কণ্ঠে বললেন ফার্মার। 'তাও ভাল, মনে একটু বল পাচ্ছি এখন।'

'আমি কিন্তু আপনাকে কোন ভরসা দিচ্ছি না, মি. বোল্ডউড। আমাকে ভাবার জন্যে সময় দিতে হবে।'

'আমি অপেক্ষায় থাকব,' বললেন ভদ্রলোক। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যার যার বাসায় ফিরে গেল তারা।

আট

বাথসেবা যেহেতু মি. বোল্ডউডকে ভালবাসে না, তাঁর প্রস্তাবটা ঠাণ্ডা মাথায় উল্টেপাল্টে ভেবে দেখতে পারল। এমন প্রস্তাব পেলে আশপাশের অনেক ভদ্র ঘরের কুমারী মেয়ে নেচে উঠবে। হাজার হলেও মি. বোল্ডউড রাশভারী ধরনের মানুষ, সবার শ্রদ্ধার পাত্র এবং ধনী। স্বামী পাওয়াটাকেই প্রধান ব্যাপার মনে করলে, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার কোন কারণ ছিল না বাথসেবার। কিন্তু ফার্মের অধিকর্ত্রী হিসেবে নিজের অবস্থানকে পুরোদস্তুর উপভোগ করছে সে, ফলে মি. বোল্ডউডকে শ্রদ্ধা করলেও, বিয়ে করার কথা ভাবতে পারছে না। অবশ্য একথাও তো সত্যি, ভ্যালেন্টাইন পাঠিয়ে ভদ্রলোককে উস্কে না দিলে আজ এমনটা ঘটত না। আর এজন্যে তো বাথসেবাই দায়ী।

নিজের চাইতেও যার মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেয় বাথসেবা সে হচ্ছে গ্যাব্রিয়েল ওক। সুতরাং পরদিন ওর পরামর্শ চাইল ও। জ্যান কোগ্যানের সাথে ছিল গ্যাব্রিয়েল, ভেড়ার পশম কাটবে বলে কাঁচি ধার দিচ্ছিল।

'জ্যান, তুমি জোসেফকে সাহায্য করোগে যাও,' আদেশ করল

বাথসেবা। জোসেফ ঘোড়াদের দেখাশোনা করছে। 'আমি হাত লাগাচ্ছি গ্যাব্রিয়েলের সাথে।' হাতলঅলা চাকা একটা পাথরকে ঘুরাচ্ছে, আর তাতে শাণ দেয়া হচ্ছে কাঁচি। বাথসেবা হাতল সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল, ফলে কাঁচি ধরে রইল সে—হাতল ঘুরাল ওক।

'ঠিক মত ধরা হয়নি, মিস,' বলল যুবক। 'আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

হাতল ছেড়ে দিয়ে, প্রকাণ্ড দু'হাতে মেয়েটির হাত বেষ্টন করে কাঁচি ধরল সে। 'এভাবে,' বলে, অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ধরে রাখল বাথসেবার দু'হাত।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলে উঠল বাথসেবা। 'আমার হাত ধরে থাকতে হবে না। হাতল ঘুরাও!' কাঁচি ধার করার কাজ এরপর এগিয়ে চলল।

'গ্যাব্রিয়েল, আমাকে আর মি. বোল্ডউডকে নিয়ে কর্মচারীরা কিছু বলে-টলে?'

'বলে, বছরের শেষ নাগাদ তুমি তাঁকে বিয়ে করবে, মিস।'

'যত্তসব আজগুবী কথা! তুমি ওদের কিছু বলতে পারো না?'

'কেন বলব, বাথসেবা!' বিস্ময়মাখা চোখে চেয়ে থেকে বলল গ্যাব্রিয়েল ওক।

'মিস এভারডেন,' মনে করিয়ে দিল বাথসেবা।

'মি. বোল্ডউড যদি সত্যিই তোমাকে বিয়ে করতে চান সে তো খুশির কথা।'

'তুমি ওদের বলতে পারো না কথাটা সত্যি নয়?' বলল

বাথসেবা, কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের অভাব তার।

'তুমি বলতে বললে বলব, মিস এভারডেন। আর হ্যাঁ, তোমার ভালর জন্যে কিছু কথা বলতে চাই, মিস।' কথা বললেও একই সঙ্গে কাজও করে চলেছে যুবক।

ওর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে বাথসেবার। সে অন্য কাউকে বিয়ে করবে কিনা জানতে চাইলেও খাঁটি পরামর্শটাই দেবে গ্যাব্রিয়েল, কোন সন্দেহ নেই।

'বেশ, বলে ফেলো।'

'কোন ভাল মেয়ে অমন কাজ করে না,' সাফ জানিয়ে দিল গ্যাব্রিয়েল। 'ওঁকে ভ্যালেন্টাইন পাঠানো মোটেও উচিত হয়নি তোমার।'

রেগে লাল হয়ে গেল বাথসেবা।

'তোমার মতামতে আমার কিস্যু এসে যায় না, বুঝলে? তোমার কেন ধারণা হলো আমি ভাল মেয়ে নই? ও, তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হইনি বলে, তাই তো?'

'মোটেই না,' সংযত গ্যাব্রিয়েলের কণ্ঠ। 'আমি অনেক আগেই ওসব কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।'

'বলো হাল ছেড়ে দিয়েছ,' বলল বাথসেবা, কামনা করছে প্রতিবাদ করবে গ্যাব্রিয়েল, বলবে এখনও ওকে ভালবাসে সে।

'হাল ছেড়ে দিয়েছি,' শান্ত স্বরে আওড়াল গ্যাব্রিয়েল।

একথা সত্যি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে বাথসেবা। গ্যাব্রিয়েল যতই দোষারোপ করুক, কিছু মনে করত না ও; যুবকটি শুধু একবার যদি মুখ ফুটে বলত এখনও

ভালবাসে ওকে। কিন্তু ওর শীতল অথচ কঠোর কথাগুলো বাথসেবার খুব লাগল।

'আমার কোন কর্মচারী আমাকে খারাপ বলবে তা আমি সহ্য করব না!' ঝংকার দিয়ে উঠল বাথসেবা। 'কাজেই এ সপ্তাহের শেষে ফার্ম ছাড়ছ তুমি!'

'বেশ তো,' ঠাণ্ডা গলায় বলল গ্যাব্রিয়েল। 'আমি বরং এখনই বিদায় হই।'

'যাও, দূর হও!' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল বাথসেবা। 'আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না।'

'দেখতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি, মিস এভারডেন।'

গ্যাব্রিয়েল ফার্ম ত্যাগ করার পর চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়েছে কি পেরোয়নি, তিন কর্মচারী ছুটতে ছুটতে বাথসেবার কাছে এল দুঃসংবাদ শোনাতে।

'আমাদের ষাটটা ভেড়া–' হাঁফাচ্ছে জোসেফ পুয়োরগ্রাস।

'গেট ভেঙে বেরিয়ে গেছে–' হাঁফানির ফাঁকে বলল বিলি।

'কচি ক্লোভারের মাঠে গিয়ে ঢুকেছে!' এবারের বক্তা লবন টল।

'ক্লোভার খাচ্ছে ওরা, আর সব কটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে!'

'এখনই একটা কিছু না করলে ওদেরকে বাঁচানো যাবে না।'

'তোমরা এখানে কি করছ, গর্দভের দল,' খেঁকিয়ে ওঠে বাথসেবা। 'মাঠে গিয়ে ওদের বের করে আনছ না কেন?'

নিজেই ধেয়ে গেল ও ক্লোভার মাঠের উদ্দেশে, অনুগমন করল

তিন ফার্মকর্মী। ওর ভেড়াগুলো সব ঢোল পেট নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। জোসেফ, বিলি ও লবন জানোয়ারগুলোকে বয়ে বয়ে নিয়ে গেল তাদের চারণ ভূমিতে, অবলা জীবগুলো নিস্পন্দ পড়ে রইল ওখানে অসহায়ের মত।

'ওহ্, কি করি এখন, কি করি?' হাহাকার করছে বাথসেবা।

'ওদের বাঁচানোর একটাই উপায় আছে,' বলল লবন।

'ওদের গায়ের একপাশে একটা ফুটো করতে হবে,' ব্যাখ্যা করল বিলি, 'বিশেষ এক যন্ত্র লাগবে সেজন্যে। বাতাসটা বেরিয়ে গেলে টিকে যাবে ভেড়াগুলো।'

'তাহলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ফুটো করো,' সরোষে চেঁচিয়ে ওঠে বাথসেবা।

'না, ম্যাম। সামান্য ভুলচুক হয়ে গেলে একটাও বাঁচবে না। শেফার্ডরাই পারে না আর আমরা!'

'একজন মাত্র লোক কাজটা জানে,' বলল জোসেফ।

'কে সে? নিয়ে এসো তাকে!' আদেশ বর্ষাল বাথসেবা।

'গ্যাব্রিয়েল ওক, খুব চালু হাত!' জবাব দিল জোসেফ।

'ঠিক বলেছ, ওর তুলনা হয় না,' সায় জানাল অপর দু'জন।

'আস্পর্ধা তো কম নয় আমার সামনে ওর নাম উচ্চারণ করো!' তড়পে ওঠে বাথসেবা। 'ফার্মার বোল্ডউডকে ডাকলে কেমন হয়? উনি পারবেন না?'

'না, ম্যাম,' সাফ জানিয়ে দিল লবন। 'সেদিন তাঁর ভেড়াগুলোরও একই হাল হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে গ্যাব্রিয়েলকে ডেকে পাঠান। সে গিয়ে জানোয়ারগুলোর প্রাণ বাঁচায়।'

'মরুকগে! সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকো না! যাও, কাউকে ধরে নিয়ে এসো!' গর্জন ছাড়ল বাথসেবা। ওর ধমক খেয়ে ছুট দিল ওরা তিনজন, নিজেরাও জানে না কোন্‌দিকে চলেছে। ওদিকে বাথসেবা তার মুমূর্ষু ভেড়াদের কাছে একাকী দাঁড়িয়ে রইল। 'জীবনেও ওকে আর ডাকব না!' মনে মনে পণ করল সে।

একটু পরেই তিড়িং করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল একটা ভেড়া, তারপর দড়াম করে পপাত ধরণীতল হয়ে নিথর পড়ে রইল। অক্কা পেয়েছে। আর রক্ষে নেই, মুহূর্তে টের পেল বুদ্ধিমতী বাথসেবা। অহঙ্কারে নাক উঁচু করে বসে থাকার সময় এটা নয়। ফলে ডাক পড়ল লবনের, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সে।

'জলদি ঘোড়া নিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে খুঁজতে বেরোও,' নয়া আদেশ জারী হলো। 'ওকে বলবে, আমি এক্ষুণি ফিরে আসতে বলেছি। যাও!'

বাথসেবা তার লোক-লস্কর নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মাঠের মধ্যে। ইতোমধ্যে আরও কয়েকটা ভেড়া লাফ-ঝাঁপ দিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করল।

অবশেষে দূরে এক ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল। গ্যাব্রিয়েল নয় ওটা, লবন।

'ও বলেছে আপনি ভদ্রভাবে না ডাকলে আসবে না,' বিবরণ পেশ করল সে।

'কি!' চোখ কপালে তুলে তর্জন করে উঠল বাথসেবা। মনিবানী হিংস্র হয়ে উঠতে পারে এই ভয়ে গাছের আড়ালে লুকোল জোসেফ পুয়োরগ্রাস। 'এতবড় কথা!'

মারা পড়ল আরেকটা নিরীহ ভেড়া। কর্মচারীদের মুখের চেহারায় নিখাদ গাম্ভীর্য, কারও মত প্রকাশের সাহস হলো না। বাথসেবার চোখ পানিতে ভরে উঠল, রাগ ও আহত অহং চাপা দেয়ার চেষ্টা করল না সে।

'কাঁদবেন না, মিস,' বিলির কণ্ঠে সহানুভূতি ঝরে ঝরে পড়ল। 'গ্যাব্রিয়েলকে সম্মান দিয়ে ডাকিয়ে আনলে ক্ষতি কি? ওভাবে ডাকলে সে না এসে পারবে না।'

'ওহ, আমাকে ভীষণ দুঃখ দিয়েছে ও!' চোখ মুছে বলল বাথসেবা। 'ঠিক আছে, উপায় যখন নেই নত হতে হবে আমাকে।'

দ্রুত হাতে একটা চিরকুট লিখে ফেলল সে, এবং শেষ মুহূর্তে নিচের অংশটুকু জুড়ে দিল:

'গ্যাব্রিয়েল, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না!'

বাক্যটা লিখতে গিয়ে লালচে আভা ছড়াল ওর মুখে। এবার লবনের হাতে চিঠিটা দিতে সে ফের গ্যাব্রিয়েলের সন্ধানে রওনা দিল।

গ্যাব্রিয়েল এসে পৌছলে, ওর অভিব্যক্তি লক্ষ করে বাথসেবার বুঝতে বেগ পেতে হলো না, চিঠির কোন্ শব্দগুলো ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। সোজা গিয়ে অসুস্থ ভেড়াদের সেবায় লেগে পড়ল শেফার্ড, এবং বাঁচিয়ে তুলল বেশিরভাগগুলোকে। ওর কাজ শেষ হতে, বাথসেবা এল কথা বলার জন্যে।

'গ্যাব্রিয়েল, তুমি আমার সাথে থাকছ তো?' মুচকি হেসে জবাব চাইল।

'থাকছি।'

ওকে আবারও মিষ্টি হাসি উপহার দিল বাথসেবা।

কদিন পর আরম্ভ হলো উল কাটার মৌসুম। প্রতি বছর জুনের গোড়ায় পশম কেটে নেয়া হয় ভেড়াদের, তারপর বাজারে বিক্রি করা হয়। কাজটা হয় বিশাল বার্নটার ভেতর, চার শতাব্দী ধরে যেটা এ ফার্মে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লোম কর্তনকারীদের ওপর সেদিন অকাতরে আলো বিলাচ্ছে সূর্য। বাথসেবা তাদের কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে, ভেড়াগুলো যাতে আহত না হয়, আর সমস্ত উল যাতে ঠিক মত কাটা হয়। গ্যাব্রিয়েল এদের মধ্যে সবচাইতে অভিজ্ঞ কর্মী। বাথসেবা ওর কাজের তদারকি করছে বলে খুশিতে বাকবাকুম করছে সে। চালু হাতের কল্যাণে মেয়েটির প্রশংসা পেলে বুকটা ভরে উঠছে গর্বে।

কিন্তু বেশিক্ষণ সুখ সইল না ওর কপালে। ফার্মার বোল্ডউড বার্নের দরজায় এসে দেখা করলেন বাথসেবার সঙ্গে। বাইরে উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে গেল তারা কথা বলার জন্যে। গ্যাব্রিয়েল তাদের কথোপকথনের মর্ম বুঝতে না পারলেও, বাথসেবার লাজরাঙা মুখখানা ঠিকই লক্ষ করল। নিজের কাজ করে চলল গ্যাব্রিয়েল, মনটা যদিও দমে গেছে। বাথসেবা ঘরে ফিরে গিয়ে, খানিক পরে সবুজ রঙের নতুন রাইডিং ড্রেসটা পরে বেরিয়ে এল। বোল্ডউড আর সে একসঙ্গে রাইড করতে যাবে বোঝাই যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে একাগ্রতা নষ্ট হতে ভেড়ার চামড়ায় কেটে বসল গ্যাব্রিয়েলের কাঁচি। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল বাথসেবা, জানোয়ারটাকে যন্ত্রণায় তিড়িং করে লাফিয়ে উঠতে

লক্ষ করল।

'ওহ্, গ্যাব্রিয়েল!' বলল সে। 'আরও সাবধানে!'

গ্যাব্রিয়েল জানে, বাথসেবা পরোক্ষভাবে নিজেই যে ভেড়াটার জখমের জন্যে দায়ী, তা তারও অজানা নয়। কিন্তু সিংহহৃদয় পুরুষের মত নিজের আহত অনুভূতি চাপা দিল গ্যাব্রিয়েল, চেয়ে চেয়ে দেখল বোল্ডউড চলে গেলেন বাথসেবাকে নিয়ে। সহকর্মীদের মত সে-ও নিশ্চিত হয়ে গেল, শীঘ্রিই বিয়ে হবে ওদের।

নয়

কাজ তুলে দেয়ার পর ফার্মাররা বিশেষ ভোজে আপ্যায়ন করে লোম কর্তনকারীদের। এ বছর বাথসেবার নির্দেশে মেইডরা লম্বা এক টেবিল পেতেছে বাগানে, একটা প্রান্ত যার বাড়ির ঠিক ভেতরটায় পড়েছে। কর্মীরা যার যার আসনে বসেছে, আর বাথসেবা ভেতরের সেই প্রান্তটিতে। এর ফলে দূরত্বও বজায় রাখা গেল, আবার কর্মচারীদের সঙ্গও দেয়া হলো।

টেবিলের শেষ মাথায় শূন্য আসন দেখা গেল একটা। প্রথমটায় গ্যাব্রিয়েলকে ওখানে বসতে বলল বাথসেবা, কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে মি. বোল্ডউড উদয় হলেন। দেরি করে আসার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ভদ্রলোক।

'গ্যাব্রিয়েল,' বলল বাথসেবা, 'মি. বোল্ডউডকে ওখানে বসতে দেবে প্লীজ?'

বিনাবাক্যব্যয়ে অন্য আরেকটা আসনে গিয়ে বসল যুবক।

ফুর্তির সঙ্গে খানাপিনা, গান-বাজনা করে সমাপ্তি টানা হলো সে বছরের পশম-কর্তন অনুষ্ঠানের। রাশভারী মি. বোল্ডউডকে অস্বাভাবিক প্রফুল্ল দেখাল। ভোজ শেষে, আসন ত্যাগ করে

বাথসেবার সঙ্গে যোগ দিলেন তিনি। মেয়েটি তখন সিটিং রুমের দরজা ঘেঁষে বসে।

আঁধার ঘন হচ্ছে, কিন্তু গ্যাব্রিয়েল ও তার সহকর্মীদের দৃষ্টি এড়াল না মি. বোল্ডউডের চোখের ভাষা। কিভাবেই না তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন বাথসেবার মুখের দিকে। মাঝবয়সী ফার্মার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন বুঝতে কষ্ট হয় না।

এর খানিক পরে, কর্মচারীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিটিংরুমের দরজা-জানালা লাগিয়ে দিল বাথসেবা। কামরায় মি. বোল্ডউড আর ও এখন একা। ভদ্রলোক এক সময় ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দু'খানা টেনে নিলেন।

'তুমি কি ঠিক করলে বলো!' কাতর কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক।

'আমি আপনাকে ভালবাসতে চেষ্টা করব,' কাঁপা-কাঁপা গলায় জবাব দিল বাথসেবা। 'আপনি যদি মনে করেন আমাকে পেলে সুখী হবেন, তাহলে বিয়েতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু, মি. বোল্ডউড, জীবনের এতবড় একটা সিদ্ধান্ত তো হুট করে নেয়া যায় না। কোন মেয়েই তা পারে না। আমার মন স্থির করার জন্যে কয়েকটা সপ্তাহ সময় দিতে হবে।'

'এমনিতেই ব্যবসার কাজে আমাকে পাঁচ-ছ' সপ্তা বাইরে থাকতে হবে। এরমধ্যে তুমি মন ঠিক করতে পারবে তো...'

'আপনি ফিরতে ফিরতে তো ফসল কাটার সময় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মনে হয় তখন পাকা কথা দিতে পারব। তবে মনে রাখবেন, আমি কিন্তু আপনাকে কথা দেব সে কথা দিচ্ছি না।'

'আমি এর বেশি কিছু চাইছিও না। অপেক্ষা করতে আপত্তি

নেই আমার। আসি তবে, মিস এভারডেন!' বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

আক্কেল সেলামী দিচ্ছি, মনে মনে বলল বাথসেবা। নিরীহ ভদ্রলোকটিকে নাচাতে যাওয়াটা যে কতবড় ভুল হয়েছিল এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে। এ তো আর কিছু নয়, স্রেফ ভুলের মাসুল দেয়া। বাথসেবা লোকটিকে বিয়ে করলে করবে শুধুমাত্র সে কারণেই।

সেদিন সাঁঝে, যথারীতি ফার্মের চারপাশে ঘুরে ঘুরে যেখানে প্রয়োজন প্রদীপ জ্বালল বাথসেবা, গবাদি পশুগুলো সব নিরাপদ আছে কিনা তদারক করল। ফিরতি পথে, বাড়িতে গিয়ে মিশেছে সেই সরু পায়ে চলা রাস্তাটা ধরল ও।

ঝুপসি গাছগুলোর কাছে জমাট বেঁধেছে আঁধার, কার যেন আগুয়ান পদশব্দ কানে যেতে চমকে উঠল বাথসেবা। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, পথটার আঁধারতম কোণটিতে আগন্তুকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। ছায়ামূর্তিটিকে পাশ কাটাতে যাবে, মাটিতে কি যেন টেনে ধরল ওর স্কার্টের একটা অংশ, ফলে না থেমে পারল না ও।

'লাগেনি তো, বন্ধু?' পুরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন এল : 'অজান্তে তোমাকে ব্যথা দিইনি তো?'

'না,' বলে স্কার্টটা টেনে ছাড়ানোর চেষ্টা করল যুবতী।

'ও! মহিলা মানুষ! আমার বুটের স্পার তোমার কাপড়ে জড়িয়ে গেছে। প্রদীপ আছে তোমার কাছে? থাকলে দাও জ্বেলে দিই।'

প্রদীপের হঠাৎ আলোয় সুদর্শন এক যুবককে লক্ষ করল বাথসেবা। সেনাবাহিনীর লাল-সোনালী উর্দি তার পরনে। বাথসেবার উদ্দেশে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে লোকটা।

'এমন অপূর্ব একটা মুখ দেখতে দেয়ার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ,' বলল লোকটা।

'দেখাতে চাইনি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল বাথসেবা, গাল রাঙা হয়ে উঠল। 'তোমার স্পারটা চটপট খুলে ফেললে ভাল হয়।'

যুবক ঝুঁকে পড়ে আলস্য ভরে বুটে হাত রাখল।

'তুমি ইচ্ছা করে দেরি করছ,' অভিযোগ করল বাথসেবা। 'আমাকে আটকে রাখার জন্যে।'

'না, না, কি যে বলো,' অমায়িক হাসল সৈনিক। 'রাগ কোরো না। সুন্দরী নারীর কাছে প্রাণ ভরে ক্ষমা চাইব বলে আসলে দেরিটা করছি।'

বাথসেবা কি বলবে ভেবে পেল না। টান দিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে নেবে কিনা ভাবল একবার, কিন্তু অত সুন্দর পোশাকটা নষ্ট করতে মন চাইল না।

'জীবনে নারী অনেক দেখেছি আমি,' বলে চলল যুবক, চোখ ফেরাচ্ছে না বাথসেবার মুখের ওপর থেকে। 'কিন্তু তোমার মত এত সুন্দরী আর চোখে পড়েনি। তুমি এখন যা-ই মনে করো না কেন আমার কিছু করার নেই।'

'জানতে পারি, কে তুমি যে অন্যের মান-অপমানের পরোয়া করে না?'

'ওয়েদারবারির লোকে আমাকে সার্জেন্ট ট্রয় নামে চেনে। এই

যে, তোমার স্কার্ট ছাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা দু'জনে চিরদিনের জন্যে গাঁটছড়া বাঁধতে পারলে মন্দ হত না।'

এক টানে কাপড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুট লাগাল বাথসেবা, দৌড়তে দৌড়তে বাসায় গিয়ে ঢুকল। পরদিন লিডির মারফত জানতে পারল সার্জেন্ট ট্রয়ের পালক পিতা ডাক্তার ছিলেন, তবে জনরব শোনা যায় তার আসল বাবা সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।

ওয়েদারবারিতে বড় হয়েছে ট্রয়, এবং বিপুল পরিচিতি পেয়েছে মেয়েঘেঁষা তরুণ সৈনিক হিসেবে। লোকটা এতটাই প্রশংসা করেছে, ফুলে গেছে বাথসেবা—রাগ করে থাকতে পারল না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, প্রেম নিবেদনের সময় একটা কথা স্রেফ ভুলে মেরে দিয়েছেন মি. বোল্ডউড। ভদ্রলোক একবারও বলেননি, "বাথসেবা, তুমি খুব সুন্দর"।

সার্জেন্ট ট্রয় নিঃসন্দেহে একজন আজব কিসিমের মানুষ। বর্তমান নিয়ে পড়ে থাকে, অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় ঠাঁই দিতেও রাজি নয়। কোন চাহিদা যেহেতু নেই, না পাওয়ার জ্বালাতেও পুড়তে হয় না তাকে পুরুষমানুষদের কাছে যুবক সচরাচর সত্য কথা বললেও, নারীদের কাছে কখনোই বলে না। বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত মানুষটি তার রমণীভাগ্যের জন্যে রীতিমত গর্বিত। মেয়েদের পটাতে সত্যি জুড়ি নেই তার।

পশম কাটার মৌসুম ফুরিয়েছে দু'এক সপ্তাহ আগে, বাথসেবাকে দেখা গেল খড়ের মাঠে। কর্মচারীরা খড় কাটছে তার দেখাশোনা করছে। হঠাৎই এক মালগাড়ির পেছন থেকে লাল পোশাক পরা এক মূর্তি বেরিয়ে এল তাকে দেখে হকচকিয়ে গেল

বাথসেবা ! সার্জেন্ট ট্রয় ফার্মের কাজে সাহায্য করতে এসেছে। যুবক সেনানী ওর উদ্দেশে কথা বলতে এগিয়ে এলে লজ্জায় লাল হয়ে গেল বাথসেবা।

'মিস এভারডেন!' বলল লোকটা। 'আমার জানা ছিল না 'ক্যাস্টারব্রিজ বাজারের রাণী'র সঙ্গে সে রাতে কথা হয়েছিল আমার। নিজেকে সামলাতে না পেরে মনের কথা প্রকাশ করে ফেলেছিলাম—সেজন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কিন্তু এখানে নতুন নই। তোমার চাচাকে প্রায়ই সাহায্য করতে আসতাম, আর এখন এসেছি তোমার জন্যে।'

'তাহলে তো মনে হচ্ছে ধন্যবাদ জানাতে হয়,' ক্যাস্টারব্রিজ বাজারের রাণীর কথাগুলো অকৃতজ্ঞের মত শোনাল।

'সেদিন বুঝতে পেরেছি, আমি সরল মনে তোমার তারিফ করাতে তুমি খেপে গেছ। কিন্তু আমার কি দোষ বলো, তোমার চেহারা দেখব অথচ রূপের প্রশংসা করব না তা কি হয়?'

'তুমি ভণিতা জানো খুব, সার্জেন্ট ট্রয়!' বলে হেসে উঠল বাথসেবা। মেয়েদের মন গলাতে জানে বটে লোকটা, ভাবল।

'মোটেই না, মিস এভারডেন। আসলে তুমি নিজেও জানো না তুমি কতটা সুন্দর। আমি বলাতে দোষ হয়ে গেল?'

'কথাটা সত্যি হলে দোষ ধরতাম না। কিন্তু তা তো নয়,' ইতস্তত করে বলল বাথসেবা।

'বিনয় করছ। তোমার রূপ যে নজরকাড়া সবাই জানে, আর তুমি জানো না?'

'না, মানে—লিডি বলে আরকি, কিন্তু...' বিরতি নিল

বাথসেবা।

এ জাতীয় চটুল আলোচনায় জড়ানোর ইচ্ছে ছিল না বাথসেবার সৈনিকটির সঙ্গে, কিন্তু কিভাবে যেন ফাঁদে ফেলে ওর কাছ থেকে জবাব আদায় করে নিচ্ছে লোকটা।

'কাজে সাহায্য করতে এসেছ বলে ধন্যবাদ,' কথার খেই ধরল বাথসেবা। 'কিন্তু দয়া করে আমার সাথে আর কথা বোলো না।'

'মিস বাথসেবা! খুব কঠোর হয়ে গেল না কথাগুলো? আমি এখানে কদিনই বা থাকব। এক মাসের মধ্যেই কাজে যোগ দিতে হবে আমাকে।'

'আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই তারমানে?'

'কেন থাকবে না, মিস এভারডেন। তুমি হয়তো জানো না তোমার কাছ থেকে সামান্য "গুড মর্নিং" শুনতে পেলে আমি কতটা খুশি হব। আসলে জানবে কি করে, তুমি তো কোনদিন কোন সুন্দরী মেয়েকে ভালবাসনি। কিন্তু আমি বেসেছি, আমি জানি।'

'সেদিন না মাত্র দেখলে আমাকে! একবারের দেখায় কেউ এতটা প্রেমে পড়ে যায় কখনও শুনিনি। তোমার কোন কথা আমি আর শুনছি না। কটা বাজে কে জানে। বহুত সময় নষ্ট করে ফেললাম!'

'তোমার ঘড়ি নেই, মিস? নাও, এটা রাখো।' সোনার তৈরি ভারী এক হাতঘড়ি মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিল যুবক। 'ঘড়িটার মালিক ছিলেন এক খানদানী ভদ্রলোক, মানে আমার বাবা। এটা ছাড়া তাঁর কাছ থেকে আর কিছু পাইনি আমি।'

'না, সার্জেন্ট ট্রয়, আমি এটা নিতে পারি না। জিনিসটা তোমার বাবার স্মৃতি, আর অসম্ভব দামী!' বাথসেবা যারপরনাই বিচলিত।

'বাবাকে ভালবাসতাম, সত্যি কথা, কিন্তু তোমাকে যে আরও বেশি ভালবেসে ফেলেছি।' যুবকটি বাথসেবার অপরূপ, উদ্দীপ্ত মুখখানার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। এখন আর ভান করছে না সে।

'কি করে মানি তুমি আমাকে ভালবাস? আমাকে কতটুকুই বা দেখেছ তুমি! না, এটা ফিরিয়ে নাও প্লীজ।'

'বেশ, নেব। জোর করে তো আর কাউকে উপহার দেয়া যায় না,' ব্যথিত সুরে বলল ট্রয়। 'তাছাড়া আমি ভদ্রঘরের ছেলে, তার প্রমাণ চিহ্ন হিসেবে এটা ছাড়া আর তো কিছু আমার নেই'ও। কিন্তু কথা দাও, আমি যদ্দিন ওয়েদারবারিতে থাকব তুমি আমার সাথে কথা বলবে? তোমার খামারে কাজ করতে দেবে?'

'কি বলব ভেবে পাচ্ছি না! তুমি কেন আমাকে জ্বালাতে এলে বলো তো!'

'ফাঁদ পাততে গিয়ে আমি বোধহয় নিজেই ধরা পড়ে গেছি। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। চলি, মিস এভারডেন!'

মুখ রক্তবর্ণ বাথসেবার, হঠাৎ এমন কান্না পেয়ে গেল, তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে চলল সে।

'ওহ, কি হলো আমার? এখন কি হবে? ওর কথাগুলো ছলনা কিনা একটু যদি জানতে পারতাম!' মনে মনে বলছে বাথসেবা।

দশ

পরের কয়েক দিনে ট্রয়কে খড়ের মাঠে দু'একবার লক্ষ করল বাথসেবা। আমুদে, বন্ধুভাবাপন্ন ব্যবহার করল লোকটা ওর সঙ্গে, ফলে ভীতি বোধ ক্রমেই কমে এল বাথসেবার।

'তরোয়াল চর্চার চাইতে খড় কাটা অনেক কঠিন!' একদিন বলল যুবক, সুদর্শন মুখখানা তার স্মিত হাসিতে আলোকিত।

'তাই বুঝি? আমি অবশ্য কখনও তরোয়াল চর্চা দেখিনি।'

'দেখোনি? দেখতে চাও?' ট্রয় মুহূর্তে জবাব চাইল।

দ্বিধা করছে বাথসেবা। লোক মুখে তরোয়াল চর্চার চটকদার নানা গল্প শুনেছে সে। সৈন্যরা যখন অনুশীলন করে তখন নাকি বাতাস ভেদ করে ঝলসাতে থাকে ধাতব তরোয়াল।

'দেখতে পারলে তো দারুণ হত,' বলল সে।

'বেশ, আমি দেখাব তোমাকে। বিকেলের মধ্যে একটা তরোয়াল জোগাড় করে ফেলব। তুমি কি...' ঝুঁকে পড়ে কানে কানে ফিসফিস করল যুবক।

'না, না,' লাজুক কণ্ঠে বলল বাথসেবা। 'আমি পারব না।'

'আরে পারবে পারবে, কেউ জানবে না।'

'ঠিক আছে, তবে আমি গেলে সাথে লিডিকেও নেব।'

'ওকে নেয়ার দরকার কি?' শীতল সুরে বলল সার্জেন্ট ট্রয়।

'আচ্ছা, তাহলে নেব না—একাই যাব। তবে খুব অল্প সময়ের জন্যে কিন্তু।'

সুতরাং সঙ্কে আটটা নাগাদ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, বাড়ি সংলগ্ন পাহাড়টির অপর পাশ দিয়ে নেমে গেল বাথসেবা।

এমুহূর্তে সে এক প্রাকৃতিক রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে, জায়গাটা গভীর ও গোলাকার হয়ে দেবে রয়েছে মাটিতে। বাড়ি কিংবা রাস্তা থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানটাতেই ট্রয় দেখা করতে বলেছিল বাথসেবাকে।

উজ্জ্বল লাল পোশাক পরে হাজির ওখানে ট্রয়।

'হ্যাঁ, এবার,' বলে তরোয়াল বের করল যুবক, অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝিক্ করে উঠল জিনিসটা। 'খেলা শুরু হবে। এক, দুই, তিন, চার। এভাবে! মুহূর্তের মধ্যে মারা পড়তে পারে মানুষ।'

শূন্যে রংধনু জাতীয় কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে বাথসেবা, শ্বাস গিলে নিল সে।

'কী ভয়ঙ্কর!' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি।

'হ্যাঁ। এবার তোমার সঙ্গে লড়াইয়ের ভান করছি। তুমি আমার শত্রু, কিন্তু আসল শত্রুর সাথে একটা পার্থক্য থাকবে। প্রতিবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে আমার। হ্যাঁ, আমার সামনে এসে দাঁড়াও, নড়বে না কিন্তু।'

বাথসেবা মজাটা উপভোগ করতে শুরু করেছে।

'আগে একটু পরখ করে নেব তোমাকে,' জানাল ট্রয়। 'দেখব কতটা সাহস তোমার।'

তরোয়াল ঝিকিয়ে উঠল বাথসেবার বাঁ দিক থেকে ডানে। ধাতব জিনিসটা ওর দেহ ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে যেন। কিন্তু ওটা আসলে ট্রয়ের হাতেই আছে, ঝকঝকে পরিষ্কার—এক ফোঁটা রক্ত লাগেনি।

'ওহ!' চিৎকার ছাড়ল ভীত-সন্ত্রস্ত বাথসেবা। 'খুন করে ফেলেছ নাকি? না, বেঁচেই তো আছি! জাদুটা করলে কিভাবে?'

'তোমাকে স্পর্শও করিনি,' শান্ত স্বরে বলল ট্রয়। 'কি, ভয় কেটেছে? কথা দিচ্ছি, ব্যথা দেব না, ছোঁবই না তোমাকে।'

'তেমন ভয় আর লাগছে না। আচ্ছা, তরোয়ালটা কি খুব ধারাল?'

'আরে না—নোড়ো না। হ্যাঁ!'

পর মুহূর্তে, আকাশ কিংবা মাটি কিছুই আর দেখতে পেল না বাথসেবা। চকচকে অস্ত্রটা ঝলসে যাচ্ছে শুধু ওর দেহের চার পাশে। অস্তায়মান সূর্যরশ্মি গায়ে মেখে বাতাসে শিস কেটে চলেছে ওটা।

সার্জেন্ট ট্রয় এত ভাল খেলা জীবনে দেখায়নি।

'তোমার চুল সামান্য এলো হয়ে আছে,' বলল। 'অনুমতি দাও,' মেয়েটি কথা বলতে অথবা নড়তে পারার আগেই, এক গোছা চুল খসে পড়ল মাটিতে। 'যে কোন মেয়ের চেয়ে তুমি অনেক বেশি সাহসী।' ওকে অভিনন্দন জানাল ট্রয়।

'তার কারণ এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিলাম আমি। কিন্তু এখন

ভয় পাচ্ছি, সত্যিই খুব ভয় লাগছে!'

'এবারে তোমার চুলও স্পর্শ করব না। তোমার কাপড়ে যে পোকাটা বসেছে ওটাকে খতম করব। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, কেমন?'

শিউরে যে উঠবে সে সাহসও নেই বাথসেবার। ট্রয়ের তরোয়ালের ফলা এগিয়ে আসতে লক্ষ করল ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর। এবার আর রক্ষা নেই, নির্ঘাত মরণ। চোখ বুজে ফেলল সে। কিন্তু চোখ মেলতে দেখতে পেল, মরা পোকাটা গেঁথে আছে তরোয়ালের ডগায়।

'জাদু নাকি!' অবিশ্বাসে গলা চড়ে গেল মেয়েটির। 'আর তরোয়ালে ধার না থাকলে আমার চুল কাটলে কি করে?'

'এটা ছুরির চেয়েও ধারাল,' স্বীকার করল ট্রয়। 'তুমি যাতে ভয় না পাও সেজন্যে মিথ্যে বলেছিলাম।'

থরথর কাঁপুনি উঠে গেল বাথসেবার সর্বাঙ্গে, ধপ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ল ও।

'আমি মারাও পড়তে পারতাম,' কোনমতে আওড়াল।

'প্রশ্নই ওঠে না,' ট্রয় বলল। 'আমার তরোয়াল কখনও ভুল করে না। আচ্ছা, আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। তোমার স্মৃতি হিসেবে এটা রাখছি আমি।'

নত হয়ে মাটি থেকে চুলের গোছাটা তুলে নিল যুবক, তারপর বুক পকেটে সযত্নে রেখে দিল। শক্তি ফিরে পায়নি বাথসেবা, ফলে কিছু বলতে বা করতে পারল না।

ট্রয় কাছিয়ে এল, ঝুঁকল আবার, এবং একটু পরে তার লাল

কোট মিলিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে। কেমন এক অপরাধ বোধে লাল হয়ে গেল বাথসেবা, গাল বেয়ে দর দর করে অশ্রু গড়িয়ে নামল তার। ট্রয় যাওয়ার আগে ওকে চুমো খেয়ে গেছে ঠোঁটে।

বাথসেবার মত স্বাধীনচেতা, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ নারীও প্রেমে পড়লে আরেকরকম হয়ে যায়। আর দুনিয়া ও পুরুষমানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব থাকলে তো কথাই নেই। ট্রয় নিজের বদ্‌গুণগুলো এতটাই সাবধানে গোপন করে রাখে, যে সেগুলো আবিষ্কার করা কঠিন বাথসেবার পক্ষে। তেমনি কষ্টসাধ্য গ্যাব্রিয়েল ওকের সদ্‌গুণের তারিফ করা, কেননা চাপা স্বভাবের মানুষটির মধ্যে লোক দেখানো ব্যাপার-স্যাপার নেই যে।

কদিন বাদে, এক সন্ধে। গ্যাব্রিয়েল মনিবানীর খোঁজে এসেছে। বাথসেবা প্রেমে পড়ছে টের পেয়েছে, তাই তাকে সতর্ক করে দিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করতে চায়। গ্যাব্রিয়েল পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ভুল করতে যাচ্ছে বাথসেবা। মেঠো পথ ধরে হাঁটছিল তখন বাথসেবা, ওকে খুঁজে বের করল গ্যাব্রিয়েল।

'তোমার এভাবে একা হাঁটাচলা করা ঠিক না, মিস,' বলল গ্যাব্রিয়েল। 'সন্ধে হয়ে গেছে, এসব এলাকায় আজেবাজে লোকের তো অভাব নেই।' পারলে 'আজেবাজে' লোকেদের সঙ্গে ট্রয়ের নামটা জুড়ে দিত গ্যাব্রিয়েল।

'কই, আমি তো এতদিন হলো আছি, তেমন কাউকে তো দেখিনি,' হালকা চালে বলল বাথসেবা।

ফের চেষ্টা করল গ্যাব্রিয়েল।

'ফার্মার বোল্ডউড শীঘ্রিই তোমার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন, তাই না?'

'তারমানে?'

'তোমাদের বিয়ের কথা বলছি। সবাই জানে, তুমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছ।'

'সবাই ভুল জানে, গ্যাব্রিয়েল। আমি কাউকে কোন কথা দিইনি। আমি ভদ্রলোককে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাই বলে বিয়ে?'

'ওই সার্জেন্ট লোকটার সাথে তোমার দেখা না হলেই ভাল হত, মিস,' ব্যথিত কণ্ঠে বলল গ্যাব্রিয়েল। 'ও ভাল লোক নয়।'

'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! জানো ও ভাল বংশের শিক্ষিত ছেলে?' ক্ষোভে ফেটে পড়ল বাথসেবা

'ওকে বিশ্বাস কোরো না, মিস, তোমাকে অনুরোধ করছি।'

'ও গাঁয়ের আর কারও চাইতে কম যোগ্য নয়! নিয়মিত গির্জায় যায়, আমাকে নিজের মুখে বলেছে।'

'বলতে খারাপ লাগছে, কেউ ওকে কোনদিন গির্জায় দেখেনি। আমি তো দেখিইনি।' লোকটার প্রতি বাথসেবার অন্ধ বিশ্বাস লক্ষ করে হৃদয়টা মুচড়ে উঠল গ্যাব্রিয়েলের।

'ও পুরানো মিনারের দরজাটা দিয়ে গির্জায় ঢোকে আর পেছনে বসে, তাই দেখেনি,' ট্রয়ের পক্ষ হয়ে বলল বাথসেবা।

'তুমি জানো, মিস,' গভীর বেদনা ফুটল গ্যাব্রিয়েলের কণ্ঠে। 'আমি তোমাকে ভালবাসি, আর চিরদিন বেসে যাব। মেনে নিচ্ছি, আমি গরীব হয়ে পড়েছি বলে তোমাকে বিয়ে করা সম্ভব না। কিন্তু বাথসেবা, নিজের দিকটা একটু দেখো! ট্রয়ের ব্যাপারে একটু

সতর্ক থাকো। মি. বোল্ডউড তোমার চাইতে ষোলো বছরের বড়। উনি তোমাকে কতখানি নিরাপত্তা দিতে পারবেন ভেবে দেখো।'

'আমার ফার্ম থেকে দূর হও তুমি,' উষ্মা প্রকাশ করল বাথসেবা, মুখের চেহারা ফ্যাকাসে তার। 'মালিকের সাথে কেউ এভাবে কথা বলে!'

'ভুল কোরো না! আগেও একবার খেদিয়ে দিয়েছিলে। পরে আবার নিজেই হাতে-পায়ে ধরে ফিরিয়ে এনেছ। আমি যাচ্ছি না। কেন, সেটা তুমিও জানো।'

'চাইলে থাকতে পারো, আমি নিষেধ করব না। কিন্তু এখন আল্লার ওয়াস্তে আমাকে একটু একা থাকতে দাও। মালিক হিসেবে না, একজন মহিলা হিসেবে কথাটা বলছি।'

'বেশ তো,' নরম কণ্ঠে বলল গ্যাব্রিয়েল। বাথসেবার অনুরোধে খানিকটা চমকিত হলো সে, কেননা আঁধার ঘনাচ্ছে এবং বাড়ি এখান থেকে এখনও বেশ কিছুটা দূরে। নির্জন পাহাড়ে, বাথসেবা নিজের মত হাঁটা দিতে বিষয়টা পরিষ্কার হলো যুবকের কাছে। পাহাড়ের ওপর দৃশ্যমান হলো এক সৈনিকের দেহ-কাঠামো। বাথসেবার সঙ্গে মিলিত হতে এসেছে সে। গ্যাব্রিয়েল ঘুরে দাঁড়িয়ে বিমর্ষচিত্তে বাড়ি ফিরে চলল। পথে গির্জাটা পড়ল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুরানো মিনারের দরজাটা জরিপ করল সে। বাড়ন্ত আগাছায় ছেয়ে রয়েছে, কত বছর ধরে যে লোকে এ দরজা ব্যবহার করে না খোদা মালুম।

আধ ঘণ্টা বাদে বাড়ি ফিরল বাথসেবা, ট্রয়ের ভালবাসার মিঠে

বুলি কানে এখনও মধু ঢেলে চলেছে তার। আজও চুমো খেয়েছে ওকে যুবকটি। ভাবাবেশে উদ্দীপ্ত, উত্তেজিত বাথসেবার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তখুনি বসে পড়ল সে মি. বোল্ডউডকে চিঠি লেখার জন্যে, জানাবে তাঁকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। ভদ্রলোক তাঁর বাণিজ্য সফর চালু থাকার ফাঁকেই পেয়ে যাবেন চিঠিটা। বাথসেবা এতটাই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে ওটা পোস্ট করার জন্যে, তর সইল না–তলব করল লিডিকে।

'লিডি, সত্যি করে বলো তো,' মেইড ঘরে প্রবেশ করতে না করতেই জরুরী গলায় বলল ও, 'সার্জেন্ট ট্রয় কেমন মানুষ? লোকে যেমন বলে, আসলেই কি সেরকম মেয়েঘেঁষা সে? শপথ করে বলো, এগুলো সত্যি নয়!'

'কিন্তু, মিস, ওকথা বলি কি করে–'

'অত কঠোর হয়ো না, লিডি! তুমি তো জানোই ওর মত মানুষ হয় না, ঠিক বলেছি না?'

'আমি কি বলব বুঝতে পারছি না, মিস,' বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল লিডি। 'আমাকে তো আপনার মন রক্ষা করে চলতে হবে।'

'ওহ্, এতটা দুর্বল হয়ে পড়লাম কেন আমি! কেন যে দেখা হলো ওর সাথে! তুমি জেনে গেছ, লিডি, ওকে কতটা ভালবাসি আমি। কথাটা কাউকে বোলো না কিন্তু প্লীজ।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিস,' নম্র কণ্ঠে জানাল লিডি।

এগারো

লিডি এক সপ্তার ছুটি নিয়েছে। ওর বোনের বাড়ি কয়েক মাইলের পথ, সেখানে গিয়ে সাতদিন থেকে আসবে। এদিকে মি. বোল্ডউডকে এড়াতে বাথসেবা একটা বুদ্ধি আঁটল। ঠিক করল, দু'একদিনের জন্যে লিডির বোনের বাসায় বেড়াতে যাবে। আরেক পরিচারিকা মারিয়ানের ওপর বাড়ির ভার চাপিয়ে, এক বিকেলে বেরিয়ে পড়ল সে পায়ে হেঁটে।

মাইল দুয়েক হেঁটেছে কি হাঁটেনি, বাথসেবা লক্ষ করল যাঁর কাছ থেকে পালাতে চায় তিনি স্বয়ং এদিকেই আসছেন। ভদ্রলোকের হাব-ভাবের পরিবর্তন বলে দিল চিঠিটা ওঁর হাতে পৌঁছেছে।

'আরে, মি. বোল্ডউড যে!' অপরাধবোধের চিহ্ন বাথসেবার মুখের চেহারায়।

'তোমাকে আমি কতখানি ভালবাসি তোমার অজানা নয়,' ধীর গলায় বললেন ভদ্রলোক। 'সেই ভালবাসা এতটা ঠুনকো নয় যে একটা চিঠি সব ভেস্তে দেবে।'

'ওকথা বলবেন না,' বিড়বিড় করে আওড়াল বাথসেবা।

'বুঝেছি, আমার আর কিছু বলার নেই। তারমানে তোমার চিঠিতে যা লিখেছ সব সত্যি। আমাদের বিয়েটা হচ্ছে না।'

বাথসেবার কণ্ঠে সংশয় ফুটল।

'শুভ সন্ধ্যা,' বলে খানিকদূর হেঁটে গেল ও। কিন্তু পিছু ছাড়লেন না মি. বোল্ডউড।

'বাথসেবা–ডার্লিং–এই কি তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ, শেষ কথা।'

'ওহ্, বাথসেবা, একটু করুণা করো! আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না! এই শেষ মুহূর্তে এসে আমাকে এভাবে ফিরিয়ে দিয়ো না। তুমি যখন আমাকে কার্ড পাঠাও, তখনও আমি ঘুণাক্ষরেও তোমার কথা কল্পনা করতাম না। দোহাই তোমার, আমাকে এভাবে কাছে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ো না।'

'কাছে টানা বলতে আপনি যা বোঝাচ্ছেন সেটা ছিল নিছক এক ছেলেমানুষী রসিকতা। ভ্যালেন্টাইন পাঠিয়ে আমি মস্ত অপরাধ করেছি। আপনি কি আমাকে বারবার পুরানো কথা বলে লজ্জা দেবেন?'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে কখনোই দোষ দেব না! বাথসেবা, আমার জীবনে তুমিই প্রথম নারী। তুমি তো প্রায় রাজিই ছিলে, হঠাৎ কি এমন হয়ে গেল যে জন্যে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাইছ?'

বাথসেবা সরাসরি ভদ্রলোকের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থাপন করল।

'মি. বোল্ডউড, আমি কিন্তু আপনাকে কোন কথা দিইনি।'

'তুমি এত নিষ্ঠুর! আগে যদি জানতাম ভালবাসার এত কষ্ট

তাহলে ভুলেও এতে জড়াতাম না। আমি এত কথা বলছি, অথচ তোমার কোন বিকার নেই।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে বাথসেবার। জেদী বাচ্চার মত দু'পাশে মাথা ঝাঁকিয়ে গেল সে। ওদিকে মি. বোল্ডউড চোখা চোখা বাক্যবাণে ঘায়েল করার চেষ্টা করে গেলেন ওকে।

'আমাকে মাফ করবেন। আমার মনটা অনেক শক্ত। কাউকে সেভাবে ভালবাসতে পারি না আমি।'

'এটা খোঁড়া যুক্তি, মিস এভারডেন। তুমি যেমন ভান করছ ততটা পাষাণী তুমি নও। আমার মত ভালবাসার কোমল একটা মন তোমারও আছে, কথাটা যদিও এখন স্বীকার করতে চাইছ না। তুমি আসলে আরেকজনকে মন দিয়েছ!'

জেনে গেছে! ভাবল বাথসেবা। লোকটা ফ্র্যাঙ্কের কথা জানে!

'ট্রয় কেন আমার এতবড় সর্বনাশ করল, আমার ভালবাসাকে কেন ছিনিয়ে নিল?' সরোষে বলে উঠলেন মি. বোল্ডউড। 'বুকে হাত রেখে বলো তো, ওর সাথে পরিচয় না হলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে না?'

জবাবটা দিতে সময় নিল বাথসেবা। তবে সততায় বিশ্বাস করে সে, নিরুত্তর থাকতে পারল না।

'হ্যাঁ, করতাম,' অবশেষে ফিসফিস করে জানাল।

'আমি ছিলাম না বলে আমার এতবড় ক্ষতি করল লোকটা। আমার আর মুখ দেখানোর জো থাকবে না। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। যাও না যাও, ওকেই বিয়ে করো। তোমার জন্যে আমি নিজের জান পর্যন্ত দিতে পারতাম, অথচ তোমার

কিনা মনে ধরল অপদার্থ এক লোককে। আমার তো সন্দেহ হয়, ও তোমাকে চুমোও খেয়েছে! কি, খায়নি?'

বোল্ডউডের মেজাজ দেখে আতঙ্কিত বোধ করছে বাথসেবা, তবে সাহসভরে জবাব দিল ও।

'হ্যাঁ, খেয়েছে। সত্যি কথা বলতে বুক কাঁপে না আমার।'

'আমি তোমার হাতটা শুধু স্পর্শ করার জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে রাজি ছিলাম,' বুনো কণ্ঠে গর্জে ওঠেন ভদ্রলোক। 'আর তুমি কিনা ওর মত একটা জঘন্য লোককে–চুমো খেতে দিয়েছ! ওকে আমি দেখে নেব। হতভাগাকে টের পাইয়ে ছাড়ব আমাকে দুঃখ দেয়ার পরিণাম।'

'ওর কোন ক্ষতি করবেন না, স্যার,' করুণ আর্তি বাথসেবার কণ্ঠে। 'ও আমার জীবন, আমার সব কিছু।'

বোল্ডউড ওর কথায় কর্ণপাত করলেন না।

'ওকে উচিত শিক্ষা দেব আমি! বাথসেবা লক্ষ্মীটি, আমাকে ক্ষমা কোরো! তোমার দোষ দিচ্ছি বটে, কিন্তু আসল শয়তান তো ওই ব্যাটা। মিথ্যের জালে ফাঁসিয়ে তোমার মন জয় করে নিয়েছে বেল্লিকটা। দেখা হোক না, ব্যাটার সাথে লড়াই করব আমি। আমার সামনে আসতে ওকে নিষেধ করে দিয়ো, বাথসেবা।'

প্রেমান্ধ, মরিয়া মি. বোল্ডউড মুহূর্তখানেক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর বাথসেবাকে একা রেখে নিজের রাস্তা ধরলেন।

বাথসেবা কিছুক্ষণ পায়চারি করল, কাঁদছে, আপন মনে কথা বলছে। এক সময় পরিশ্রান্ত দেহটা ওর লুটিয়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

ট্রয় এমুহূর্তে বাথে রয়েছে, তবে শীঘ্রিই ওয়েদারবারিতে ফিরে

আসবে। ট্রয় যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসে মি. বোল্ডউডের পাল্লায় পড়ে যায়, তবে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। আচ্ছা, গ্যাব্রিয়েল আর বোল্ডউডই কি ঠিক কথা বলছে? ট্রয়ের সঙ্গে আর মেলামেশা না করাই কি উচিত বাথসেবার? ইস, এখন যদি দেখা পেত প্রেমিকের, তাহলে ঝট করে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারত। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে, ওয়েদারবারির রাস্তা ধরে হনহন করে ফিরে চলল ও।

সেদিন বাথসেবার বাসায় একমাত্র মারিয়ানই রাত কাটাচ্ছিল। ঘোড়াদের রাখা হয় যে মাঠে সেখান থেকে রাতের বেলা অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসতে শুনে ঘুম ভাঙল তার। শোবার ঘরের জানালা দিয়ে চাওয়ামাত্র লক্ষ করল, এক ছায়ামূর্তি বাথসেবার মালগাড়ি মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। মারিয়ান তখুনি সাহায্যের আশায় জ্যান কোগ্যানের ঘরে ছুটে গেল। জ্যান ও গ্যাব্রিয়েল কাল বিলম্ব না করে, ঘোড়া নিয়ে চোরের পিছু ধাওয়া করল। আঁধারে বেশ অনেকক্ষণ অশ্বচালনা করার পর, টোল গেটে শেষ পর্যন্ত নাগাল পেল মালগাড়িটার।

'গেট বন্ধ রাখো,' গর্জাল গ্যাব্রিয়েল গেটকীপারের উদ্দেশে। 'চোরে আমাদের মালগাড়ি নিয়ে পালাচ্ছে।'

'কোথায় চোর?' হতভম্ব গেটকীপার প্রশ্ন করল।

গ্যাব্রিয়েল কাছ থেকে লক্ষ করতে আবিষ্কার করল, চোর কোথায়—এ তো বাথসেবা। ওর গলা পেয়ে আলোর দিক থেকে মুখ ফেরাল যুবতী, কিন্তু জ্যান কোগ্যানও চিনে ফেলেছে তাকে। বিস্ময় চট করে চাপা দিতে পারলেও বিরক্তি চাপতে পারল না

বাথসেবা।

'কি, গ্যাব্রিয়েল? এত রাতে কোথায় চললে?' শীতল, নিস্পৃহ কণ্ঠ।

'আমরা ভেবেছিলাম চোর পালাচ্ছে বুঝি।'

'এমন গাধাও হয় মানুষ! বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে প্ল্যান বদলাতে হয়েছে আমাকে। বাথে যাচ্ছি এখন আমি। লিডির ওখানে পরে গেলেও চলবে। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেছে বলে মারিয়ানকে আর ডাকিনি। নিজেই গাড়ি বের করে নিয়েছি। তোমরা খামোকা ঝামেলা পোহালে।'

গেটকীপার গেট খুলে দিতে বেরিয়ে গেল ও। কোগ্যান ও গ্যাব্রিয়েল ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বাড়িমুখো হলো। অসম্ভব ধীর তাদের চলার গতি।

'আমাদের উচিত ওর বাথে যাওয়ার কথাটা গোপন রাখা,' বলল গ্যাব্রিয়েল।

একমত হলো জ্যান।

কাজেই প্রথমটায় ওয়েদারবারির বাসিন্দারা টেরই পেল না বাথসেবা কোথায় গেছে। পাক্কা দু'সপ্তাহ ঘরে ফিরল না ও। ইতোমধ্যে কানাঘুষা শোনা গেল, বাথে সার্জেন্ট ট্রয়ের সঙ্গে দেখা গেছে তাকে।

কথাটা খাঁটি সত্যি—অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করে গ্যাব্রিয়েল। আগের মতই কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে সে বাথসেবার ফার্মে, কিন্তু ভেতরে তার ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে।

বারো

বাথসেবা যেদিন বাড়ি ফিরল, সেদিনই মি. বোল্ডউড কটু ব্যবহারের জন্যে ওর কাছে ক্ষমা চাইতে এলেন। মেয়েটি যে বাথে গেছে ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তিনি, ভেবেছেন লিডির কাছে গেছে বুঝি। কিন্তু দরজার কাছ থেকে তাঁকে জানানো হলো দেখা হবে না। এখনও বাথসেবার রাগ পড়েনি বুঝতে পারলেন তিনি।

বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন, এসময় বাথের কোচ এসে পৌঁছল। যথাস্থানে থেমে দাঁড়িয়েছে গাড়ি, এবং লাল-সোনালী উর্দিপরা এক সৈনিক লাফিয়ে নামল ওটা থেকে।

সার্জেন্ট ট্রয় ব্যাগ তুলে নিয়ে সবে পা বাড়িয়েছে বাথসেবার বাড়ির উদ্দেশে, এমনি সময় বোল্ডউড পথ আগলে দাঁড়ালেন।

'সার্জেন্ট ট্রয়? আমি উইলিয়াম বোল্ডউড।'

'অ, তাই?' আগ্রহ প্রকাশ পেল না ট্রয়ের কণ্ঠে।

'আপনার সাথে কথা আছে—দু'জন মহিলার বিষয়ে।'

বোল্ডউডের হাতের ভারী লাঠিটা লক্ষ করেছে ট্রয়, শক্ত পাল্লায় পড়া গেছে, ভাবল সে। মুহূর্তে পরিকল্পনা স্থির করে বিনয়ের অবতার সাজল চতুর যুবক।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কিন্তু একটু শান্তভাবে বলবেন প্লীজ।'

'সে দেখা যাবে। ফ্যানি রবিনের সাথে আপনার সম্পর্কের কথা কানে এসেছে আমার। কবে বিয়ে করছেন ওকে?'

'করতে পারলে তো ভালই হত, কিন্তু পারছি না যে।'

'কেন?'

জবাবটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কোনমতে গিলে নিল ট্রয়।

'আমি গরীব মানুষ,' বলে চকিতে ফার্মারের দিকে চাইল। তিনি কথাটা বিশ্বাস করেছেন কিনা বোঝার জন্যে। বোল্ডউড অতসব লক্ষ করলেন না।

'আমি ন্যায-অন্যায় নিয়ে তর্ক করতে চাই না, কাজের কথায় আসি। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, মিস এভারডেনের সঙ্গে আমার বাক্‌দান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আপনি এসে বাগড়া–'

'বাক্‌দান হয়নি,' কথা কেড়ে নিয়ে স্মরণ করিয়ে দিল ট্রয়।

'ওই একই হলো,' জোর গলায় বললেন মি. বোল্ডউড। 'আপনি এখানে না এলে ও আমার প্রস্তাবে ঠিকই রাজি হত। তাছাড়া, সমাজে ওর মর্যাদা আপনার চাইতে অনেক উঁচুতে। আপনি ওকে বিয়ে করার আশা করেন কিভাবে! তাই আমি বলতে চাই, ওকে আর জ্বালাতন করবেন না। আপনি ফ্যানিকে বিয়ে করুন।'

'কোন্ দুঃখে?' উদাসীনতা ফুটল ট্রয়ের গলায়।

'পয়সা দেব আমি। আজকের মধ্যে ওয়েদারবারি ছেড়ে চলে গেলে পঞ্চাশ পাউন্ড পাবেন। বিয়ের ড্রেসের জন্যে ফ্যানিকে দেব

আরও পঞ্চাশ পাউন্ড, আর আপনাদের বিয়ের দিন ও পাবে পুরো পাঁচশো পাউন্ড।'

টাকা সাধছেন বলে ঈষৎ লজ্জিত মি. বোল্ডউড, কিন্তু এমুহূর্তে বেপরোয়া তিনি। বাথসেবার সঙ্গে ট্রয়ের বিচ্ছেদ ঘটাতে যা যা করণীয় সবই করতে রাজি ভদ্রলোক।

ট্রয় মনে হলো প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে ভেবে দেখছে।

'হ্যাঁ, ফ্যানিকে আমি বেশি পছন্দ করি এটা সত্যি। যদিও সামান্য এক মেইড ও। কত বললেন যেন, পঞ্চাশ পাউন্ড?'

'এই নাও,' সোনার মুদ্রা ভর্তি একটা পার্স বাড়িয়ে ধরলেন বোল্ডউড।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, শুনতে পাচ্ছেন!' ফিসফিস করে বলল ট্রয়। লঘু পদশব্দ শোনা গেল রাস্তায়, বাথসেবার বাড়ির দিক থেকে আসছে। 'বাথসেবা! আমার খোঁজে আসছে। যাই, দেখা করি, ওর কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিই—আমরা তো তেমনটাই ঠিক করলাম, তাই না?'

'কথা বলার কোন দরকার আছে?'

'বাহ্, আমাকে খুঁজবে না ও? চিন্তা করবেন না, আমরা কি বলি না বলি সবই শুনতে পাবেন আপনি। আমি এ গাঁ ছেড়ে চলে গেলে আপনি ওকে প্রেম নিবেদন করবেন না? তখন কাজে আসতে পারে কথাগুলো। ওই গাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকুন, কেমন?'

ট্রয় আগে বেড়ে শিস বাজাল।

'ফ্র্যাঙ্ক, ডার্লিং, তুমি এসেছ?' কণ্ঠস্বরটা বাথসেবার। 'কিগো?'

'ওহ, খোদা!' আত্মগতভাবে বললেন ঘাপটি-মেরে-থাকা বোল্ডউড। বুকটা গুঁড়িয়ে গেল তাঁর।

'হ্যাঁ,' জানাল ট্রয়।

'এত দেরি করলে কেন, ফ্র্যাঙ্ক?' বলে চলল বাথসেবা। 'কোচ তো সেই কখন এসেছে! এই, জানো একটা সুখবর আছে। আজ রাতে বাসায় একা থাকছি আমি, কাজেই তুমি আমার সাথে থাকলে কেউ টের পাবে না।'

'বাহ, দারুণ!' বলে উঠল ট্রয়। 'আমি ব্যাগটা কালেক্ট করেই চলে আসছি, কেমন? বড়জোর দশ মিনিট লাগবে। তুমি বাড়ি যাও, লক্ষ্মীটি।'

'ঠিক আছে, ফ্র্যাঙ্ক।'

বাড়ি ফিরে গেল বাথসেবা।

ট্রয় ফিরে চাইল বোল্ডউডের উদ্দেশে, ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাসে, সর্বশরীর কাঁপছে, বেরিয়ে এসেছেন গাছের আড়াল ছেড়ে।

'ওকে জানিয়ে দেব আমি বিয়ে করছি না?' হেসে উঠে জানতে চাইল সৈনিক।

'না, না, এখনই না! আমার আরও কিছু কথা আছে।' ফিসফিসিয়ে বললেন বোল্ডউড, মুখের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছেন।

'আমার সমস্যাটা বুঝে দেখুন,' বলল ট্রয়। 'দু'জনকে একসাথে বিয়ে করা কি সম্ভব? তবে ফ্যানিকে পছন্দ করার দুটো কারণ আছে। প্রথমত, আমার ধারণা ওকে আমি বেশি ভালবাসি,

আর দ্বিতীয়ত, আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন।'

মি. বোল্ডউড আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। আচমকা ট্রয়ের টুঁটি টিপে ধরলেন।

'থামুন,' শ্বাসের ফাঁকে আওড়াল ট্রয়, কস্মিনকালেও এমন ঘটনা আশা করেনি সে। 'দম আটকে মরব তো! আমাকে মেরে ফেললে আপনার ভালবাসার মানুষটা কষ্ট পাবে।'

'তবে রে?' গর্জন ছাড়লেন ফার্মার। 'তোকে আমি কুকুরের মত গলা টিপে মারব!' তবে মুখে একথা বললেও কণ্ঠনালী ছেড়ে দিলেন ট্রয়ের।

'বাথসেবা আমাকে কতটা ভালবাসে, কিরকম চায় নিজের কানেই তো শুনলেন। শীঘ্রিই গোটা গাঁ জেনে যাবে আমাদের আজ রাতের অভিসারের কথা। টি টি পড়ে যাবে না? ওর ইজ্জত রক্ষা করার এখন একটাই উপায়–ওকে আমার বিয়ে করতে হবে।'

'ঠিক কথা,' সামান্য বিরতির পর সায় জানালেন ফার্মার। 'ট্রয়, ওকে বিয়ে করো তুমি। বেচারী অসহায় মেয়েটা! যেভাবে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইল, সত্যিকার ভাল না বাসলে কোন মেয়ের পক্ষেই এমনটা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ফ্যানির কি হবে?' সৈনিকটি ধূর্ত প্রশ্ন ছুঁড়ল।

'ওকে কষ্ট দিয়ো না, ট্রয়, আমার অনুরোধ। ফ্যানির কথা না, বাথসেবার কথা বলছি। ওহ, কিভাবে বোঝাই তোমাকে! হ্যাঁ, পেয়েছি। বাথসেবাকে যেদিন বিয়ে করবে সেদিন আমার তরফ থেকে পাঁচশো পাউন্ড উপহার পাবে।'

বোল্ডউডের বেয়াড়া প্রস্তাবে মনে চোট পেল ট্রয়, তবে মুখে প্রকাশ করল না।

'আর এখন নগদ কিছু পাব না?'

'হ্যাঁ, আমার সাথে যা আছে সবই নাও।' পকেটের মুদ্রাগুলো গুনলেন বোল্ডউড। 'একুশ পাউন্ড—সব তোমার।'

'দিন,' বলল ট্রয়। তারপর বলল, 'ওর বাসায় যাই চলুন। আমি আজই ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেব। না, টাকার কথা ওকে কিছু বলব না।'

ফার্মহাউজে গিয়ে উঠল দু'জনে। ট্রয় ভেতরে প্রবেশ করল আর বোল্ডউড বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরে, ফিরে এল ট্রয়। ওর হাতে বাথ থেকে প্রকাশিত এক খবরের কাগজের পাতা।

'আগে এটা পড়ুন,' মিটিমিটি হেসে বলল। পড়লেন বোল্ডউড:

শুভ বিবাহ: সতেরো তারিখে, বাথে, সার্জেন্ট ট্রয়ের সহিত ওয়েদারবারি নিবাসিনী বাথসেবা এভারডেনের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়।

কাগজটা খসে পড়ল ফার্মারের হাত থেকে, ওদিকে হো হো করে হাসছে তখন সৈনিক।

'ফ্যানিকে বিয়ে করার বিনিময়ে পঞ্চাশ পাউন্ড। একুশ পাউন্ড ফ্যানিকে বাদ দিয়ে বাথসেবাকে বিয়ে করার জন্যে। আর এখন কিনা দেখতে পাচ্ছেন বিয়ে-টিয়ে সব সারা। আপনি একটা আহাম্মক, বোল্ডউড। আমি বাজে লোক হতে পারি, কিন্তু তাই বলে আপনার মত বিয়ে করার জন্যে কাউকে ঘুষ সাধতে যাব না।

আর ফ্যানির কথা জানতে চান? অনেক আগে থেকেই ওর সাথে আমার যোগাযোগ নেই, ও এখন কোথায় আছে তাও জানি না। অনেক খুঁজেছি, পাইনি। এই নিন, আপনার টাকা।' রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল ট্রয় সোনার কয়েনগুলো।

'তবে রে, কুত্তা! তোকে একদিন এমন শিক্ষা দেব, বাপের নাম ভুলে যাবি! মনে রাখিস, দিন চিরকাল একরকম যায় না।' ভগ্নহৃদয় ফার্মার তর্জন করে উঠলেন।

সশব্দে হেসে উঠে, ভদ্রলোকের মুখের ওপর বাথসেবার কামরার দরজা লাগিয়ে দিল ট্রয়।

এ ঘটনার পর, সেদিনের দীর্ঘ রাতটা ওয়েদারবারির পাহাড়ে-পাহাড়ে অশান্ত আত্মার মত ঘোরাফেরা করে কাটালেন মি. বোল্ডউড।

পরদিন ভোর। পাঁচটা বাজতে সামান্য বাকি। মনিবানীর বাসার পাশ দিয়ে খড়ের মাঠে যাচ্ছিল গ্যাব্রিয়েল ও জ্যান কোগ্যান, এসময় অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়ল তাদের।

বাথসেবার শোবার ঘরের জানালা খোলা, এবং ওটা দিয়ে বাইরে চেয়ে রয়েছে সুদর্শন এক যুবক। তার পরনের লাল জ্যাকেটটার বোতাম খোলা লোকটা সার্জেন্ট ট্রয়।

'ওদের বিয়ে হয়ে গেছে,' ফিসফিস করে বলল কোগ্যান।

গ্যাব্রিয়েল নিরুত্তর, কিন্তু এতটাই অসুস্থ বোধ করছে যে গেটে ঠেস দিয়ে খানিকক্ষণ তাকে বিশ্রাম নিতে হলো। মেয়েটির ভবিষ্যৎ কল্পনা করে বিষাদে ছেয়ে গেল ওর অন্তর। এ বিয়েতে যে সুখী হতে পারবে না বাথসেবা, পরিষ্কার টের পেল সে।

'কেমন আছ, তোমরা?' খোশমেজাজে কুশল জানতে চাইল ট্রয়।

'হাজার হলেও মনিবানীর স্বামী,' নিচু কণ্ঠে বলল কোগ্যান, 'ভদ্র ব্যবহার করতে হবে।'

'ভাল, আপনি কেমন আছেন, সার্জেন্ট ট্রয়?' বিরস গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল গ্যাব্রিয়েল।

'আর্মি ছেড়ে দিয়েছি তো, শিগ্‌গিরিই তোমাদের সঙ্গে কাজে লেগে পড়ব,' হালকা চালে বলল যুবক। 'ঘাবড়াও মাত, আমি আগে যেমন তোমাদের বন্ধু ছিলাম, এখনও তেমনি বন্ধুই থাকব। আমার স্বাস্থ্য পান কোরো, মেন।'

গ্যাব্রিয়েলকে উদ্দেশ্য করে একখানা কয়েন ছুঁড়ে দিল ও। গ্যাব্রিয়েলের ওটা তুলে নিতে আত্মসম্মানে বাধলেও, কোগ্যান ঠিকই পকেটস্থ করল।

নিজেদের কাজে যাচ্ছে ওরা, দেখতে পেল অশ্বারোহী মি. বোল্ডউড পাশ কাটালেন। ফার্মারের মুখের চেহারায় গভীর বেদনা ও হতাশার অভিব্যক্তি লক্ষ করে, নিজের দুঃখ ভুলে গেল গ্যাব্রিয়েল।

তেরো

মৌসুমের ফসল কাটা হয়ে গেলে পর, ফার্মকর্মীদের সাপারে আপ্যায়িত করার নিয়ম। স্ত্রীর পক্ষে সার্জেন্ট ট্রয় ঠিক করল, অগাস্টের শেষাশেষি অনুষ্ঠানটা করা হবে–প্রকাণ্ড বার্নটার ভেতর।

সে রাতে গরম পড়েছে বেজায়। সাপারে যোগ দিতে যাওয়ার পথে, গ্যাব্রিয়েল থেমে দাঁড়াল খড় ও গমের বড় বড় আটটা স্তূপ পরখ করতে। ঝড় হতে পারে, আর হলে আঢাকা সব কটা গাদার মারাত্মক ক্ষতি হবে।

ওখান থেকে বার্নে গেল সে। ফার্মকর্মীরা ইতোমধ্যে ভোজ পর্ব সেরে নাচ জুড়ে দিয়েছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল গ্যাব্রিয়েল, সার্জেন্ট ট্রয়ের সঙ্গে বাথসেবার যুগল নৃত্য যতক্ষণ না শেষ হলো। এবার শস্যস্তূপের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ে সাবধান করল ট্রয়কে। কিন্তু সে লোক ফুর্তিতে এতই মজে আছে, গ্যাব্রিয়েলের সাবধানবাণী তার মনে রেখাপাত করল না।

'বন্ধুরা,' বলল সে, 'তোমাদের জন্যে ব্র্যান্ডির ব্যবস্থা করেছি, আমার বিয়েটা যাতে সবাই মিলে মজা করে উদ্‌যাপন করতে পারি

ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড

'না, ফ্র্যাঙ্ক, ওদেরকে ব্র্যান্ডি খাইয়ো না,' মিনতি করে বলল বাথসেবা, 'ওদের অভ্যেস নেই।'

'বোকার মত কথা বোলো না তো!' ধমকাল ট্রয়। 'বন্ধুরা, মহিলাদেরকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়া যাক, কি বলো! তারপর আমরা পুরুষরা মিলে যত খুশি পান করব, নাচব-গাইব।'

ক্রুদ্ধ বাথসেবা বার্ন ত্যাগ করলে অন্যান্য মহিলারাও তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শীঘ্রি গ্যাব্রিয়েল নিজেও বার্ন ছাড়ল। পরে, বাথসেবার ভেড়াগুলো নিরাপদ আছে কিনা পাহারা দিতে গিয়ে লক্ষ করল, জানোয়ারগুলোকে ভয়ানক ত্রস্ত দেখাচ্ছে। এক কোণে জড়সড় হয়ে রয়েছে ওরা, সব কটার লেজ একই দিকে নির্দেশ করছে।

শেফার্ডের কাছে এর অর্থ, ঝড় আসন্ন। গ্যাব্রিয়েল শস্যের গাদা নিরীক্ষ করতে গেল আবারও। ফার্মের পুরো মৌসুমের ফসল, অন্তত সাড়ে সাতশো পাউন্ড যার দাম, নবদম্পতির খামখেয়ালীর কারণে স্রেফ বরবাদ হয়ে যাবে? কক্ষনো না, মনে মনে বলল গ্যাব্রিয়েল।

বার্নে ফিরে গেল ও, তার সহকর্মীরা ফসল ঢাকতে সাহায্য করবে কিনা জানার জন্যে। কিন্তু গিয়ে দেখল ওদের তখন বেহাল দশা, জবাব দেবে কি। ভোঁস-ভোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে মাতাল লোকগুলোর। ট্রয়সুদ্ধ ওরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ব্র্যান্ডি পানের প্রস্তাব ভদ্রতাবশত উপেক্ষা করতে পারেনি সাদাসিধে লোকগুলো, ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চুর হয়ে গেছে। হবেই, কেননা বীয়ারের চাইতে কড়া কোন পানীয়তে

অভ্যস্ত নয় যে তারা। এদের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করা বৃথা।

বর্ম ত্যাগ করে ফসলের মাঠে চলে এল গ্যাব্রিয়েল। ভারী ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিল সে দুটো স্তূপ, একাজের জন্যেই কার্মে রাখা থাকে কাপড়টা। বাকি ছটা গাদা ঢাকতে হলে খড় দিয়ে ছেয়ে দিতে হবে, কাজটা একার পক্ষে কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ

চাঁদ গা ঢাকা দিয়েছে, ধীর-হালকা বাতাস বইছে মুমূর্ষু রোগীর শ্বাসের মত শব্দ করে। মই বেয়ে উঠে, তিন নম্বর গাদাটার উঁচু চুড়োয় খড় বিছাতে শুরু করল গ্যাব্রিয়েল।

বিজলি চমকাচ্ছে আকাশে, কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ছে। হঠাৎ আলোয় আশপাশের প্রতিটা গাছ-পালা পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হলো গ্যাব্রিয়েলের, তারপর যেভাবে এসেছিল তেমনি সহসা আলোটা মিলিয়ে গিয়ে ওকে নিখাদ অন্ধকারে রেখে গেল। নিজের অবস্থাটা স্পষ্ট টের পাচ্ছে ও–ভয়ানক বিপজ্জনক। এত ওপর থেকে একবার পড়লে আর দেখতে হবে না। কিন্তু জানের মায়া করল না গ্যাব্রিয়েল। কি দাম আছে আমার জীবনের? ভাবল সে।

আরেকবার বিজলি ঝলসাতে দেখা গেল এক নারীমূর্তি ছুটে আসছে এদিকে। বাথসেবা নাকি?

'কে ওখানে? ম্যাম, তুমি?' অন্ধকার ভেদ করে শোনা গেল গ্যাব্রিয়েলের কণ্ঠ।

'তুমি কে?'

'গ্যাব্রিয়েল। খড় বিছাচ্ছি।'

'ওহ্, গ্যাব্রিয়েল! আমি ফসলের চিন্তায় ছুটে এসেছি। গাদাগুলোকে বাঁচানো যায় না? বাজের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে।

কাড়ল গ্যাব্রিয়েলের।

'তুমি বাসায় যাও,' সহানুভূতির সঙ্গে বলল গ্যাব্রিয়েল। 'আমি একাই পারব।'

'আমাকে দিয়ে কাজ না হলে চলে যাব,' বলল বাথসেবা।

'খুব হচ্ছে, কিন্তু তুমি ভীষণ ক্লান্ত। কম তো খাটোনি।'

'তোমার তুলনায় কিছুই না,' কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল বাথসেবা। 'তোমাকে অজস্র ধনাবাদ, গ্যাব্রিয়েল। সাবধান থেকো, পড়ে-টড়ে যেয়ো না যেন। আচ্ছা, আসি।'

আঁধারে মিশে গেল ও। আর স্বপ্নের ঘোরে কাজ করে চলল গ্যাব্রিয়েল। যখন বিয়ে হয়নি বাথসেবার, সামান্য হলেও আশা ছিল গ্যাব্রিয়েলের মনে, তখনও আজ রাতের মত এত আন্তরিকভাবে কথা বলেনি মেয়েটি ওর সঙ্গে।

বাতাস পাল্টে গিয়ে এখন জোরদার হয়েছে। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। ফসলের গাদার চূড়োয় কর্মব্যস্ত গ্যাব্রিয়েলের হঠাৎই মনে পড়ল, আট মাস আগে এই একই জায়গায় আগুনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছিল ও। আর এবার যুঝছে পানির সঙ্গে। তবে দু'বারই বিশেষ একজন নারীর হৃদয় জয় করার সাধ ছিল তার অন্তরে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যাকে ভালবেসেছে সে আগেও যেমন ওকে ভালবাসেনি, তেমনি এখনও বাসে না।

শেষ স্তূপটা ঢাকার পর যখন নিচে নামতে পারল গ্যাব্রিয়েল, তখন সকাল সাতটা বেজে গেছে। পরিশ্রান্ত যুবকটির সর্বাঙ্গ ভিজে একসা। বার্ন থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে, লক্ষ

করল সে। মন্থর গতিতে, শরীর টেনে টেনে যার যার বাসার দিকে চলেছে তারা। ট্রয় ছাড়া আর সবাইকে এজন্যে লজ্জিত দেখাল। কিন্তু ট্রয়ের লাজ-শরম বলতে কিছু নেই। শিস বাজাতে বাজাতে খোশমেজাজে ফার্মহাউজে প্রবেশ করল সে। এতগুলো লোকের কারও একবারও মনে হলো না, শস্যের স্তূপগুলোর কি দশা একটু দেখে আসি।

বাসায় ফিরছে, গ্যাব্রিয়েল দেখা পেল বোল্ডউডের।

'কেমন আছেন, স্যার?' জানতে চাইল।

'খুব বৃষ্টি হলো যা হোক। হ্যাঁ, ভাল আছি, ধন্যবাদ।'

'আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'কেমন? না, না, আমি ঠিকই আছি, ওক। আমার মনে কোন দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে!'

'সারা রাত ধরে আমাদের গাদাগুলো ঢেকেছি কিনা। জীবনে কখনোই এত খাটুনি খাটিনি। আপনারগুলো নিশ্চয়ই ঢাকা ছিল, স্যার?'

'না।' বোল্ডউড খানিক নীরবতার পর যোগ করলেন, 'কি যেন জানতে চাইলে?'

'জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার শস্যের গাদাগুলো ঢাকা ছিল তো?'

'না, ছিল না। ঢাকতে বলার কথা মনেই পড়েনি মনে হয় গম যা ছিল বৃষ্টিতে সবই পচে যাবে।'

'মনেই পড়েনি,' আপন মনে পুনরাবৃত্তি করল গ্যাব্রিয়েল। মুহূর্তের ভুলে এলাকার সবচাইতে সতর্ক ফার্মার তাঁর সমস্ত ফসল

হারাবেন–কথাটা হজম করতে কষ্ট হলো ওর। ভদ্রলোক বাথসেবার প্রেমে পড়ার পর থেকে কেমন অন্যরকম হয়ে গেছেন।

বোল্ডউডকে আজ কথা বলার নেশায় পেয়েছে, ভারী বৃষ্টিপাতকে পরোয়াই করলেন না।

'ওক, তুমি তো জানো আমি সংসার পাততে চেয়েছিলাম।'

'জানি। আমাদের মালিকের সঙ্গে আপনার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল,' সহমর্মিতা ঝরল গ্যাব্রিয়েলের কণ্ঠে। 'কি করবেন, দুনিয়ার নিয়মই এই। আমরা চাই এক হয় আরেক।'

পোড় খাওয়া মানুষের মত নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত কথা বলার ভঙ্গি ওর।

'গ্রামবাসীরা আমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে,' হালকা রসিকতা করার কপট চেষ্টা করলেন বোল্ডউড।

'না, না, কি যে বলেন।'

'কিন্তু কি জানো, আমাদের বাক্‌দান হয়ইনি তো ভাঙার প্রশ্নই আসে না।' বোল্ডউড আয়াসসাধ্য শান্ত ভাব বজায় রাখতে ব্যর্থ হলেন। 'ওহ, গ্যাব্রিয়েল,' বলে উঠলেন, 'আমি একটা আস্ত গর্দভ, আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল!' সামান্য নীরবতার পর অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলেন ভদ্রলোক। 'আমি এখন ব্যাপারটা মেনে নিয়েছি। দুঃখ পেয়েছি বটে, কিন্তু এটাই সান্ত্বনা আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারেনি। আচ্ছা চলি, কেমন?'

চোদ্দ

গরমকাল কেটে শরৎ এল। অক্টোবরের এক সন্ধে। শনিবার। ক্যান্টারব্রিজ বাজার থেকে ঘোড়ায় চেপে ফিরছে বাথসেবা ও তার স্বামী।

'বুঝলে, ওরকম ভারী বৃষ্টি না হলে সহজেই দুশো পাউন্ড জিতে নিতে পারতাম,' বলল ট্রয়। 'যে ঘোড়াটার ওপর বাজি ধরেছিলাম সেটা কাদায় পা পিছলে পড়ে গেল। এমন পোড়া কপাল আমার!'

'কিন্তু, ফ্র্যাঙ্ক,' বিরস কণ্ঠে বলল বাথসেবা, 'ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরে গত একমাসে কত টাকা খুইয়েছ সে খেয়াল আছে? আমার টাকা এভাবে নয়-ছয় করাটা মোটেও উচিত কাজ হচ্ছে না। তোমাকে কথা দিতে হবে, এই সোমবারের রেসে তুমি যাবে না।'

'আমার যাওয়া না যাওয়ায় কি এসে যায়। সোমবারের রেসে তেজী এক ঘোড়ার ওপর বাজি ধরা তো হয়েই গেছে। মন খারাপ কোরো না, বাথসেবা। আগে যদি জানতাম তুমি টাকার ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতে, ভুলেও তাহলে–'

বাক্যটা শেষ করল না ট্রয়। ঠিক এমনি সময় এক মহিলাকে

এদিকে হেঁটে আসতে লক্ষ করল ওরা। আঁধার ঘনিয়ে এলেও, আগন্তুকের পরনের মামুলী পোশাক ওদের নজরে পড়ল ঠিকই।

'স্যার, বলতে পারেন ক্যাস্টারব্রিজ ওয়র্কহাউজটা কতক্ষণ খোলা থাকে?' মেয়েটির কণ্ঠে গভীর ব্যথা উথলে উঠল।

ট্রয় রীতিমত চমকিত, কিন্তু জবাব দেয়ার আগে মুখটা আড়াল করল।

'আমার জানা নেই।'

মহিলা ওর গলা শুনে মুখ তুলে চাইল। তার মুখের চেহারায় যন্ত্রণা ও আনন্দের দ্বৈত অনুভূতি। হঠাৎই ডাক ছেড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মেয়েটি। চেতনা লোপ পেয়েছে ওর।

'আহা বেচারী!' কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ পেল বাথসেবার। 'কি হলো দেখা দরকার।' নামতে গেল সে ঘোড়া থেকে।

'নেমো না,' আদেশ করল ট্রয়। লাফিয়ে নেমে পড়ল নিজে। 'এক কাজ করো, পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। আমার ঘোড়াটাকেও নিয়ে যাও। আমি এখুনি আসছি।'

টুঁ শব্দটি করল না বাথসেবা, অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করল।

ট্রয় মাটি থেকে তুলে নিল মহিলাটির অচেতন দেহ।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি দূরে কোথাও চলে গেছ, কিংবা মারা গেছ!' অদ্ভুত কোমল ওর কণ্ঠস্বর। 'আমাকে চিঠি লেখোনি কেন ফ্যানি?'

'ভয়ে।'

'সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু আছে? নেই? এগুলো রাখো, খুব বেশি কিছু নয় অবশ্য। আমার স্ত্রীর কাছে এমুহূর্তে পয়সা চাওয়াও যাচ্ছে না।'

মহিলা নিরুত্তর।

'শোনো,' কথার সুতো ধরল ট্রয়। 'আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। তুমি ক্যাস্টারব্রিজ ওয়র্কহাউজে যাচ্ছ, তাই না? কাল পর্যন্ত একটু কষ্ট করে ওখানে থেকে যেয়ো, তারপর দেখি ভাল কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। সোমবার সকাল দশটায় তোমার সাথে দেখা করব আমি। শহরে ঢুকতে যে সেতুটা পড়ে ওখানে থেকো। দেখি টাকার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। চলি!'

পাহাড় চূড়ো থেকে বাথসেবা দেখতে পেল, মহিলাটি ধীর পায়ে ক্যাস্টারব্রিজের উদ্দেশে চলেছে। ট্রয় শীঘ্রি যোগ দিল স্ত্রীর সঙ্গে। সাঙ্ঘাতিক বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'কে মহিলাটা?' স্বামীর মুখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে জানতে চাইল বাথসেবা।

'তেমন কেউ না,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল ট্রয়।

'তুমি চেন ওকে।'

'যা খুশি ভাবতে পারো!' বলল ট্রয়। নীরবে অশ্বচালনা করছে দু'জনে।

ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত ফ্যানির কাছে দু'মাইলকে বিশ মাইলের সমান দীর্ঘ লাগছে। খানিকদূর করে হাঁটছে ও, তারপর রাস্তার পাশে বসে পড়ে জিরিয়ে নিচ্ছে দু'দণ্ড। সারা রাত দৃষ্টি স্থির রাখল

ক্যাস্টারব্রিজের খুদে খুদে আলোর বিন্দুগুলোর প্রতি–ওটাই তো পথের শেষ তার।

পরদিন সকাল ছটা নাগাদ ওয়র্কহাউজের দরজায় আছড়ে পড়ল ওর দুর্বল দেহ। উপস্থিত লোকজন ভেতরে নিয়ে গেল অসুস্থ মহিলাটিকে।

বাথসেবা ও তার স্বামীর মধ্যে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধই রইল সেদিন সন্ধেয়। তার পরদিনও একই অবস্থা। কিন্তু রবিবার সাঁঝ লেগে এলে, সহসা চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল ট্রয়ের আচরণে।

'বাথসেবা, আমাকে বিশটা পাউন্ড দিতে পারো? পেলে খুব উপকার হত।'

'ও, কালকের রেসের জন্যে, তো?' হতাশ কণ্ঠে বলল বাথসেবা। 'ফ্র্যাঙ্ক, মনে পড়ে মাত্র ক'সপ্তা আগেও আমি তোমার সবচাইতে প্রিয় ছিলাম? এসব বাজি ধরে কি লাভ, আনন্দের চেয়ে উদ্বেগটাই যেখানে বেশি? বলো, তুমি আর জুয়া খেলবে না। কথা দাও, ফ্র্যাঙ্ক!'

বাথসেবার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানা বেশিরভাগ পুরুষকেই জুয়াখেলা ছাড়তে প্ররোচিত করবে। বিয়ের আগে হলে এমনকি ট্রয়কেও করত। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, বাথসেবাকে সে আর আগের মত ভালবাসে না, তো ওর মন রক্ষা করতে যাবে কেন।

'টাকাটা রেসের জন্যে চাইছি না,' বলল ট্রয়। 'শোনো, বাথসেবা, আমাকে টাকার কষ্ট দিয়ো না। এর জন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে।'

'হবে কি, হচ্ছেই তো,' জবাব দিল বাথসেবা। 'তুমি আমাকে আর আগের মত ভালবাস না।'

'বিয়ের পর কেউই বাসে না। আমার ধারণা তুমি আমাকে ঘৃণা করো।'

'তোমাকে না। বলো তোমার দোষগুলোকে।'

'তাহলে দোষগুলো যেন না থাকে সে চেষ্টা করলেই পারো। বাথসেবা, আমরা আবার আগের মত বন্ধু হই এসো। আমাকে বিশটা পাউন্ড দাও প্লীজ।'

'বেশ, নাও।'

'ধন্যবাদ। কাল সকাল সকাল রওনা দেয়ার ইচ্ছা আমার।'

'না গেলে হয় না, ফ্র্যাঙ্ক? আমাকে একা ফেলে যেয়ো না! একটা সময় আমাকে তুমি ডার্লিং বলে ডাকতে। আর এখন আমার সময় কিভাবে কাটে না কাটে তুমি তার খোঁজও রাখো না।'

'যাই,' বলে ঘড়ি বের করল ট্রয়। ঘড়ির কেসের পেছনটা খুলল সে। বাথসেবা লক্ষ করছিল, ভেতরে এক গুচ্ছ চুল দেখতে পেল সে।

'ওটা কার চুল, ফ্র্যাঙ্ক?'

চট করে কেসটা লাগিয়ে দিল ট্রয়।

'কার আবার, তোমার,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল। 'ভুলেই গেছিলাম এটার কথা।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ, ফ্র্যাঙ্ক। ওটার রং হলদেটে। আমার চুল কালো।'

'বেশ, শুনবেই যদি তো শোনো। তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে আমার অন্য একজনকে বিয়ে করার কথা ছিল। চুলটা তার।'

'কি নাম তার? মেয়েটা বিবাহিতা?'

'নাম বলা যাবে না, তবে বিবাহিতা নয়।'

'বেঁচে আছে? দেখতে কেমন? সুন্দর?'

'দুটো প্রশ্নের জবাবই হ্যাঁ।'

'যার চুলের রং ওরকম, সে সুন্দর হয় কিভাবে?'

'যে দেখেছে সে-ই ওর চুলের প্রশংসা করেছে। অপূর্ব চুল! হিংসে কোরো না, বাথসেবা।'

'তোমাকে ভালবাসার এই প্রতিদান দিলে!' তিক্ততায় ছেয়ে গেল বাথসেবার অন্তর। 'আমার ভালবাসাকে অপমান কোরো না, ট্রয়। কেন অন্য মেয়েমানুষের স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছ তুমি? দোহাই তোমার, চুলের গোছাটা পুড়িয়ে ফেলো, ফ্র্যাঙ্ক।'

'আমি একজনের কাছে দায়বদ্ধ,' বলল ট্রয়। 'অতীতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে। তোমার সাথে সম্পর্ক থাকল কি থাকল না তার চাইতে ওটা অনেক বেশি জরুরী। যদি বলতে চাও আমার সাথে বিয়ে হওয়াতে তোমার অনুশোচনা হচ্ছে, তবে ও কথা আমিও বলতে পারি!!'

'ফ্র্যাঙ্ক, আমার অনুশোচনা তখনই হবে, তুমি যদি আমার চাইতে আর কাউকে বেশি ভালবাস,' গলা বাষ্পরুদ্ধ বাথসেবার। 'বুঝতে পারছি তুমি ওই সুন্দর চুলের মেয়েটাকে পছন্দ করো। হ্যাঁ, স্বীকার করছি চুলটা সত্যিই সুন্দর। কাল রাতে রাস্তায় ওর

সাথেই দেখা হয়েছিল আমাদের, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওর সাথেই। এখন খুশি তো?'

'সব কথা আমাকে এখনও কিন্তু বলোনি তুমি। বলো প্লীজ,' স্বামীর মুখের দিকে সরাসরি চাইল বাথসেবা। 'কোনদিন কারও কাছে করুণা ভিক্ষা করতে হবে ভাবিনি, আজ এমনই দুরবস্থা আমার!'

'যতসব বাড়াবাড়ি!' রুক্ষ স্বরে বলল ট্রয়, তারপর ঘর ত্যাগ করল।

গভীর হতাশায় ডুবে গেল বাথসেবা। স্বাধীনচেতা নারী হিসেবে ওর সমস্ত অহঙ্কার নিমেষে চুরমার হয়ে গেছে। মাটিতে মিশে গেছে সে। হুট করে এ লোকের প্রেমে মজে, বিয়ে করে বসাটা যে কত বড় ভুল হয়েছে এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ট্রয়কে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি, ওকে আসলে বিশ্বাস করা যায় না।

পরদিন সকালে সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়ল ট্রয়। বাথসেবা বাগানে পায়চারি করছিল, এসময় গ্যাব্রিয়েল ওক আর মি. বোল্ডউডকে রাস্তায় দেখতে পেল। কোন বিষয়ে আলোচনায় নিমগ্ন তারা। জোসেফ পুয়োরগ্রাস আপেল তুলছিল, তাকে ডাকল ওরা। একটু পরেই, বাথসেবার বাসায় আসার রাস্তায় দেখা গেল জোসেফকে।

'কি ব্যাপার, জোসেফ?' উৎসুক বাথসেবার প্রশ্ন।

'একটা দুঃসংবাদ আছে, ম্যাম। ফ্যানি রবিন মারা গেছে। ক্যাস্টারব্রিজের ওয়ার্কহাউজে।'

'বলো কি! কি হয়েছিল ওর?'

'জানি না, ম্যাম। তবে চিরকালই তো দুবলা-পাতলা ছিল। মি. বোল্ডউড মালগাড়ি পাঠাবেন লাশ আনিয়ে কবর দেয়ার জন্যে।'

'তা কেন, মি. বোল্ডউড শুধু শুধু ঝামেলা করবেন কেন। ফ্যানি আমার চাচার মেইড ছিল, আমারও। আহা বেচারী কিনা ওয়র্কহাউজে মারা গেল! তুমি বিকেলে নতুন গাড়িটা নিয়ে ক্যান্টারব্রিজ যাচ্ছ লাশ আনতে, মি. বোল্ডউডকে কথাটা জানিয়ে দাও। আর হ্যাঁ, গাড়িতে করে ফুল নিয়ে যেয়ো। ওয়র্কহাউজে কদ্দিন ছিল বেচারী?'

'একদিন মাত্র, ম্যাম মরো মরো অবস্থায় রোববার সকালে গিয়ে পৌঁছয়। ওয়েদারবারি পাড়ি দিয়েছে পায়ে হেঁটে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুহূর্তে বাথসেবার মুখের চেহারা।

'ওয়েদারবারি-ক্যান্টারব্রিজ রাস্তা দিয়ে গেছিল?' সাগ্রহে জবাব চাইল সে। 'ওয়েদারবারিতে কখন আসে ও?'

'শনিবার রাতে, ম্যাম।'

'ধন্যবাদ, জোসেফ, তুমি এখন যেতে পারো।'

পরে, সেদিন বিকেলে লিডির সঙ্গে কথা বলল বাথসেবা

'ফ্যানি রবিনের চুলের রং কেমন ছিল মনে আছে তোমার? আমি তো ওকে দু'একদিন মাত্র দেখেছি, সেভাবে লক্ষ করিনি।'

'মাথা ঢেকে রাখত ও, তবে খুব সুন্দর সোনালী চুল ছিল ওর।'

'ওর প্রেমিক তো সেনাবাহিনীর লোক ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, মি. ট্রয় চেনেন।'

'কি বললে? মি. ট্রয় তোমাকে বলেছে সে কথা?'

'হ্যাঁ। ফ্যানির প্রেমিককে চেনেন কিনা একদিন জানতে চাই আমি, বললেন নিজের চাইতে কম চেনেন না তাকে।'

'অনেক হয়েছে, লিডি!' বাথসেবা বলে উঠল। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা স্বভাববিরুদ্ধ রুক্ষতা এনে দিয়েছে ওর ব্যবহারে।

পনেরো

সেদিন বিকেল। জোসেফ পুয়োরগ্রাস ক্যাস্টারব্রিজ থেকে ফ্যানির কফিন বয়ে আনছে। পেছনে মালগাড়িতে শবদেহটা থাকায় খানিকটা ভয়-ভয় করছে ওর। আর আজ কুয়াশাও পড়েছে জেঁকে। বীয়ার পান করবে ভেবে এক পাবে গাড়ি থামাল সে, ওখানে দেখা হয়ে গেল লবন টল ও জ্যান কোগ্যানের সঙ্গে।

গ্যাব্রিয়েল ওক ওদের তিনজনকে বেহুঁশ অবস্থায় আবিষ্কার করল দু'ঘণ্টা বাদে। জোসেফের সাধ্য নেই গাড়ি চালায়, তাই গ্যাব্রিয়েল নিজেই চালিয়ে নিয়ে চলল ওয়েদারবারির উদ্দেশে। গাঁয়ে ঢোকার মুখে, ভিকার থামাল ওকে

'এখন আর দাফন-কাফনের সময় নেই,' বলল ভিকার। 'কালকে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'গির্জায় কফিনটা পৌঁছে দিই, কি বলেন, স্যার?' প্রস্তাব রাখল গ্যাব্রিয়েল, সে চাইছে না বাথসেবা লাশ দেখুক।

কিন্তু না চাইলে কি হবে, বাথসেবা ঠিক তখুনি স্বয়ং হাজির হয়ে গেল।

'না, গ্যাব্রিয়েল,' বলল সে। 'বেচারী শেষবারের মত নিজের

বাসায় রাতটা কাটিয়ে যাক। কফিনটা বাড়িতে নিয়ে এসো।'

ছোট এক সিটিং-রুমে কফিন বয়ে আনার পর, একা হয়ে পড়ল গ্যাব্রিয়েল। চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে তার। বাথসেবা শীঘ্রিই সাঙ্ঘাতিক সত্যটা জেনে ফেলবে। কিন্তু হঠাৎই মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল ওর। কফিনের ঢাকনায় লেখা শব্দগুলো পড়ল একবার ও–'ফ্যানি রবিন ও তার সন্তান।'

একখানা কাপড় দিয়ে সযত্নে শেষের শব্দ তিনটে মুছে দিল গ্যাব্রিয়েল। তারপর নিঃশব্দে কামরা ত্যাগ করল।

বাথসেবা এখন অদ্ভুত এক মানসিকতার শিকার। ভীষণ একা আর বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে। তবে স্বামীকে এখনও ভালবাসে সে, তার অতীত সম্পর্কে যত উদ্বেগই থাকুক না কেন মনে স্বামীর ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে, এসময় লিডি দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

'ম্যাম, মারিয়ান এসে কি সব কথা বলছে...' সামান্য দ্বিধা করল লিডি। 'ওয়েদারবারির লোকজন নাকি যা তা কেচ্ছা রটাচ্ছে। আপনার নামে নয়, ফ্যানির নামে বলছে...' বাথসেবার কানে কানে কথাগুলো ভাঙল সে

আপাদমস্তক শিউরে উঠল বাথসেবার।

'আমি বিশ্বাস করি না!' চেঁচিয়ে উঠল। 'কফিনের ঢাকনায় একটাই নাম থাকার কথা।'

এরপর নীরব হয়ে গেল ও, এবং লিডি আলগোছে ঘর ত্যাগ করল। বাথসেবা উপলব্ধি করছে ট্রয় ও ফ্যানির মধ্যে সম্পর্ক ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে চায় সে।

কফিন রাখা হয়েছে, সে ঘরটিতে প্রবেশ করল বাথসেবা। তারপর তপ্ত দু'হাতে কপাল চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল।

'ফ্যানি, চুপ করে থেকো না, মুখ খোলো।' মন থেকে কামনা করছে বাথসেবা, কফিনে একাই আছে ফ্যানি। কিন্তু খচ্‌খচ করছে ভেতরটা।

কফিনের ঢাকনা তুলে স্বচক্ষে প্রমাণ নেবে ও।

একটু পরে, ঢাকনা খোলা কফিনের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। যা জানার জানা হয়ে গেছে।

টপ-টপ করে অশ্রু ঝরে পড়ছে ওর মা ও তার বাচ্চার মৃতদেহের পাশে। এ কান্না কাঁদছে বাথসেবা ফ্যানির জন্যে, এবং তার নিজের জন্যেও বটে। বাথসেবা যদিও ট্রয়কে আপন করে পেয়েছে, ফ্যানি পায়নি, কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিজয়িনী হয়েছে ওই ফ্যানিই। বাথসেবার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে মেয়েটা। তার জীবনের যাবতীয় দুঃসহ অভিজ্ঞতার জন্যে যেন দায়ী করছে ওকে।

বাথসেবা স্থান-কাল ভুলে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ফ্যানির ঠাণ্ডা মুখখানা ও হলদে চুলের দিকে, ট্রয় কোন্ ফাঁকে বাড়ি ফিরেছে টের পেল না। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল ট্রয়। কফিনে কার লাশ কোন ধারণাই নেই তার। ভাবতেই পারেনি, ফ্যানির লাশ আনা হতে পারে বাথসেবার বাসায়।

'কি হয়েছে? কে মারা গেছে?' প্রশ্ন করল।

বাথসেবা ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

'আমাকে যেতে দাও!' চিৎকার ছাড়ল।

'দাঁড়াও!' ওর বাহু আঁকড়ে ধরেছে ট্রয়, দু'জনে একসঙ্গে চোখ রাখল কফিনের ভেতর।

মা ও সন্তানকে দেখার পর কাঠ হয়ে গেল ট্রয়। ধীরে ধীরে কাঁধ ঝুলে পড়ল, মুখের চেহারায় ফুটে উঠল গভীর বেদনার ছাপ। বাথসেবা ওর ভাব পরিবর্তন কাছ থেকে লক্ষ করছিল, এতটা বিপর্যস্ত কখনও দেখায়নি ওকে। ট্রয় আস্তে করে হাঁটু গেড়ে বসল। ফ্যানিকে চুমো খাওয়ার জন্যে।

দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে উঠল বাথসেবা।

'না, ফ্র্যাঙ্ক, না, ওদের চুমো খেয়ো না। আমি ওর চেয়ে বেশি ভালবেসেছি তোমাকে। আমাকে চুমো খাও, ফ্র্যাঙ্ক। আমাকে চুমো খাও!'

ট্রয়কে বিভ্রান্ত দেখাল ক্ষণিকের জন্যে। অহঙ্কারী স্ত্রীর কাছ থেকে এধরনের ছেলেমানুষী আবদার আশা করেনি সে। কিন্তু পরক্ষণে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল একপাশে।

'তোমাকে চুমো খাব না আমি!' সাফ জানিয়ে দিল।

'কেন, ফ্র্যাঙ্ক?' আবেগ সামলাতে বেগ পাচ্ছে বাথসেবা। প্রশ্নটা করাই আসলে ভুল হয়ে গেছে ওর।

'আমি খারাপ লোক, কিন্তু আমার হৃদয়ে এই মেয়ের স্থান তোমার চাইতে অনেক অনেক গভীরে। কোনদিন তুমি আমার চোখে ওর সমান হতে পারবে না। কোন্ কুক্ষণে যে ওকে ছেড়ে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম!' এবার ফ্যানির মৃতদেহের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'এটুকু জেনো, ডার্লিং,' বলল, 'ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুমিই আমার প্রকৃত স্ত্রী।'

একথা শোনামাত্র, ক্রোধ ও হতাশার অনুচ্চ এক চিৎকার বেরিয়ে এল বাথসেবার মুখ দিয়ে।

'ও যদি তোমার আসল স্ত্রী হয়, তাহলে—আমি কি?'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছুই না,' নির্দয়ের মত বলল ট্রয়। 'ভিকারের সামনে একটা অনুষ্ঠান করলেই বিয়ে হয়ে যায় না। আমি নিজেকে তোমার স্বামী মনে করি না।'

বাথসেবা ওখান থেকে পালানোর জন্যে ছটফট করে উঠল। একটু পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে। সারা রাত আলখিল্লা মুড়ি দিয়ে বাইরে কাটাল। কবরস্থানে কখন কফিন নিয়ে যাওয়া হবে তার প্রহর গুণে গেল।

পরদিন সকালে, লোকেরা কফিন বয়ে নিয়ে গেলে বাসায় ফিরে এল বাথসেবা। ট্রয়কে যাতে এড়াতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক রইল। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, ওর স্বামী কাক ভোরে সেই যে বেরিয়ে গেছে, আর ফেরেনি।

ষোলো

বাথসেবা আগের রাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর, ট্রয় প্রথমে কফিনের ঢাকনা যথাস্থানে বসায়, তারপর ওপরতলায় গিয়ে শুয়ে শুয়ে রাত পোহানোর প্রতীক্ষা করতে থাকে।

আগেরদিন, সোমবার, পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় ফ্যানির জন্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেছে সে। বাথসেবার বিশ আর নিজের সাত, মোট সাতাশ পাউন্ড ফ্যানির হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছা ছিল তার। মেয়েটি না আসতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ট্রয়। তার মনে পড়ে যায় শেষবারের কথা–বিয়ের যে দিনটিতে গির্জায় যথাসময়ে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় ফ্যানি।

ওদিকে, ফ্যানিকে তখন ওয়র্কহাউজে কফিনে পোরা হচ্ছে, ট্রয়ের তা জানা ছিল না। ঘোড়ায় চেপে সোজা বাডমাউথের রেসের মাঠে হাজিরা দেয় সে। সারাটা বিকেল পাব করে ওখানে। কিন্তু মাথায় কেবলই ঘুরছিল ফ্যানির কথা, ফলে বাজি ধরার ঝুঁকি নেয়নি।

বাড়ি ফেরতা ট্রয়ের সহসা মনে হয়, হয়তো অসুখ-বিসুখ করে থাকতে পারে ফ্যানির, যেজন্যে আসতে পারেনি। চিন্তাটা

মাথায় ঘাই দিতে, ফার্মহাউজে খোঁজ নিতে যায়। ওখানে গিয়ে জানতে পারে ফ্যানি মারা গেছে।

মঙ্গলবার সকালে ট্রয় বিছানা ছেড়ে সোজা চার্চইয়ার্ডে চলে গেল। বাথসেবা কি ভাববে না ভাববে তার তোয়াক্কা করল না। শুধুমাত্র ফ্যানিকে সমাহিত করার ভাবনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে। পায়ে হেঁটে ক্যাস্টারব্রিজ এসে পৌছল সে। সাতাশ পাউন্ডের মধ্যে যথাসম্ভব ভাল দেখে এক সমাধিস্তম্ভের আদেশ দিল। এ টাকা কটাই এমুহূর্তে সম্বল ওর। বিকেলে জিনিসটা কবরে বসানো হবে, এ ব্যবস্থা করে সন্ধেবেলা ওয়েদারবারি ফিরে এল সে, ঝুড়ি ভর্তি ফুলের চারা সহ। নতুন সমাধিস্তম্ভ ইতোমধ্যে যথাস্থানে বসে গেছে। চার্চইয়ার্ডে কয়েক ঘন্টা একটানা খাটুনি দিল ট্রয়, কবরের নরম মাটিতে সযত্নে পুঁতে দিতে লাগল চারাগুলো। এক সময় বৃষ্টি শুরু হতে, গির্জায় রাত কাটাবে ঠিক করল সে–বাকি কাজটুকু সেরে ফেলবে সকালে।

তুমুল বৃষ্টি হলো সে রাতে, আর ভাঙা পাইপের কল্যাণে গির্জার ছাদ থেকে হড়হড় করে পানি পড়তে লাগল ফ্যানির কবরে। সবে কবর খোঁড়ার ফলে মাটি রয়ে গেছে কাঁচা, ফলে ছোটখাট এক কাদার ডোবায় পরিণত হলো গর্তটা। খানিক পরেই কবরের ওপর ভেসে উঠল চারাগুলো, তারপর একসময় বৃষ্টির পানিতে ভাসতে ভাসতে চলে গেল।

ট্রয়ের যখন ঘুম ভাঙল, তখনও ক্লান্ত-আড়ষ্ট তার দেহ। গির্জা ছেড়ে বেরিয়ে এল সে বাকি কাজটুকু সারার জন্যে। বৃষ্টি থেমে গেছে, শরতের লাল-সোনালী পাতার ফাঁক গলে সূর্যরশ্মি

ঝলকাচ্ছে। বাতাস উষ্ণ ও নির্মল।

হাঁটা ধরতে লক্ষ করল ট্রয়, কাদায় আর উদ্ভিদে ছেয়ে গেছে পথটা। এগুলো নিশ্চয়ই ওর রোপিত চারাগুলো নয়? বাঁক ঘুরতেই ভারী বর্ষণের কুফল নজরে এল তার।

আনকোরা স্মৃতিপ্রস্তরটা কাদামাখা, আর কবরের ভেতর এক অগভীর গর্ত, বৃষ্টির পানি যেখানে পুকুর তৈরি করেছিল। দেখা গেল কবর থেকে ভেসে গেছে বেশিরভাগ চারা।

অপ্রত্যাশিত এই দুর্ঘটনা ট্রয়ের মনে গভীর দাগ ফেলল। ফ্যানির মৃত্যুতেও এতখানি আঘাত পায়নি সে। মেয়েটির প্রতি তার ভালবাসার প্রমাণ দিতে চেয়েছিল ট্রয়। এখন দুঃখ হয়, বেঁচে থাকতে বেচারীকে কেন পাত্তা দেয়নি। অন্তরের বেদনা ও অপরাধবোধ থেকে ফুলগাছগুলো রোপণ করেছিল, এভাবে নিজের আবেগকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু ওর সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গেল! আবার যে নবোদ্যমে কাজ শুরু করবে তেমন মানসিকতাও নেই এমুহূর্তে। কবরটা যেমন আছে থাক, নীরবে চার্চইয়ার্ড ত্যাগ করল সে। এর একটু পরে, গাঁ ছাড়ল ট্রয়।

ওদিকে, বাথসেবা ছোট্ট এক ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে রইল এক দিন, এক রাত। লিডি ছাড়া আর কারও ঢোকার অনুমতি নেই ওখানে। খাবার-দাবার কিংবা কোন খবর পৌঁছে দেয়ার থাকলে লিডি যেতে পারে। অন্য সময় বাথসেবা দরজা বন্ধ করে রাখল, তার স্বামী যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য চলছে জানা আছে লিডির, কারণটা যদিও জানে না সে। বুধবার সকালে, বাথসেবার জন্যে

নাস্তা নিয়ে এল ও।

'যা বৃষ্টি হয়ে গেল রাতে, বাব্বাহ!' বলল লিডি।

'হ্যাঁ, চার্চইয়ার্ড থেকে কেমন অদ্ভুত শব্দ আসছিল শুনেছ?'

'গ্যাব্রিয়েল বলছে ছাদের ভাঙা পাইপ দিয়ে হয়তো পানি পড়েছে। ও দেখতে গেছে আসলে ব্যাপারটা কি। ম্যাম, ফ্যানির কবর দেখতে যাবেন চার্চইয়ার্ডে?'

'মি. ট্রয় রাতে বাড়ি ফিরেছিল?' সংশয় ফুটল বাথসেবার কণ্ঠে।

'না, ম্যাম, ফেরেননি। লবন টল নাকি তাঁকে বাডমাউথের দিকে হেঁটে যেতে দেখেছে।'

বাডমাউথ তো তেরো মাইল এখান থেকে! মুহূর্তে বুকের ওপর থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল বাথসেবার।

'হ্যাঁ, লিডি, যাব। একটু হাওয়া খেয়ে আসা দরকার,' বলল। 'ফ্যানির কবরটার কি হাল তাও দেখে আসা যাবে।'

বাথসেবা নাস্তা সেরে খোশমেজাজে চার্চইয়ার্ডে এসে হাজির হলো।

সদ্য খোঁড়া কবর আর আনকোরা, সুদৃশ্য সমাধিস্তম্ভটা নজর কেড়ে নিল তার। কিন্তু ওটা যে ফ্যানির কবর হতে পারে একবারও মাথায় এল না বাথসেবার। সাদামাঠা এক কবর খুঁজছে ওর চোখ। কিন্তু গ্যাব্রিয়েলকে নতুন সমাধিস্তম্ভের লেখা পাঠ করতে দেখে ও-ও এগিয়ে গেল সেদিকে।

'ফ্যানি রবিনের প্রেমময় স্মৃতির উদ্দেশে এই সমাধিস্তম্ভ স্থাপন করেছেন ফ্রান্সিস ট্রয়। ফ্যানি রবিন, মৃত্যু ৯ অক্টোবর, ১৮৬৬।

বয়স বিশ বৎসর।'

গ্যাব্রিয়েল উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বাথসেবার দিকে চাইল। কিন্তু এতটুকু বিপর্যস্ত দেখাল না যুবতীকে, আশ্চর্য রকম সংযত রেখেছে নিজেকে কবর ভরাট করতে আর ভাঙা পানির পাইপটা মেরামত করতে বলল সে গ্যাব্রিয়েলকে। মৃতার প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই প্রমাণ করতে, নিজ হাতে ফুলের চারা পুনরায় রোপণ করল বাথসেবা, সাফ করে দিল সমাধিপ্রস্তর, লেখাটা যাতে স্পষ্ট ভাবে পড়া যায়। তারপর ফিরে গেল বাড়িতে।

ট্রয় ওদিকে দক্ষিণমুখো হাঁটা দিয়েছে। ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারছে না সে। একটা ব্যাপারেই নিশ্চিত ও, দূরে চলে যেতে হবে ওয়েদারবারি থেকে। এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসতে সাগর চোখে পড়ল, সামনে মাইলের পর মাইল বিস্তার পেরেছে অসীম জলরাশি। মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল তার, ঠিক করল সাঁতার কাটবে। কাজেই উতরাই ভেঙে নেমে এল সে, তারপর সৈকতে পোশাক খুলে রেখে ঝাঁপ দিল সাগরে পানি শক্ত ফলে খানিকটা দূরে, গভীর পানিতে সাঁতরে চলে এল ও। কিন্তু একি! ওকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে পানি? ট্রয় যুগপৎ চমকিত আতঙ্কিত। হঠাৎই মনে পড়ল ওর বাডমাউথ উপকূলের কুখ্যাতির কথা। ফী বছর এখানে অনেক মানুষ সাঁতার কাটতে নেমে আর ওঠে না। ট্রয় নিজেও কি তাদের একজন হতে চলেছে? ও যতই প্রাণপণে সাঁতরাতে চেষ্টা করছে, প্রতিকূল স্রোত ততই জোর খাটিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। একটু পরেই ক্লান্ত-বে-দম হয়ে পড়ল সে।

হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমনিসময় ওর চোখে পড়ল খুদে এক নৌকা। ত্বরতর করে এক জাহাজের উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে ওটা। এক হাতে পানি কাটছে, অপর হাত উন্মত্তের মত নেড়ে গলা ফাটিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল ট্রয়। মাল্লারা ওকে দেখামাত্র, উদ্ধার করতে চলে এল নৌকা নিয়ে।

সতেরো

ট্রয় না ফেরাতে বাথসেবা খুশি-অখুশি কোনটাই হয়নি। ভবিষ্যতের আশা দেখতে পাচ্ছে না সে। ওর নিশ্চিত ধারণা, একদিন ঠিকই ফিরে আসবে ট্রয়, এবং ওর বাদবাকি সঞ্চয়টুকু উড়িয়ে দেবে। তখন আর খামারটা বিক্রি না করে উপায় থাকবে না।

ক্যাস্টারব্রিজ বাজারে গেছে এক শনিবারে, এক আগন্তুক বাথসেবাকে উদ্দেশ্য করে এগিয়ে এল।

'ম্যাম, একটা দুঃসংবাদ আছে,' বলল লোকটা।

সচকিত বাথসেবা মুখ তুলে চাইল।

'কি?'

'আপনার স্বামী মারা গেছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।' দম বন্ধ হয়ে এল বাথসেবার। চোখে আঁধার দেখছে, শরীর ছেড়ে দিল। কিন্তু মাটিতে পড়ল না সে। বোল্ডউড এক কোণে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ করছিলেন। ওর পতনোন্মুখ দেহটা দৌড়ে এসে ধরে ফেললেন তিনি।

'কি ব্যাপার খুলে বলুন তো,' অচেতন বাথসেবাকে বাহুতে

ধরে রেখে আগন্তুককে বললেন তিনি।

'পুলিস ওঁর স্বামীর পোশাক খুঁজে পেয়েছে সৈকতে। সে বাডমাউথে সাঁতার কাটতে নেমে ডুবে মারা গেছে।'

অদ্ভুত এক উত্তেজনার অভিব্যক্তি ফুটল বোল্ডউডের মুখের চেহারায়, তবে মুখে তালা এঁটে রইলেন তিনি। বাথসেবাকে বয়ে এনে হোটেলের এক কামরায় তুললেন, সুস্থবোধ না করা পর্যন্ত মেয়েটা বিশ্রাম নিক ওখানে

বাথসেবা যখন বাড়ি ফিরল তখনও দুর্বল আর বিভ্রান্ত সে ইতোমধ্যে লিডির কানেও পৌঁছে গেছে খবরটা।

'আপনার জন্যে শোক পোশাক তৈরি করাব, ম্যাম?' ঈষৎ দ্বিধা করে প্রশ্ন করল মেইড।

'না, লিডি। এখনই না। আমার ধারণা, ও বেঁচে আছে। আমার মন বলছে—ও নির্ঘাত বেঁচে আছে।'

কিন্তু পরের সোমবার স্থানীয় সংবাদপত্রে ট্রয়ের মৃত্যুসংবাদ ছাপা হলো। একজন স্বচক্ষে ওকে গভীর পানিতে হাবুডুবু খেতে দেখেছে। ওর কাপড়চোপড়, ঘড়ি এসব সমুদ্রতীর থেকে উদ্ধারের পর ফার্মহাউজে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বাথসেবার বদ্ধমূল ধারণা রয়ে যায় ট্রয় মারা যায়নি। কি ভেবে ঘড়ির কেসের পেছনটা খুলে একসময় সোনালী চুলের গোছাটা বের করল সে।

'ওরা দু'জনে দু'জনার ছিল,' আওড়াল আপন মনে। 'চিরদিন তাই থাকবে। আমি ওদের কাছে একটা পোকা বই আর কিছু ছিলাম না। ওই মেয়ের চুল আমি রাখতে যাব কেন?' আগুনে ধরতে গেল সে চুলের গুচ্ছটা। 'না, থাক, পুড়িয়ে কাজ নেই।

বেচারীর স্মৃতি থাকুক না, ক্ষতি কি?'

পুরোটা শরৎ আর শীতকাল শান্তিতে কাটল বাথসেবার ফার্মের কাজে তেমন একটা মন দেয় না সে আজকাল, ম্যানেজারির ভার সঙ্গত কারণেই চাপিয়ে দিয়েছে গ্যাব্রিয়েল ওকের ওপর এতদিন অস্থায়ী ছিল, এবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে এবং বেতন পাবে সে। অবশেষে গুণের কদর পেল যুবক। গ্যাব্রিয়েলের বরাত যেন খুলে গেছে সহসাই। বোল্ডউডেরও ইদানীং ফার্মের তদারকিতে মন নেই। তাঁর গম ও খড় বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। ওয়েদারবারির বাসিন্দারা তাঁর পরিবর্তন লক্ষ করে যেমন ব্যথিত তেমনি বিস্মিত। শীঘ্রিই কিছু একটা করা দরকার উপলব্ধি করে, মি. বোল্ডউড তাঁর ফার্ম সামলানোর ভারও অর্পণ করলেন গ্যাব্রিয়েলের হাতে। সুতরাং, এলাকার সবচেয়ে বড় দুটো ফার্মের ভাল-মন্দর দায় চেপে বসল গ্যাব্রিয়েলের চওড়া কাঁধে। ওদিকে দুই খামারের মালিকরা যার যার জনবিরল ফার্মহাউজে বসে-বসে, অলস সময় পার করে চলল।

কিছুদিন পর। মি. বোল্ডউড ইদানীং আবার স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, বাথসেবা দ্বিতীয় বিয়ে করলে তাঁকেই করবে মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ, ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। বাথসেবার প্রতি তাঁর ভালবাসাকে সযত্নে আড়াল করে রাখছেন, ভেবে রেখেছেন যথাসময়ে প্রস্তাব দেবেন ফের। কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ওকে বিয়ে করার জন্যে জানেন না, তবে আজীবন করতে হলেও

কিছুমাত্র আপত্তি নেই তাঁর।

সেই 'যথাসময়'-টির জন্যে পরের গরমকাল অবধি প্রতীক্ষা করতে হলো। এসময় ওয়েদারবারির লোকজনদের বড় এক অংশ গ্রীনহিলের বিশাল ভেড়ার হাটে যোগ দেয়।

গ্যাব্রিয়েল বাথসেবা ও বোল্ডউডের ভেড়াদের নিয়ে হাজির ওখানে, এবং হাজির তার দুই মনিবও। এবছর এক ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দল এখানে তাদের তাঁবু ফেলেছে। জনতার উদ্দেশে অশ্ব-চালনা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে তারা। বাথসেবার কর্মচারীদের বেশিরভাগ ইতোমধ্যে সার্কাস পার্টির তাঁবুতে মজা দেখতে ভিড় জমিয়েছে, এসময় বাথসেবা নিজেও সেখানে প্রবেশ করল।

তাঁবুর পেছনটায়, পর্দার অন্তরালে অশ্বারোহীরা অবস্থান নিয়েছে। তাদের একজন এইমাত্র পায়ে বুট গলাল। ইনি আর কেউ নন, স্বনামধন্য সার্জেন্ট ট্রয়।

উদ্ধার পাওয়ার পর, সেই জাহাজে নাবিকের কাজ নেয় সে। কিন্তু ভ্রমণ তার ধাতে সয়নি, তাই দেশে ফিরে আসে। বাথসেবার ফার্মে গিয়ে উঠতে মন চায়নি তার। কে জানে, বাথসেবা হয়তো ফার্ম চালাতে ব্যর্থ হবে, তখন স্ত্রীর দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে ট্রয়কে। তাছাড়া, ও ফিরে গেলেই যে স্ত্রী সাদরে বুকে টেনে নেবে তেমন আশা করারও সাহস নেই ট্রয়ের। সুতরাং আপাতত সে ঘোড়সওয়ার ও অভিনেতা হিসেবে নাম লিখিয়েছে সার্কাস পার্টিতে। আর তার দল গ্রীনহিলের মেলায় অংশ নিতে আসায়, তাকেও বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে ওয়েদারবারির এতটা কাছে।

পর্দার ফুটোয় চোখ রেখে দর্শকদের দেখতে গেছিল ট্রয়,

আরে! আঁতকে উঠল স্ত্রীকে তাদের মাঝে লক্ষ করে। রূপ আরও খুলেছে বাথসেবার। ওকে এ অবস্থায় দেখে হয়তো মুখ টিপে হাসবে মেয়েটা। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে হয়ে কিনা সার্কাসে ঢুকেছে!

তাঁবুর ভেতর ঘোড়ায় চেপে প্রবেশ করল ট্রয়। বিশেষভাবে সতর্ক থাকল যাতে স্ত্রীর দৃষ্টি থেকে মুখটা আড়াল থাকে, আর আলখিল্লা তো গায়ে চাপানো রইলই। দেখে মনে হলো না ট্রয়কে চিনতে পেরেছে বাথসেবা।

প্রদর্শনীর ইতি টানা হলে, আঁধারে গিয়ে দাঁড়াল ট্রয়। বিশাল তাঁবুটার একখানে খাদ্য-পানীয় সরবরাহ করা হচ্ছে, বাথসেবাকে ওখানে এক লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখল সে। স্বামীকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল মেয়েটা? রেগে আগুন হয়ে গেল ট্রয়। আড়ি পেতে ওদের কথোপকথন শুনতে হচ্ছে। কাজেই তাঁবুর বাইরে হাঁটু গেড়ে বসল ট্রয়। তাঁবুর মোটা কাপড়ে ছুরি দিয়ে এক ফুটো তৈরি করল, স্ত্রীর গতিবিধির ওপর যাতে নজর রাখতে পারে।

এইমাত্র বোল্ডউডের এনে দেয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল বাথসেবা। ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করছে সার্জেন্ট ট্রয়। রূপ তো কমেইনি বরং আরও খোলতাই হয়েছে বাথসেবার, মানে আমার বউয়ের–মনে মনে বলল ট্রয়। ও আর কারও নয়, শুধু আমার। খানিক বাদে, ট্রয় উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে হেঁটে চলে গেল। কি করবে কূল-কিনারা পাচ্ছে না।

ওদিকে আঁধার ঘনাতে বোল্ডউড প্রস্তাব করলেন, বাথসেবাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। এতে সানন্দে রাজি হলো মেয়েটি। ভদ্রলোকের প্রতি ভয়ানক সহানুভূতি তার। মধুর ব্যবহার করে

তাঁর ক্ষত যদি কোনভাবে সারিয়ে তোলা যায় মন্দ হয় না, এই মনোভাব বাথসেবার। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো এতে। বাথসেবার আন্তরিকতায় পুরানো প্রেম মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বোল্ডউডের।

'মিসেস ট্রয়,' নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ফস করে বলে বসলেন ভদ্রলোক, 'তুমি আবার বিয়ে করার কথা কি কিছু ভেবেছ?'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমার স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি কাজেই ওসব প্রশ্ন অবান্তর,' বিচলিত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'আমার মন বলে ও বেঁচে আছে।'

'তোমার কি জানা আছে, আইনে বলে, স্বামীর কথিত মৃত্যুর সাত বছর পর স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারে? তোমার বেলায় আর ছ'বছর বাকি। তখন কি আমি তোমাকে পেতে পারি?'

'জানি না। ছয় বছর অনেক লম্বা সময়। আপনার সাথে যে অন্যায় করেছি সেজন্যে আমার এখনও অনুশোচনা হয়, তাই-কথা দিচ্ছি আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইলে আমি আর কারও প্রস্তাবে সাড়া দেব না, তবে–'

'ছ'বছর পর তুমি আমার হবে, এটুকু কথা দাও–আমি আগেকার সব দুঃখ ভুলে যাব!' ভদ্রলোকের আশান্বিত চোখজোড়া চকচক করছে।

'কি করি? আপনাকে আমি ভালবাসি না, কিন্তু আমার মুখের কথায় যদি আপনি শান্তি পান, তাহলে বেশ–আমি–ভেবে দেখব–কথা দেয়া–যায় কিনা। বড়দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে

পারবেন তো?'

'পারব। তাহলে ওকথাই রইল, বড়দিনে কথা দিচ্ছ তুমি। আমি তদ্দিন আর এ ব্যাপারে তোমাকে জ্বালাতন করব না।'

বড়দিন যতই কাছিয়ে আসছে, উদ্বেগাকুল হয়ে পড়ছে বাথসেবা। একদিন সমস্যার কথা খুলে বলল সে গ্যাব্রিয়েলকে।

'ওঁর প্রস্তাবে রাজি হলে একটা কারণেই হব,' বলল বাথসেবা, 'আর তা হলো, রাজি না হলে ভদ্রলোক হয়তো পাগল হয়ে যাবেন। এমন আবেগপ্রবণ মানুষ! গর্ব করছি না, কিন্তু আমি জানি ওঁর ভবিষ্যৎ এখন আমার হাতের মুঠোয়। ওহ, গ্যাব্রিয়েল, আমি এখন কি করি বলো তো?'

'রাজি হয়ে গেলেই পারো। কেউ কিছু মনে করবে না। সমস্যা এখানেই, ভদ্রলোককে তুমি ভালবাসো না।'

'ওটাই আমার শাস্তি, গ্যাব্রিয়েল, ভ্যালেন্টাইনে ফাজলামি করার আক্কেল সেলামী।'

যা আশা করেছিল, গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে সুপরামর্শ পেয়েছে বাথসেবা। কিন্তু তাই বলে গ্যাব্রিয়েল এত শীতলভাবে নেবে ব্যাপারটা? ঈষৎ ক্ষুণ্ন হলো বাথসেবা ওর ওপর। লোকটা একবারও বলল না ওকে ভালবাসে, কিংবা এ-ও বলেনি ওর জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি। বললে বাথসেবা অবশ্য মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করত, কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের কি উচিত ছিল না ওকে এখনও ভালবাসে তা প্রকাশ করা?

আঠারো

ওয়েদারবারির বাসিন্দাদের সবার মুখে এক কথা। বড়দিন উপলক্ষে মি. বোল্ডউড না জানি কত বড় পার্টি দেবেন। অবশেষে এল সেই প্রতীক্ষিত দিনটি। বাথসেবা তৈরি হচ্ছিল পার্টিতে যোগ দেয়ার জন্যে।

'কেমন বোকা-বোকা লাগছে, লিডি,' বলল সে। 'পার্টিতে যেতে না হলেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু মি. বোল্ডউডকে কিছু বলিনি যখন, না গিয়ে উপায় নেই। আমার কালো রঙের সিল্কের ড্রেসটা দেবে?'

'আজ রাতে কালো কাপড় নাই বা পরলেন, ম্যাম। সাহেব মারা গেছেন তার তো চোদ্দ মাস হয়ে গেল।'

'না, লিডি, রঙচঙে ড্রেস পরলে লোকে বলবে আমি মি. বোল্ডউডকে উস্‌কাচ্ছি। দেখো তো, আমাকে কেমন লাগছে?'

'অপূর্ব, ম্যাম।'

'আমি না গেলে ভদ্রলোক দুঃখ পাবেন। ওহ্, এখন মনে হচ্ছে গত একটা বছরই ভাল ছিলাম। কোন আশা, আনন্দ, দুঃখ, ভয় কিচ্ছুই টের পাইনি।'

'মি. বোল্ডউড আপনাকে তাঁর সাথে পালাতে বললে কি করবেন, ম্যাম?' মিটিমিটি হাসি লিডির ঠোঁটে।

'ঠাট্টা করছ? ব্যাপারটা কিন্তু অত হালকা নয়। আপাতত অনেকদিন বিয়ে-টিয়ের কথা চিন্তাও করতে চাই না আমি। আমার আলখাল্লাটা দাও। যাওয়ার সময় হলো।'

নিজের ফার্মহাউজে, সেই একই সময়ে সাজপোশাক গায়ে চাপাচ্ছেন মি. বোল্ডউডও একটু আগে দর্জির দোকান থেকে আসা নয়া কোটটা গায়ে চড়াচ্ছিলেন তিনি। আজ রাতে নিজেকে ফিট্‌ফাট্ ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

ঠিক সে মুহূর্তে, গ্যাব্রিয়েল ব্যবসার কথা আলোচনা করতে ঘরে প্রবেশ করল।

'পার্টিতে আসছ তো, ওক?' বললেন বোল্ডউড।

'চেষ্টা করব। হাতের কাজ সময় মত গুছাতে পারলে চলে আসব,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল গ্যাব্রিয়েল। 'আপনাকে খুশি দেখে আমার ভাল লাগছে, স্যার।'

'হ্যাঁ, অনেক দিন পর মনটা ভাল লাগছে আজ। তবে কতক্ষণ ভাল লাগবে কে জানে। ওক, দেখেছ আমার হাত কাঁপছে? কোটের বোতামগুলো একটু লাগিয়ে দেবে?' গ্যাব্রিয়েল ওঁর সাহায্যে এগিয়ে আসতে জ্বরাক্রান্তের মত বকে চললেন বোল্ডউড, 'ওক, মেয়েরা কথা দিয়ে কথা রাখে তো? তুমি তো আমার চাইতে মেয়েদের বেশি চেনো—বলো না।'

'মেয়েদের মন বোঝার সাধ্য আমার এ যাবৎ হয়নি। তবে কেউ যদি নিজের ভুল শুধরাতে চায়, তাহলে কথা রাখতেও

পারে।'

'রাখবে,' ফিসফিস করে বললেন বোল্ডউড। 'ট্রয়ের নিরুদ্দেশ হওয়ার সাত বছর পেরোলে, ও আমাকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারবে—নিজের মুখে বলেছে।'

'সাত বছর বড় লম্বা সময়,' মাথা নেড়ে বলল গ্যাব্রিয়েল।

'সাত বছর তো না আসলে!' অসহিষ্ণুর মত বলে উঠলেন বোল্ডউড। 'আর পাঁচ বছর নয় মাস কয়েক দিন।'

'ওর কথায় ভরসা রাখবেন না, স্যার। মনে নেই, আপনাকে আগেও একবার ঠকিয়েছে। তাছাড়া ওর বয়সও তো কম।'

'আগেরবার কোন কথা দেয়নি, ফলে কথা রাখেনি তা বলা যাবে না। আমার বিশ্বাস আছে ও কথা রাখবে। যাকগে, ব্যবসার কথায় আসি। তুমি যেভাবে খাটছ আমার ফার্মে, তোমাকে আরও বড় শেয়ার দেব ঠিক করেছি। তাছাড়া তোমার গোপন কথা তো আমি কিছু কিছু জানি। তুমি নিজেও ওকে পছন্দ করো, কিন্তু তারপরও আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াওনি। তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ।'

'ছি, ছি,' গ্যাব্রিয়েল অপ্রস্তুত। 'এসব কি বলছেন? আমি আসলে না পাওয়ার কষ্টটাকে মেনে নিয়েছি।' বোল্ডউডের অস্বাভাবিক আচরণে বিব্রত গ্যাব্রিয়েল কামরা ত্যাগ করল।

বোল্ডউডের বাড়ির বাইরে এক দল লোকের জটলা। অনুচ্চ স্বরে কথা বলছে তারা।

'আজ বিকেলে ক্যান্টারব্রিজে দেখা গেছে সার্জেন্ট ট্রয়কে,' বিলি স্মলবারি বলল। 'সবাই জানে তার লাশ পাওয়া যায়নি।'

'মিসকে জানাব না আমরা?' লবন টল প্রশ্ন করল। 'বেচারী! কী ভুলটাই না করেছে লোকটাকে বিয়ে করে!'

এসময় বোল্ডউড ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গেটের উদ্দেশে হাঁটা দিলেন। আঁধারে দাঁড়ানো লোকগুলোকে লক্ষ করলেন না তিনি।

'কখন আসবে আমার জান!' জপছেন মনে মনে। 'এত দেরি করছে কেন!'

একটু পরে রাস্তায় চাকার শব্দ হলো। বাথসেবা এসে পৌঁছেছে। বোল্ডউড তাকে সাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। দরজা লেগে গেল তাঁদের পেছনে।

'ভদ্রলোক এখনও এত ভালবাসেন ওঁকে ভাবতেই পারিনি!' মন্তব্য করল বিলি।

'মি. বোল্ডউড খবরটা সইতে পারবেন না,' জ্যান কোগ্যান বলল। 'মিসকে জানাতে হবে তাঁর স্বামী এখনও বেঁচে আছে। তবে কথাটা সময় বুঝে বলতে হবে।'

কিন্তু সেই উপযুক্ত সময় আর কখনোই এল না। বাথসেবা আগে ভাগেই ঠিক করে রেখেছিল, এক ঘণ্টা পর বিদায় নেবে পার্টি থেকে। সে রওনা দেয়ার তোড়জোড় করছে, এমনিসময় বোল্ডউড তাকে ওপরের এক কামরায় একা পেলেন।

'মিসেস ট্রয়, কোথায় যাচ্ছ?' বললেন, 'পার্টি তো সবে শুরু হলো।'

'আমার বাড়ি যেতে মন চাইছে।' জানাল বাথসেবা। 'ভাবছি হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই।'

'তুমি জানো নিশ্চয়ই আমি কেন এসেছি?' প্রশ্ন করলেন মি. বোল্ডউড।

বাথসেবার দৃষ্টি আনত মেঝের দিকে।

'পাচ্ছি তো?' মি. বোল্ডউড জবাব চাইলেন।

'কি পাচ্ছেন?' বুঝেও না বোঝার ভান করল বাথসেবা।

'তোমার প্রতিশ্রুতি। ভালবাসা নয়, পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক কামনা করি আমি তোমার সাথে। তুমি কথা দেবে বলেছিলে, পাঁচ-ছ'বছর পর আমাকে বিয়ে করবে। আর তোমার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার আমি দাবি করতেই পারি।'

'আমি ও ব্যাপারে কিছুই ভাবছি না,' ইতস্তত করার পর জবাব দিল বাথসেবা। 'কিন্তু কথা যদি দিতেই হয়, দেব-অবশ্য সত্যিই যদি বিধবা হই আমি।'

'তারমানে পৌনে ছয় বছর পর আমাকে বিয়ে করবে তুমি?'

'ভাবতে দিন। আমি আর কাউকে বিয়ে করব না। ওহ্, কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার। ফ্র্যাঙ্ক কি আসলেই মারা গেছে? কোন উকিলের সাথে আলাপ করা দরকার!'

'আমাকে কথা দাও, তাহলে আমিও এ ব্যাপারটা নিয়ে আর খোঁচাব না। এখনই বাক্‌দান হয়ে যাক-বিয়ে পরে হবে। ওহ্, বাথসেবা, কথা দাও তুমি আমার হবে।' ভদ্রলোক পাণি প্রার্থনা করে চললেন, আত্মসম্মান বিকিয়ে দিচ্ছেন কিনা সে খেয়াল করলেন না। 'আমি সেই কবে থেকে তোমাকে ভালবাসি।'

'বেশ,' খানিক পরে বলল বাথসেবা, 'ছ'বছর পর আমরা দু'জনই যদি বেঁচে থাকি আর আমার স্বামী যদি না ফেরে তাহলে

আমাদের বিয়ে হবে।'

'তাহলে এই আংটিটা পরো,' হীরের এক আংটি পকেট থেকে বেরোল বোল্ডউডের।

'না, না, আংটি পরলে লোকে জেনে যাবে।' সভয়ে বলে ওঠে বাথসেবা।

'শুধু আজ রাতের জন্যে পরো, আমাকে খুশি করার জন্যে!'

বাথসেবা আর কি বলবে, নেতিয়ে পড়া হাতটা বাড়িয়ে দিল। মি. বোল্ডউড ওর আঙুলে আংটি পরিয়ে তবে ঘর ছাড়লেন।

ক'মিনিট বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলো বাথসেবার। গায়ে আলখিল্লা চড়িয়ে নিচে নেমে এল সে। থমকে দাঁড়াল সিঁড়ির গোড়ায়। বোল্ডউড আগুনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, এক দল গ্রামবাসী নিজেদের মধ্যে গুজুর-গুজুর করছে লক্ষ করেছেন ভদ্রলোক

'কি ব্যাপার বলো তো?' খুশিয়াল কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি। 'এত ফুসুর-ফুসুর কিসের? কেউ বিয়ে-শাদী করল, না কেউ মারা গেল?'

'একজন মরলেই খুশি হতাম আমি,' হিসহিস করে বলল লবন টল।

'বুঝলাম না,' বললেন বোল্ডউড। 'কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো, টল।'

সে মুহূর্তে, সদর দরজায় টোকা পড়তে জনৈক অতিথি খুলে দিল ওটা।

'এক লোক মিসেস ট্রয়ের খোঁজ করছে,' জানাল সে।

'ভেতরে আসতে বলো,' বোল্ডউড বললেন।

আমন্ত্রণটা কানে যেতে, আলখিল্লায় চোখের নিচ অবধি ঢাকা এক মানব মূর্তি দোরগোড়ায় উদয় হলো। যারা জানে ট্রয়কে এলাকায় দেখা গেছে, তারা মুহূর্তে চিনে ফেলল। কিন্তু বোল্ডউড চেনেননি।

'আসুন,' ভদ্রলোক ডাকলেন আগন্তুককে, 'আমাদের সাথে গলা ভেজান।'

ট্রয় কামরায় প্রবেশ করে এক ঝটকায় আলখিল্লা খুলে ফেলল। সরাসরি বোল্ডউডের উদ্দেশে চাহনি হানছে সে। কিন্তু যতক্ষণ না সে অট্টহাসি হেসে উঠল, বোল্ডউড বুঝতে পারলেন না এ লোকই একদা তাঁর সুখ-শান্তি হারাম করেছিল, এবং এখন আবার ফিরে এসেছে তাঁর পরম আরাধ্য ধনটিকে কেড়ে নিতে।

বাথসেবার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ট্রয়। সিঁড়ির শেষ ধাপটিতে ধপাস করে বসে পড়েছে সে। মুখ নীলচে আর শুকনো তার, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি।

'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, বাথসেবা,' বলল ট্রয়।

বাথসেবা নির্বাক।

'এসো আমার সাথে। কি, শুনতে পাচ্ছ না?' এগিয়ে গেল ট্রয় স্ত্রীর উদ্দেশে।

অচেনা, চিকন আর হতাশায় মুহ্যমান এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে।

'বাথসেবা, স্বামীর সাথে যাও!' বললেন বোল্ডউড।

বাথসেবার নড়ার ক্ষমতা নেই। ট্রয় ওর দিকে বাহু প্রসারিত করতে, সচকিত অস্ফুট আর্তনাদ করে পেছনে ঢলে পড়ল মেয়েটি।

মুহূর্ত পরে, কানে তালা লাগানো এক শব্দ উঠল, ।র তারপর ঘর ভরে গেল ধোঁয়ায়। বাথসেবার আর্তচিৎকারে বোল্ডউডের হতাশা রূপ পায় ক্রোধে। ফায়ারপ্লেসের ওপরের দেয়ালে অস্ত্র ঝোলানো ছিল। ওটা পেড়ে নিয়ে ট্রয়কে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছেন ভদ্রলোক। লোকটা যার ফলে দড়াম করে মেঝেতে পড়ে নিথর হয়ে গেছে। বোল্ডউড নিজের উদ্দেশে অস্ত্র তাক করতে তাঁর এক কর্মচারী কোনমতে থামাল।

'কোন লাভ নেই,' শ্বাসের ফাঁকে বললেন বোল্ডউড। 'মরার আরও রাস্তা আছে।'

কামরার এপ্রান্তে এসে বাথসেবার হাতে চুমো খেলেন। তারপর কেউ বাধা দিতে পারার আগেই মিশে গেলেন বাইরের অন্ধকারে।

উনিশ

গুলির ঘটনার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বোল্ডউডের বাড়িতে এসে হাজির হলো গ্যাব্রিয়েল। গ্রামবাসী ঘটনার আকস্মিকতায় থ বনে গেছে, কিন্তু বাথসেবা মেঝেতে বসে কোলে তুলে নিয়েছে ট্রয়ের মাথা।

'গ্যাব্রিয়েল,' বলল সে। 'জানি লাভ হবে না, কিন্তু ক্যাস্টারব্রিজ থেকে একজন ডাক্তার আনতে পারো কিনা দেখো। মি. বোল্ডউড আমার স্বামীকে গুলি করেছেন।'

তখুনি আদেশ পালন করল গ্যাব্রিয়েল। সে ঘোড়া চালনা করছে, দুর্ঘটনাটা নিয়ে এতটাই মগ্ন, আঁধারে এক লোক ক্যাস্টারব্রিজের রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে চোখ এড়িয়ে গেল ওর। এ লোক মি. বোল্ডউড। অপরাধের স্বীকারোক্তি করার উদ্দেশে ক্যাস্টারব্রিজ রওনা হয়েছেন তিনি।

বাথসেবার আদেশে তার বাড়িতে ট্রয়ের মৃতদেহ বয়ে আনা হলো। বাথসেবা নিজ হাতে স্বামীর লাশকে গোসল করিয়ে, পোশাক পরিয়ে সৎকারের জন্যে তৈরি রাখল। কিন্তু ডাক্তার, ভিকার ও গ্যাব্রিয়েল এলে পরে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাল সে, হঠাৎই

গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার ওকে বিছানায় পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিল। বাথসেবা শয্যাশায়িনী হয়ে রইল ঝাড়া কয়েক মাস।

মার্চে বোল্ডউডের বিচারের রায় দেয়া হলো। হত্যাকাণ্ডের স্বাভাবিক শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ওয়েদারবারির বাসিন্দারা প্রবল প্রতিবাদ তুলল—বোল্ডউডকে ফাঁসি দেয়া চলবে না। গ্রামবাসীরা তো নিজের চোখেই দেখেছে লোকটার আমূল পরিবর্তন। খামারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন বোল্ডউড, আগের বছরের ফসলহানির ঘটনাও তাঁকে সেভাবে স্পর্শ করেনি। আর তাঁর বাড়িতে সুদৃশ্য মোড়কসমৃদ্ধ বেশ কিছু পার্সেল পাওয়া গেছে! মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার ছিল তার ভেতর। পার্সেলের গায়ে লেখা ছিল 'বাথসেবা বোল্ডউড' আর তারিখ দেয়া ছিল ছ'বছর পরের। বিচারক এগুলোকে তাঁর পাগলামির আলামত হিসেবে মেনে নিলেন, এবং তার ফলে বোল্ডউডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন। গ্যাব্রিয়েল উপলব্ধি করছে, বাথসেবা নিজেকে ট্রয়ের হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী ভাবে, আর ততোধিক দোষী ভাবে বোল্ডউডের বিপর্যয়ের জন্যে।

খুব ধীর গতিতে স্বাস্থ্যোদ্ধার হচ্ছে ওর। বাড়ির ভেতরেই থাকে ও কিংবা বড়জোর বাগান পর্যন্ত যায়। কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলে না। এমনকি লিডির সঙ্গেও না। তবে গরমের শুরুতে দেখা গেল খোলা বাতাসে প্রচুর সময় কাটাচ্ছে সে।

আগস্টের এক সন্ধেয় চার্চইয়ার্ডে হেঁটে গেল সে। ওর কানে এল গির্জার ভেতর গাঁয়ের বাচ্চারা রবিবারের গান চর্চা করছে।

সোজা ফ্যানির কবরের কাছে এসে, প্রকাণ্ড স্মৃতিস্তম্ভে ট্রয়ের লেখা শব্দগুলোয় চোখ বুলাল বাথসেবা। ওই একই পাথরে, বাথসেবা নিজে কিছু কথা যোগ করেছে:

এখানে ফ্রান্সিস ট্রয়কেও দাফন করা হয়েছে। মৃত্যু: ২৪ ডিসেম্বর ১৮৬৭। বয়স: ছাব্বিশ।

বাচ্চাদের সম্মিলিত মিষ্টি কণ্ঠস্বর কান পেতে শুনছে, আর নিজের এই ছোট্ট জীবনের কষ্টগুলোর কথা ভাবছে বাথসেবা, চোখে পানি এল ওর। আহা, ওই বাচ্চাগুলোর মত নিষ্পাপ হতে পারত যদি, আবার যদি ফিরে যেতে পারত শৈশবে। চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে, এসময় হঠাৎই দেখতে পেল গ্যাব্রিয়েল ওককে। গির্জার রাস্তাটা ধরে এদিকেই আসছে যুবক, ওকে গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে লক্ষ করছে।

'ভেতরে যাচ্ছ?' চোখ মোছার চেষ্টা করে প্রশ্ন করল বাথসেবা।

'যাচ্ছিলাম,' জবাব এল। 'আমি গির্জার গাইয়েদের একজন জানোই তো। আজ আমার রেওয়াজ করার পালা। তবে এখন আর ইচ্ছে করছে না।'

কিছুক্ষণের বিরতি, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না ওরা। অবশেষে ধীর গলায় গ্যাব্রিয়েল বলল, 'অনেক দিন পর কথা বলার সুযোগ হলো। এখন কেমন আছ, ভাল তো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বাথসেবা। 'স্মৃতিস্তম্ভটা দেখতে এসেছিলাম।'

'আট মাস হয়ে গেছে,' বলল গ্যাব্রিয়েল। 'অথচ আমার মনে হয় যেন কালকের ঘটনা।'

'আর আমার কাছে মনে হয় বহু বছর।'

'একটা কথা বলতে চাইছিলাম,' সামান্য দ্বিধা করে বলল গ্যাব্রিয়েল। 'বলছিলাম যে, আমি আর বেশিদিন তোমার ফার্মে থাকছি না। ভাবছি ইংল্যান্ডে আর না, এবার আমেরিকায় ফার্মিঙের চেষ্টা করে দেখি।'

'দেশ ছাড়ছ!' হতাশায় ও বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল বাথসেবা। 'কিন্তু আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি বোল্ডউড সাহেবের ফার্মটা ভাড়া নিয়ে নিজেই চালাবে!'

'উকিলরা প্রস্তাব দিয়েছে বটে। কিন্তু আমি ঠিক করেছি আগামী বসন্তে চলে যাব।'

'জানতে পারি কেন?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত।'

'কিন্তু তুমি চলে গেলে আমি একা সব দিক সামলাব কিভাবে? আগেও তোমাকে পাশে পেয়েছি, আর এখন যখন সবচাইতে বেশি প্রয়োজন তখন তুমি চলে যেতে চাইছ!'

'আমার না গিয়ে উপায় নেই,' সঙ্কুচিতভাবে বলল গ্যাব্রিয়েল। তারপর এত তড়িঘড়ি চার্চইয়ার্ড ত্যাগ করল, ওর নাগাল পেল না বাথসেবা।

পরের ক'মাসে বাথসেবা ব্যথিত মনে লক্ষ করে গেল, গ্যাব্রিয়েল পারতপক্ষে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেই না। বাথসেবা না ভেবে পারল না, একনিষ্ঠ বন্ধুটিও তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এখন যে কোন সময় তাকে একা ফেলে চলে যাবে। বড়দিনের পর গ্যাব্রিয়েলের তরফ থেকে কালান্তক চিঠিটা এল।

আর তিন মাসের মধ্যে ফার্ম ত্যাগ করছে সে।

চিঠিটা পড়ে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল বাথসেবা। গ্যাব্রিয়েল ওকে আর ভালবাসে না উপলব্ধি করে ভীষণ আঘাত পেয়েছে সে। ফার্মটা কিভাবে সামলাবে ভেবে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে ও। সারা সকাল এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল, তারপর বিকেল নাগাদ আর থাকতে না পেরে গ্যাব্রিয়েলের খোঁজে বেরোল। গ্যাব্রিয়েলের দরজায় গিয়ে টোকা দিল সে।

'কে?' সাড়া দিল গ্যাব্রিয়েল, দরজা খুলল। 'ও, মিস্ট্রেস যে?'

'আর বেশিদিন তোমার মিস্ট্রেস থাকছি না, তাই না, গ্যাব্রিয়েল?' বিষণ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল বাথসেবা।

'হ্যাঁ, মানে···তাই।'

সেই প্রথম দেখার মত পরস্পরকে হঠাৎই অচেনা লাগল দু'জনের চোখে, কিছুক্ষণ কথা ফুটল না কারও মুখে।

'গ্যাব্রিয়েল; আমার হয়তো আসা উচিত হয়নি, কিন্তু আমি—আমি ভাবলাম তোমাকে হয়তো কখনও না জেনে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি, যেজন্যে তুমি চলে যাচ্ছ।'

'কষ্ট দেবে কেন! না, না!'

'সত্যি বলছ? তাহলে চলে যাচ্ছ যে?'

'আমি আমেরিকা যাচ্ছি না। তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে দেখে প্ল্যানটা বাদ দিয়েছি মি. বোল্ডউডের ফার্মটা ভাড়া নিচ্ছি, এখানকার ম্যানেজারি করতেও অসুবিধে ছিল না, লোকে—যদি—আমাদের নিয়ে কানাঘুষা না করত।'

'কি?' বাথসেবা হতবিহ্বল 'কি কানাঘুষা করে লোকে?'

'শুনবেই যদি তো বলি, ওদের ধারণা তোমাকে বিয়ে করার আশায় আমি এখানে পড়ে আছি।'

'আমাকে বিয়ে করবে! কি বোকার মত কথা! এখন কি এসব কথা ভাবার সময়? এত তাড়াহুড়ো কিসের?'

'ঠিকই, বোকার মত কথাই বটে।'

'আমি বলেছি "তাড়াহুড়ো।" '

'কিন্তু বললে না, "বোকার মত কথা!"?'

'আমি দুঃখিত!' সাশ্রু নয়নে বলল বাথসেবা। 'আমি বলতে চেয়েছি এত তাড়াহুড়ো করার দরকার কি? তুমি কথাটা অন্যভাবে নিয়ো না।'

দীর্ঘক্ষণ ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল গ্যাব্রিয়েল।

'বাথসেবা,' এবার ঘন হয়ে এল সে, 'শুধু যদি বলতে, আমি তোমাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারি কিনা—তাহলে কিন্তু আর কোন সমস্যা থাকত না।'

'কোনদিন বলব না,' ফিসফিসিয়ে বলল বাথসেবা।

'কেন, কেন?'

'তুমি কখনও জানতে চেয়েছ?'

'ওহ!' হাঁফ ছাড়ল গ্যাব্রিয়েল।

'আজ সকালে ওই নিষ্ঠুর চিঠিটা না পাঠালে কি চলত না? তুমি আসলে আমাকে একটুও কেয়ার করো না!'

'দেখো, বাথসেবা,' হাসছে গ্যাব্রিয়েল, 'তোমাকে কেয়ার করি বলেই তোমার যাতে বদনাম না হয় সেদিকে আমার নজর আছে। আর সেজন্যেই আমি চলে যাচ্ছিলাম। দু'জন যুবক-যুবতী

মেলামেশা করলে লোকে নানা কথা রটায়, জানোই তো।'

'এটাই একমাত্র কারণ? ওহ, ভাগ্যিস এসেছিলাম তোমার এখানে!' সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল বাথসেবা, উঠে দাঁড়াল চলে যাবে বলে। 'তুমি আমাকে এড়িয়ে চলা শুরু করার পর থেকে আমি খালি তোমার কথাই ভাবি। নাহ, আমি এসে ভুল করেছি। মনে হচ্ছে আমারই বিয়ের গরজ বেশি! ছিহ, লোকে জানলে কি বলবে!'

'কি আবার বলবে?' পাল্টা বলল গ্যাব্রিয়েল। 'এতদিন ধরে তোমাকে চেয়ে এসেছি, তার বদলে তুমি না হয় এলেই একদিন—তাতে কি হলো?'

ফার্মহাউজের উদ্দেশে একসঙ্গে হেঁটে ফিরছে, বোল্ডউডের ফার্মটা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কথা সামান্যই উঠল। এতই পুরানো ওদের বন্ধুত্ব, মুখে ভালবাসা প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে না। হৃদয় দিয়ে একে অপরকে অনুভব করে ওরা।

ওদের চমৎকার বোঝাপড়া গভীর ভালবাসায় রূপ পেল বিয়ের পর। পরস্পরকে আপন করে পেয়ে এভাবে পরিপূর্ণতা পেল দুটি জীবন।